ফোয়ারা আছে, এই সকল ফোয়ারা জলের আকর-স্থান। অন্দর-বাটীর তেতলার উপরে এক পুষ্করিণী আছে, তাহাতে নলের সংযোগ আছে, যখন যে ফোয়ারা ছোটাইতে হয়, সেই যোগের মোহরি খুলিয়া দেয়। ভিতরমহল তিন খণ্ড, তিনতলা। সর্ব্বশেষে শিশমহল অর্থাৎ স্ত্রীগণ থাকিবার স্থান, তাহাতে রাজ-পরিচ্ছদে উত্তম প্রস্তর-নির্ম্মিত ভবন সকল। পশ্চিমদিকে পুষ্পোদ্যান মধ্যে এক ছপ্পর ঘরে দিল্লীর রাজ-সিংহাসন আছে, যে তক্ত ভরতপুরের রাজা দিল্লীশ্বরকে জয় করিয়া লইয়া আইসেন—সেই সিংহাসন আছে। যে কেল্লা আছে প্রায় ৫০ হাত উচ্চ, তাহার উপরে তোপখানা, ষোলটী কামান আছে। গড়ের এক দ্বারে অশ্বারোহী, দ্বিতীয় দ্বারে পদাতিকগণ শস্ত্রধারী হইয়া রক্ষা করে, যাত্রিগণের রক্ষার্থ সমভ্যাসে থাকে।

২৮ ভাদ্র, বুধবার

দীগ হইতে ৯ ক্রোশ কাম্যবন, পথিমধ্যে ছোট চরণপাহাড়, তাহার পরে কাম্যবন, অতি উত্তমস্থান। এই বনে অনেক দেবদেবী এবং তীর্থসকল আছে। বিমল কুণ্ড নামে এক কুণ্ড, তাহার চতুর্দ্দিক পাথরে বাঁধা, বিমলদেবী আছেন। ঐ দেবীর পশ্চিমদিকে থাকা হইল।

কাম্যবন

২৯ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার

বৃষ্টি-জলে ভিজিতে ভিজিতে ৭ ক্রোশ কাম্যবন, তাহার পরিক্রম করা হয়। প্রথমে যশোদাকুণ্ড, পরে সূর্য্যকুণ্ড, পরে লুকলুককুণ্ড, তাহার পর চরণপাহাড়। এই পর্ব্বতে কৃষ্ণ-বলদেবের এবং গোপাল-

গণের গোবৎসের পদচিহ্ন সকল পর্ব্বতময় আছে। এস্থানে নূপুর-বৃক্ষের ফল নূপুরাকৃতি, নীচে ক্ষীরসাগর, ইহার নিকট এক গ্রাম আছে। পরে পাদ-পেছলা খেলিবার পাহাড়, পাহাড়ের উপর ভীমেশ্বরীর গোফা, তাহার পর ভোজনথালি—গোচারণে বনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ যে স্থানে ভোজন করিতেন থালাকৃতি আছে, নীচে কৃষ্ণ-কুণ্ড। কাম্যবনের মধ্যস্থলে শ্রী৺গোবিন্দজির, গোপীনাথজির (ও) শ্রী৺মদনমোহনজির শ্রীমন্দির। তিন দেবের পৃথক্ পৃথক্ কিঞ্চিৎ দূর দূর মন্দির। শ্রী৺গোবিন্দজির মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রী৺বৃন্দাদেবী, মধ্যে গোবিন্দজি, উত্তরে জগন্নাথদেব। রাজা যুধিষ্ঠিরের বনবাসের যজ্ঞস্থান চৌরাশি স্তম্ভের গৃহ আছে, পঞ্চপাণ্ডব (ও) দ্রৌপদীর প্রতিমূর্ত্তি আর আর অনেক দেবদেবীর স্থান আছে। আওরঙ্গজেব বাদশাহের দৌরাত্ম্য সময়ে বৃন্দাবন হইতে সকল দেবদেবীর মূর্ত্তি কাম্যবনে রাখা হয়।

৫০ ভাদ্র

কাম্যবন হইতে বরসান ছয় ক্রোশ। বরসানের নিকট এক পাহাড়ের কিঞ্চিৎ উচ্চ স্থানে শ্রীরাধা আলতা পরিতে পরিতে চিত্রবিচিত্র করিয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন আছে। তাহার এক পোয়া অন্তরে দেহকুণ্ড নামে এক উত্তম সরোবর, তাহাতে স্নান (ও) স্বর্ণাদি দান করিয়া পরে বৃষভানু কুণ্ডের তীরে থাকা হইল। পাহাড়ের উপরে নারায়ণীজি অর্থাৎ শ্রীরাধার মন্দির, পরে বৃষভানুর পিতামহী ভানুপত্নীসহ এক বাটীতে আছেন। তাহার নীচে বৃষভানু রাজা দারাসহ এক বাটীতে আছেন। পাহাড়ের নীচে এক বাটী, তাহাকে অষ্টসখীর

বরসান

কুঞ্জ করে, অষ্টসখীর মূর্ত্তি আছে। এই পাহাড়ের পশ্চিম দানঘাটী, এজন্ত অন্তাবধি স্ত্রীগণ স্থানে স্থানে গীত গাইয়া দান ভিক্ষা করে। বরসানের স্ত্রীগণ মহা বলিষ্ঠ। হোরিতে মহানন্দ আছে।

৩১ ভাদ্র, শনিবার

বরসান হইতে নন্দগ্রাম যাওয়া যায়। দুই ক্রোশ পরে সঙ্কেত-বট, সঙ্কেতবিহারী-ঠাকুর-পার্শ্বে বটমূলে যোগমায়াদেবী আছেন। অতি নির্জ্জন স্থান এবং মনোরম অনেক দেব-দেবী আছেন। নন্দগ্রাম নন্দঘোষের বাসস্থান, পর্ব্বত উপরে নন্দ-যশোদা দুই পার্শ্বে, মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম গোষ্ঠের বেশে, পাহাড়ে উঠিতে ১২৪ ধাপ। পর্ব্বত খুদিয়া শ্যামবাজারের গুরুপ্রসাদ বসু সিঁড়ি করিয়াছেন। নীচেতে এক স্থানে ঝাউ বনের ছাউনী, যশোদার দধি-মন্থনের এক পাথরের ডাবা ও জালা পোঁতা আছে। ঐ পাহাড় পরিক্রম করিতে ১ ক্রোশ আসিয়া ঐরাবত-কুণ্ড, চতুর্দ্দিকে পাথরের ঘাটবান্ধা। ঐ কুণ্ডের ধারে এক কেলি-কদম্বের গাছ আছে, তাহার পাতা দোনার মত অর্থাৎ বাটীর ন্যায়, সকল জলীয় দ্রব্য থাকে। তথা হইতে ১ ক্রোশ আসিয়া পবন-সরোবর। অতি উত্তম সরোবর, চারিদিকে পাথরের ঘাটবান্ধা। ঐ সরোবর-তীরে থাকা হইল। বৈকালে তথা হইতে দুই ক্রোশ যাইয়া শ্বাসকুণ্ড। নন্দগ্রাম হইতে এক নিঃশ্বাসে শ্রীকৃষ্ণ ঐ স্থানে দাঁড়াইতেন, এজন্য শ্বাসকুণ্ড নাম। তাহার পর কদম্বখণ্ডি, পরে সূর্য্যকুণ্ড, তাহার পর যটেন গ্রাম। এখানে আয়ান ঘোষের বাটী উচ্চস্থান, তাহার পশ্চিমে কিশোরী-কুণ্ড। ঐ কুণ্ডের ঈশানে জাবট, এই স্থলে রাসস্থলী, শ্রীমতীর

নন্দগ্রাম

মানের স্থান এবং বৃক্ষ, পরে জলকুণ্ড আর এক কেলিকদম্ব বৃক্ষ আছে, যে বৃক্ষে হেলন দিয়া বংশীতে শ্রীমতীকে সঙ্কেত করিতেন। ঐ বৃক্ষে ত্রিভঙ্গঠামের এবং চূড়ার চিহ্ন আছে। এখান হইতে তিন ক্রোশ খদিরবন, অতি মনোরম স্থান।

জাবট ও খদিরবন

১ আশ্বিন, রবিবার

নন্দগ্রাম হইতে ১১ ক্রোশ শেষশায়ী। ৭ ক্রোশ যাইয়া সূর্য্যকুণ্ড। প্রথমতঃ ৩ ক্রোশ কোকিলবন—অতি নিবিড় বন, কোকিলবিহারী ঠাকুর আছেন। কৃষ্ণকুণ্ড—তাহার চারিদিক পাথরে ঘাটবান্ধা, এক বৈষ্ণব আছেন। এই বনের অদ্যাবধি এই নিয়ম আছে, কেহ বনের কাষ্ঠ লইয়া অন্য স্থানে যাইতে পারে না অর্থাৎ বন হইতে বাহির হইলে অন্ধের ন্যায় হয় দেখিতে পায় না—কাষ্ঠত্যাগ করিলে দেখিতে পায়। তাহার পর ৪ ক্রোশ সূর্য্যকুণ্ড, বৃহৎ সরোবর। পরে বড়চরণ পাহাড়ে পূর্ব্বোক্ত সকল পদচিহ্ন—পশুপক্ষ্যাদির পর্য্যন্ত আছে, নূপুরের ২টা গাছ আছে। তাহার পর সূর্য্যকুণ্ড হইয়া ৪ ক্রোশ শেষশায়ী, এই স্থানে ভগবানের অনন্তশয্যার প্রতিমূর্ত্তি (ও) ক্ষীরোদসাগর নামে পুষ্করিণী। স্থান অতি উত্তম—অনেক দেবালয় আছে।

কোকিলবন, সূর্য্যকুণ্ড শেষশায়ী

২ আশ্বিন, সোমবার

শেষশায়ী হইতে ৭ ক্রোশ সেরগড়, এ স্থানে নগর তুল্য বসতি, শ্রী৺গোবিন্দজি, শ্রী৺গোপীনাথজি (ও) শ্রী৺মদনমোহনজি প্রভৃতি দেবালয় প্রধান-দর্শন। শ্রী৺বলদেবের এই স্থানে স্থিতি হয়।

সেরগড়

৩ আশ্বিন

সেরগড় হইতে গমন করিয়া নন্দঘাট, সেরগড় হইতে ৯ ক্রোশ। ইতোমধ্যে অক্ষয়বট, পরে যমুনার তীরে শ্রী৺কাত্যায়নী দেবী—গোপগোপীর কুলদেবতা, তন্নিকটে চীরঘাট অর্থাৎ যে ঘাটে ভগবান গোপীদিগের বস্ত্রহরণ করেন, চীর শব্দে বস্ত্র। চীরঘাট হইতে ৩ ক্রোশ নন্দঘাট, এই যমুনার ঘাটে শ্রীনন্দ মহাশয় প্রতি দিবস স্নান করিতেন এবং এই ঘাট পার হইয়া গোপীগণ বৃন্দাবন হইয়া মথুরায় দধি-দুগ্ধাদি বিক্রয় করিতে যাইতেন। নন্দগ্রাম, মথুরা (ও) বৃন্দাবন এক পার, কিন্তু পাহাড়ের পথ অতিশয় ভয়ানক এবং নিবিড় বন জন্য কেহ গমনাগমন করিতে পারিত না; এজন্য নন্দঘাটে পার হইয়া ভদ্রবন হইয়া ভাণ্ডীরবন, তৎপরে বেলবন হইয়া ঐ বেলবনের নিকট কেশীঘাট, তথায় পার হইয়া শ্রীবৃন্দাবন প্রবেশ করিয়া মথুরা গমনের পথ—এজন্য 'যমুনা-পার' আখ্যান আছে।

নন্দঘাট

নন্দঘাটে শ্রীজীব গোস্বামীর ভজনকুটীর আছে। এস্থানে গোপাল-মূর্ত্তি দর্শন এবং বনযাত্রায় যে কিছু ব্রজবাসী চৌবেদিগের আহার্য্য দ্রব্য দিবার ক্ষমবান হয়, এই ঘাটে দেয়।

৪ আশ্বিন

নন্দঘাটে নৌকায় পার হইয়া প্রথমে ভদ্রবন, তৎপরে ভাণ্ডীর বট। এই স্থানে এক কূপ আছে, ঐ কূপের মাহাত্ম্য অতিশয়, সকল দেবদেবীর আবির্ভাব। এই ভাণ্ডীর বটের বন শ্রীদাম-গোপালের গো-চারণের স্থান, বৃন্দাবনের বংশীবট হইতে ভাণ্ডীর বট পর্য্যন্ত খেলিবার স্থান।

ভাণ্ডীর-বন

এক্ষণে এই বনমধ্যে এক দেবালয় আছে, তাহাতে শ্রীদাম-গোপালের মূর্ত্তি আছে। এই শ্রীদাম কৃষ্ণনগরে অভিরাম গোপাল নামে অভিহিত। অদ্যাবধি অভিরামের পাঠ আছে। শ্রী৺গোপীনাথের বস্ত্রহরণ-লীলার প্রতিমূর্ত্তি সমেত আছে। ভাণ্ডীর বট হইতে বেলবন ৩ ক্রোশ, এই বনে শ্রী৺লক্ষ্মী-ঠাকুরাণীর প্রতিমূর্ত্তি আছে। চন্দ্রাবলীর

বেলবন

বিহার-স্থান, অতি সুরম্য বন। তাহার পূর্ব্বে ২ ক্রোশ গমন করিয়া মানসরোবর, বৃহৎ সরোবর। দক্ষিণে শ্রী৺মানবিহারী ঠাকুর আছেন, সম্মুখে রাসমণ্ডল। তথা হইতে পানিঘাট ৩ ক্রোশ। নন্দঘাট হইতে ১২ ক্রোশ আসিয়া পানিঘাটে থাকা হইল।

৫ আশ্বিন

পানিঘাট হইতে লোহাবন ৩ ক্রোশ, তথায় এক কুণ্ড আছে, কুণ্ডজলে লোহার দ্রব্য দান করিতে হয়। লোহাসুরকে যশোদা লোহার কড়ার আঘাতে বধ করেন। তাহার ২ ক্রোশ পরে আন্দি-নান্দি বন, আনন্দীকুণ্ড নামে এক পুষ্করিণী। ঐ কুণ্ডে স্নান এবং আন্দিনান্দি-দেবীদর্শন। পরে ৪ ক্রোশ বলদেব, এই স্থানে বজ্র-নির্ম্মিত বলদেবের বৃহৎ মূর্ত্তি আছে। অতি উত্তম পুরী, অনেক গৃহাদি আছে, নগরতুল্য স্থান, বাজার ইত্যাদি ভাল আছে। বল-দেব-কুণ্ড পুরীর পূর্ব্বদিকে। পাণ্ডাগণ অতিশয় চতুর, বলিষ্ঠ, মিথ্যাবাদী এবং প্রতারক, যাত্রিগণের নিকট নানা ছলে অর্থ লয়, পরিশেষে রাত্রে চুরি করে, বলে ছলে কৌশলে—যে প্রকারে হউক কষ্ট দিয়া লয়। শ্রী৺বলদেব দর্শন এবং মাখন-মিছরী ভোগ দিয়া পরে ৩ ক্রোশ যাইয়া মহাবন, যাহাকে গোকুল কহিত, নন্দ ঘোষের বাটী। এই মহাবনে থাকা হইল।

৬ আশ্বিন,

নন্দ ঘোষের বাটীতে গমন হইল; অতি উচ্চ টিলাতে বাটী। এক্ষণে ঐ বাটীতে তহশীলদারের কাছারি। নন্দের শয়নাগারের পূর্ব্বে যশোদার প্রসবাগার। ঐ সূতিকাগৃহ চিত্রবিচিত্র প্রস্তরনির্ম্মিত, সম্মুখে এক উত্তম দালান, তাহাতে দধিমন্থনাদি করিতেন, থামের গায়ে মাখন মোছার চিহ্ন দেখায়; শ্রীকৃষ্ণের সূতিকাগৃহে দোলায় শয়নের দোলা এবং চন্দ্র দেখাইয়াছিলেন। ঐ বাটীর পূর্ব্বদিকে ষষ্ঠীদেবীর ঘর, যে স্থানে ষষ্ঠীপূজা হয়। তাহার নিকট এক কূপ আছে, ঐ কূপের জলে স্নান করাইয়া শ্রীনন্দ-নন্দনের ষষ্ঠীপূজা হয়। তাহার পর যমলার্জ্জুন দুই বৃক্ষ ভঞ্জন, উদূখলে বন্ধনের স্থান, গোশালার স্থান, পূতনা রাক্ষসীর স্তনপান-ছলে যে বধ করেন, তাহাকে যেখানে দাহ জন্য টানিয়া লইয়া যাইতে হয়, তাহার নাম পূতনাজুলি—স্পষ্ট খাল আছে। পরে যমুনার ধারে রমণবেদী—বালুকাময়বেদী, এই বেদীতে ধূলা-খেলা ও গড়াগড়ি দিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণ গোপাল ও গোপীসহ খেলিতেন। তথা হইতে ১ ক্রোশ ব্রহ্মাণ্ডঘাট, যে স্থানে মৃত্তিকা ভোজন করিয়া যশোদাকে উদরমধ্যে ব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়া ছিলেন। তথা হইতে গোকুল—যেখানে গোস্বামীদিগের বাস এবং নাথজি, বলদেবজি ও মদনমোহনজি ঠাকুর আছেন, গোস্বামী মহাশয়েরা এই স্থানের গোকুল নাম রাখিয়াছেন। গ্রামে অনেক বসতি এবং বাজার, স্থানে স্থানে দেবালয় সকল আছে। ইহার উত্তরে তিন ক্রোশ রাওল গ্রাম। এই গ্রামে বৃষভানু রাজার বাস, শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর আবির্ভাব স্থান। এই সকল প্রদক্ষিণ করিয়া কো-গ্রামের নিকট

মহাবন

যমুনা পার হইয়া, নওরঙ্গবাদে উঠিয়া মথুরা প্রবিষ্ট হইয়া, ভুতেশ্বর দর্শন করিয়া, যমুনাবাগে স্নানাদি করিয়া জলযোগ হইলে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া, সদর বাজার ভ্রমণ করিয়া, মথুরার বিশ্রামঘাটে জলস্পর্শ-মুকুট-দর্শন করিয়া যমুনার তীরে তীরে অক্রুরঘাট হইয়া, ভোজন-টিলার নিকট দিয়া শ্রী৺বলদেব দর্শন করিয়া, শ্রীবৃন্দাবনে নন্দকুমার বসুর কুঞ্জে যথায় বাসা তথায় পঁহুছান হইল।

৭ আশ্বিনাবধি ১৮ মাঘ পর্য্যন্ত

শ্রীবৃন্দাবন পঞ্চক্রোশী পরিক্রম, যমুনায় স্নান-তর্পণ, শ্রী৺গোপেশ্বরের জল-বিল্বদলে পূজা, শ্রী৺গোবিন্দদেবজিউ (ও) শ্রী৺গোপীনাথজি প্রভৃতি দেবদেবীদিগের দর্শন-যাত্রা।

ইতোমধ্যে মধ্যে মথুরা, রাধাকুণ্ড (ও) গোবর্দ্ধন যাত্রানুসারে গমন আছে। চৌরাশি ক্রোশে দ্বাদশবন-পরিক্রম, রাজায়াদি যাত্রি-গণের সমভ্যারে ভ্রমণ করে।

বৃন্দাবন হইতে জলন্ধর

সন ১২৬২ সাল, ১৯ মাঘ, বৃহস্পতিবার, নবমী

শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রী৺গোবিন্দজি, শ্রী৺গোপীনাথজি, শ্রী৺মদন-মোহনজি, শ্রী৺রাধারমণ, শ্রী৺কৃষ্ণচন্দ্র (ও) শ্রী৺গোপেশ্বর প্রভৃতি দেবসকল দর্শনাদি করিয়া কুরুক্ষেত্র, শ্রী৺জ্বালামুখী, কাঁগড়া দেবী, চিন্তাপুরণী এবং রেওয়াড়েশ্বর, মণিকরণ (ও) নয়নাদেবী ইত্যাদি তীর্থদর্শন এবং পঞ্জাব-দিল্লী ইত্যাদি সহর, নগর, দেশ, রাজ্য, পাহাড় (ও) বনভ্রমণার্থে যাত্রা করিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ও শ্রীপ্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর নামে আমমোক্তার নামা ১৫ মাঘ মথুরার কাছারিতে দেওয়া হয়। তাহার তছদিক্ বৃন্দাবনে কোতোয়ালের দ্বারা হইবার হুকুম হওয়াতে মোক্তারনামা থানায় না আসা জন্য শ্রী৺ধামে থাকা হয়।

২০ মাঘ, শুক্রবার, দ্বাদশী

শ্রী৺বৃন্দাবনধামে কোতোয়ালের নিকট আমি, গোপীনাথজির বাটীর রামলোচন, ফৌজদার ও শ্রীযুত উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—গোপীনাথের বাটীর সরকার, তাঁহার খাতিরে উক্ত ফৌজদার অনেক শ্রম করিয়া এবং দারগা অতি সজ্জন (বিধায়) হুজুর হইতে মোক্তার-নামা পহুছিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ ফৌজদারের নিকট লোক পাঠাইয়া দেওয়ায় এমতকালে আমরা উপস্থিত হইবামাত্র সহস্র কর্ম্ম রাখিয়া অগ্রে তছদিক্ করিয়া লইয়া আমাকে বিদায় করেন। ইতিপূর্ব্বে শ্রী৺গোপীনাথ (ও) পরে শ্রী৺গোবিন্দজি দর্শন করিয়া বাসায় আসিয়া

দেখিলাম, সকলে গমনোদ্যোগী হইয়া গাড়ীতে দ্রব্যাদি বোঝাই করিয়া প্রস্তুত হইয়াছেন। আমার কর্ম্ম জন্য সকলে এক দিবস বাস করিয়া থাকেন, কর্ম্ম শেষ হইয়া আসিবামাত্র সকলে তীর্থ-যাত্রায় যাত্রা করিলেন। আমি ডাকবাবু শ্রীযুত রঘুমণি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত কথা কহিয়া গোপেশ্বর হইয়া ঐ পথে মদন-মোহনজির দর্শনে যাওয়াতে, পথিমধ্যে কাহার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াতে, আমি ও নবকৃষ্ণ দুই জনে চিন্তিত হইলাম যে, দুই পথ— কোয়েল হইয়া এক পথ, চৌমুয়া হইয়া এক পথ, ইহার কোন্ পথে যাওয়া হইল, আমরা কোন্ পথে যাইব? পথের যত মনুষ্যকে জিজ্ঞাসা করি, কেহ কহিতে পারে না। তখন স্থির হইল যে, গাড়ী অগ্রে যায় না। তাহার পর আহিরী-মহল্লার রাস্তাতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে করিতে এক ব্যক্তি কহিল, কটকের নিকট বাবুলোক এবং গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। তথায় আসিয়া শ্রীযুত কালীপ্রসাদ ঘোষ-ভায়া ও শ্রীযুত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া, শ্রীযুত শুকদেব ব্রজ-বাসীর নিকট হইতে টাকা লইবার কথা ছিল তাহা না পাইয়া, যাহা পূর্ব্বে সংগ্রহ ছিল, তাহাই সমভ্যারে করিয়া এবং শুকদেব কুরুক্ষেত্রে টাকা পাঠাইবেন—এই লুব্ধ আশ্বাসে তথা হইতে সকলে প্রায় এক প্রহর বেলা গতে গমন করি। মাঠে মাঠে যে পথ আছে ঐ পথে ৪ ক্রোশ চৌমুয়া গ্রাম, তথায় পাকা সড়ক (এবং) নিমক, শুড় (ও) আবকারী দ্রব্যাদির পরমিটের চৌকির লাইন ডোরি আছে।

চৌমুয়া

লাইন ডোরি অর্থাৎ আগরা হইতে পরওল পর্য্যন্ত রাস্তার পূর্ব্বদিকে কোম্পানির রাজ্য, পশ্চিমদিকে রাজগণের রাজ্য—ভরতপুর, জয়পুর ইত্যাদি। রাজা

যাহাদিগের স্বাধীনতা রাখিয়াছেন, ঐ সকল রাজ্যের নিমক, আফিং, ভাঙ্গ, চরস (ও) গুড় ইত্যাদি পরমিটের দ্রব্য সকল বিনা মাশুলে আনিয়া বিক্রয় করিতে না পারে, এজন্য কোম্পানি বাহাদুর আপন রাজ্যের পথে কণ্টক দিয়া রুদ্ধ করিয়া এক পোয়া অন্তর চৌকিঘর করিয়া পাহারা দিতেছেন। কোনক্রমে বিনা মাশুলে কেহ দ্রব্য না লইয়া যাইতে পারে। চৌমুয়াতে ঐ লাইন ডোরির চৌকির নিকট বৃক্ষমূলে দিবাতে স্থিতি। বাজার হইতে দ্রব্যাদি আনিয়া কুয়ার নিকট রসুই (ও) আহারাদি হয়। সন্ধ্যায় বাজার মধ্যে সরাইতে স্থিতি। চৌমুয়া গ্রামে উত্তম বসতি, দোকানদার অনেক আছে।

২১ মাঘ, শনিবার

চৌমুয়া হইতে ৫ ক্রোশ সাওয়া গ্রাম। সরাই, বাজার (ও) বসতি আছে। পরে চারি ক্রোশ কুশী—ক্ষুদ্র সহর, অনেক তুলার ও ভুষী দ্রব্যাদির আমদানি-রপ্তানি হয়। সকল দ্রব্যাদির দোকান (ও) পরমিটের সাহেবের বাঙ্গালা আছে। নিমকের চৌকির রামচন্দ্র মিত্র নামে একব্যক্তি কর্ম্মকারক, সাহেবদিগের বাঙ্গালার নিকট বাসা, তথা হইতে সহর প্রায় অর্দ্ধক্রোশ। ঐ স্থানে পুরি, মিষ্টান্ন, দধি এবং ফলাদি লইয়া তথা হইতে ৬ ক্রোশ কোটবন (ও) সূর্য্যকুণ্ড, ব্রজভূম মধ্যে বনযাত্রাতে আসিতে হয়। ঐ কুণ্ডে স্নান করিয়া তথায় জলযোগ, ঐ দিবস একাদশী। তথা হইতে ৪ ক্রোশ হোড়েল গ্রাম। দোকান, বাজার, সরাই (ও) বসতি ভাল। ছয় দণ্ড বেলা থাকিতে সরাই মধ্যে অবস্থিতি।

কুশী

হোড়েল

২২ মাঘ, রবিবার, দ্বাদশী

হোড়েল হইতে ৪ ক্রোশ বনচারি গ্রাম, তথায় সোমড়া-নিবাসী কালীকুমার রায় পরমিটের দারগা, পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হয়। তথা হইতে ৫ ক্রোশ পরওল গ্রাম, ঐ গ্রামের বটতলা হইতে লাইন ডোরির নিবৃত্তি। পরে ক্ষুদ্র সহর, দোকান বাজার ভাল আছে। গ্রামে ভদ্র ভদ্র ব্যক্তিগণের বসতি আছে। রাস্তার ধারে সরাই। গ্রামের প্রান্তভাগে পাথরওয়ারি দেবীর মন্দির, ধর্ম্মশালা ও একটি ভাল বাগান আছে। বাড়ী মধ্যে অনেক নিম্ববৃক্ষ, উত্তরদিকে পুষ্করিণী, তিনদিক সানবান্ধা ঘাট, স্থান অতি সুশীতল। তথায় দিবার আহার করিয়া সন্ধ্যায় পশ্চাৎ যাইয়া সরাইয়ে স্থিতি।

পরওল

২৩ মাঘ, সোমবার, ত্রয়োদশী

পরওল হইতে ৬ ক্রোশ: বল্লভগড়, ভরতপুরের রাজার রাজ্য। এই রাজ্য আপন দৌহিত্রকে দিয়া তাহাকে রাজা করেন। কেল্লা আছে, কেল্লামধ্যে রাজার বাটী এবং আপন রাজ্যরক্ষার সৈন্যগণ আছে। মাটীর কেল্লা, মুরচা, গম্বুজ সকলই আছে। মুরচাতে কামান রীতিমত আছে। যুদ্ধসজ্জা বাদ্য ইত্যাদি সকল আছে। কেল্লার কিছু দূরে রাজধানী, ক্ষুদ্র সহর, সব দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলমান অনেক জাতির বসতি আছে। এই সহর হইতে দিল্লী যাইবার নূতন রাস্তা রাজা তৈয়ার করিতেছেন। তথা হইতে ৬ ক্রোশ বালুকাময় পথ ফরিদাবাদ গ্রাম, তথায়

বল্লভগড়

অনেক বসতি, বাজারাদি ভাল আছে। বাদসাহী সরাই, পুরাণ সহর। ঐ গ্রাম হইয়া রেলরোডের রাস্তা গিয়াছে। ঐ গ্রামে বৃক্ষমূলে দিবাতে স্থিতি (ও) আহার। সন্ধ্যার পর সরাই মধ্যে স্থিতি।

ফরিদাবাদ

২৪ মাঘ, মঙ্গলবার, চতুর্দ্দশী

ফরিদাবাদ হইতে ৫ ক্রোশ দিল্লী সহরের পুরাতন কেল্লা। তথা হইতে ৩ ক্রোশ কাবেলি-দরজা, ঐ দরজা হইতে ২ ক্রোশ সবজিমণ্ডি। সবজিমণ্ডির নিকট এক শেঠের নূতন শিবালয় তৈয়ার হইয়াছে, তাহাতে শিবস্থাপনা হয় নাই; মন্দির এবং বাটী ভাল তৈয়ার করিয়াছে। অন্দর-বাহির, কাছারি, বৈঠক, বাগান, কূয়া (ও) ভাণ্ডারস্থান পৃথক্ পৃথক্ আছে। ঐ শিবালয়ের নিকট সরাই আছে। তথায় স্নানাদি করিয়া সকলে আহারের উদ্যোগে রহিল। আমি দিল্লীসহর দেখিবার জন্য কেল্লার মধ্যে আসিলাম। কাবেলি-দরজা হইয়া প্রবেশ করিয়া, সহরের ধারে ধারে যাইয়া, ইতস্ততঃ অনেক ভ্রমণ করিয়া, বাদসাহের বাটীর নিকটে লালদীঘি দেখিয়া, বাদসার নিজকেল্লা দেখিতে ইচ্ছা হইল, যে কেল্লার মধ্যে বাদসাহের বাদসাহীর সকল সরঞ্জাম আছে, কিন্তু সাহস করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারি না; কারণ কখন দিল্লী সহরে আসি নাই এবং পথ-ঘাট, রীতি-ব্যবহার, হুকুম-কিমত কিছুই জানি না। বিশেষতঃ লাহোর-দরজা (ও) দিল্লী-দরজা, দুই দরজাতে দুই পল্টন কোম্পানি সিপাহী আছে। ইহাতে ভীত হইয়া গমন স্থগিত করিয়া ভাবিতে লাগিলাম

দিল্লী

যে, কি মতে দেখিব। পরে আপন মনে স্থির করিলাম যে, এখানে কেহ দেখিতে শুনিতে নাই, যদি কেহ কিছু কুভাষা বলে, কে শুনিবে? দেশস্থ কি পরিচিত কেহ সম্মুখে নাই, নিবারণ করিলে ফিরিয়া আসিব। এই স্থির করিয়া দিল্লী-দরজা দিয়া প্রথমবার দ্বারপালদিগের সম্মুখ দিয়া প্রবেশ করিলাম; পরে দ্বিতীয়দ্বারে সিপাহীগণের গারদ, তথায় হাওলদার, সুবেদার (ও) জমাদার সকলে আছে। ঐ দ্বার প্রবেশ হইবার সময় একজন সিপাহী কহিল, "কি নিমিত্ত কোথা যাও?" আপন ভাষাতে জিজ্ঞাসা করাতে কহিলাম, "কেল্লার ভিতরে দেখিতে যাইতেছি।" তাহাতে কহিল, "বিনানুমতিতে যাইতে পারিবে না।" শুনিয়া স্থগিত হইয়া পরে হাওয়ালদারের নিকট আসিয়া কহিলাম, "আমি বাঙ্গালা দেশ হইতে দেশভ্রমণ জন্য আসিয়াছি; তাহাতে দিল্লীসহর, দিল্লীশ্বরের রাজধানী, ইহা দেখিবার জন্য অত্যন্ত মনন হইয়াছে। যদি দেখিতে দাও, তবে দেখা হয়।" এইমত কহিতে দ্বার প্রবেশ করিতে দিলে ঐ দ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া নহবৎখানা দিয়া বাজারসকল দেখিয়া যে দ্বার দিয়া দেওয়ান-খাস যাইতে হয়, তথায় যাইতে ইচ্ছা হইল। সেই দ্বারে খোজাগণ দ্বারপাল আছে। তাহাদিগকে অনেক কহিয়া, তাহাদের একজনকে সঙ্গে লইয়া তক্ত ইত্যাদি কিছু কিছু দেখা হইল। দিবা-অবসান হইলে লাহোর-দরজা দিয়া কেল্লার বাহির হইয়া সহরপনার ভিতর আসিয়া পঞ্চক্রোশী সহরে সুশোভিত এবং জুম্মা মসজিদ ইত্যাদি মসজিদসকল এবং বাজারাদি অনেক আছে, তাহার মধ্যে প্রধান বত্রিশবাজার দেখিয়া লাহোর-দরজার রাস্তাতে সহর-নিবাসী ধনিগণ, বাইগণ (ও) হিন্দু-মুসলমান সকল গাড়ী পাল্কী ঘোড়া

হাতী উট ডুলি দোলা রথ বাহনেতে আরূঢ় হইয়া নগর ভ্রমণ করিতেছে এবং কোথাও নৃত্য, কোথাও গান, কোথাও বাদ্য, ইহা দেখিয়া শুনিয়া সন্ধ্যাগতে সহর হইতে বাহির হইয়া শিবালয়ে বাহিয়া আহারাদি করিয়া রাত্রে সরাইয়ে শয়ন হইল।

২৫ মাঘ, বুধবার, অমাবস্যা

দিল্লীর নিকট তেলিআড়া হইতে ৬ ক্রোশ পড়াউ, তথা হইতে ৩ ক্রোশ পুজানিগ্রাম, পরে ৩ ক্রোশ রাইগ্রাম, পড়াউ, গুদাম, থানা (ও) দোকান আছে; ঐ পড়াউ মধ্যে অশ্বথ-বৃক্ষমূলে আহারাদি করিয়া সরাই মধ্যে শয়ন।

২৬ মাঘ, বৃহস্পতিবার, প্রতিপদ

রাই হইতে ৬ ক্রোশ রশোমিগ্রাম, পরে ৫ ক্রোশ শাম-হানকি পড়াউ, থানা (ও) গুদাম আছে; পড়াউ মধ্যে আহারাদি করিয়া ঐ স্থানে স্থিতি।

২৭ মাঘ, শুক্রবার, দ্বিতীয়া

শামহান হইতে ৭ ক্রোশ পাণিপথ সহর, সহরে মুসলমান ধনীর অনেক বসতি। রাস্তা হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তর সহর, সহরপানা মধ্যে বসতি দোকান নানামত আছে। কাঁতি উত্তম উত্তম হয়, নানামত কারুওয়ালা কাঁতি, পাথর (ও) আর্শি বনান আছে। আমীরলোকের ফরমাইশ হইলে বহুমূল্য প্রস্তর, মুক্তা (ও) আয়না বসাইয়া দেয় এবং অল্প মূল্যের সাদা আছে। সহর মধ্যে সরাই, রাস্তার উপর ডাকঘর, পড়াউ মধ্যে গুদাম, থানা (ও) তহশিলের কাছারি, ঐ স্থানে স্থিতি।

পাণিপথ

২৮ মাঘ শনিবার, তৃতীয়া

পাণিপথ হইতে ৬ ক্রোশ ঘরহদার পড়াউ, গুদাম (ও) সরাই, থানা আছে, তথা হইতে ৬ ক্রোশ কর্ণাল সহর। সহরপানার মধ্যে, কুঠিওয়ালা এবং আর আর বহু মূল্যের দ্রব্যাদি ও ধাতু-দ্রব্য, বস্ত্রাদি, বিলাতী জিনিস, পক্কান্ন, মিষ্টান্ন, গন্ধদ্রব্যাদি (ও) ফলাদির দোকান সকল আছে। সহরপানার বাহিরে এক মসজিদ আছে, তাহাতে সন্ধ্যার পর নানাদ্রব্যাদির এবং মাংস-কাবাবাদির ভাল মত বাজার বৈসে। তথা নহবতের (ও) নাগারার বাদ্য মুহুর্মুহু হয়। অনেক ধনাঢ্য মুসলমান আছে, উত্তম উত্তম বাটী আছে। সহরের বাহিরে প্রায় ১ ক্রোশ ছাউনী, গোরা-বারিক, মালদেওয়ানী (ও) পুলিশের কাছারি ইত্যাদি আছে। পড়াউ মধ্যে গাছের ছায়া আছে, তথায় আহারাদি করিয়া ডাকঘর ও সাহেবদিগের বাঙ্গালা (ও) বাগান দেখিয়া বাদশাহী সরাই মধ্যে রাত্রে স্থিতি।

কর্ণাল

২৯ মাঘ রবিবার, চতুর্থী পরে পঞ্চমী

কর্ণাল হইতে ৬ ক্রোশ বটানার পড়াউ, গুদাম, থানা (ও) সরাই আছে। তথা হইতে ৩ ক্রোশ যাইয়া এক ক্ষুদ্র গ্রামের নিকট পুষ্করিণীর ধার দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে মাঠ দিয়া পলাশ-গাছের বন হইয়া ৩ ক্রোশ যাইয়া থানেশ্বর সহর, যথায় কুরুক্ষেত্র তীর্থ। বেলা তৃতীয় প্রহর গতে পঁহুছান হয়। পঞ্জাবে ··· ··· বাটীতে থাকা হইল, তথা হইতে তীর্থসকল নিকট।

থানেশ্বর

কুরুক্ষেত্র

কুরুক্ষেত্র চারিযুগের ধর্ম্মক্ষেত্র, এজন্ত কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ এইস্থানে স্থির হইয়া মহাভারত হয়, তাহা শাস্ত্রে প্রমাণ আছে। কুরুক্ষেত্রের সকল ভূমি পরিক্রম করিলে ৮০ ক্রোশ পরিক্রম, ৩৬০ তীর্থ দর্শন, স্পর্শন (ও) স্নান। পঞ্চক্রোশী পরিক্রমে ৪৮ তীর্থে স্নান-তর্পণ দর্শন, স্পর্শন (ও) শ্রাদ্ধাদি।

লক্ষ্মীকুণ্ডে স্নান, তত্তীরে দানাদি, তীর্থশ্রাদ্ধ পরে অপগয়াতে শ্রাদ্ধ, থানেশ্বর, শিব-দুর্গা, কূপ, গুম্ফা (ও) পীঠদর্শন।

পঞ্চক্রোশ পরিক্রমের তীর্থসকল—ঔষশ (ঔশনস), পঞ্চবটী, বরুণ, অস্তিপুর (স্বস্তিপুর), অগ্নিপ্রাচী, ব্রহ্মযোনি, স্থানবট, রুদ্রকর, স্থানবটলিঙ্গ, অস্থানবট, চতুর্ম্মুখলিঙ্গ, চতুর্ম্মুখকুণ্ড, প্রাচীকুল, দুর্গা-কূপ, স্বর্গদ্বার, শুক্রতীর্থ, উত্তরবাহিনী কুবেরতীর্থ, বিহারতীর্থ, হৃদাকারচক্রতীর্থ, বদিরপ্রাচীতীর্থ (বদরিপাচন), ইন্দ্রতীর্থ, পরশুরাম-তীর্থ, যমুনাতীর্থ, একরাত্রতীর্থ, ক্ষীরকাবাসতীর্থ, মার্কণ্ডতীর্থ, প্রাচী-সোমতীর্থ, প্রাচীদধীচিতীর্থ, সরস্বতীতীর্থ, সুতভীর্থ (সুতীর্থ), বৃদ্ধ-কন্থাতীর্থ, প্রাচীকোটীতীর্থ, গঙ্গাহ্রদিতীর্থ (গঙ্গাহ্রদ), পাবনতীর্থ, অমরাবতীতীর্থ, বাণগঙ্গাতীর্থ, আপগয়াতীর্থ, অনরকতীর্থ, ব্রহ্মকূপ-তীর্থ, মহেশ্বরকূপ, পার্ব্বতীকূপ, পদ্মনাভকূপ, লক্ষ্মীকুণ্ডতীর্থ, সর্ব্ব-দেবতীর্থ, কুরুক্ষেত্রতীর্থ, কুরুধ্বজ, সোমতীর্থ, সন্নুদতীর্থ।

এই ৫৮ তীর্থ পঞ্চক্রোশ পরিক্রম মধ্যে, সকল তীর্থ উদ্ধার নাই। অন্ত অন্ত তীর্থ মুসলমানদিগের সময়ে এবং যুগ-পরিবর্ত্তনে লুপ্ত ছিল, পরে উদ্ধার হইয়া দীপ্তিমান আছে। এস্থলে প্রধান কয়েকটী তীর্থ প্রকাশ আছেন, বাকী স্থানমাত্র চিহ্ন আছে।

থানেশ্বর শিবের পশ্চিম ২ ক্রোশ জ্যোতীশ্বর শিব আছেন, ঐ স্থানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথোপরি যুদ্ধবিষয়ে বাদানুবাদ হয়, যাহাতে অষ্টাদশ অধ্যায় ভগবদ্গীতা জন্মিয়াছে। তাহা অতি সুরম্য স্থান, এক্ষণে বন হইয়া আছে।

থানেশ্বরের পূর্ব্ব-দক্ষিণ ৪ ক্রোশ চক্রব্যূহ, যথায় অভিমন্যুকে সপ্তরথীতে বধ করে, ঐ ব্যূহের ইট ওজনে ২ মণ পর্য্যন্ত আছে; ইটে অঙ্গুলি চিহ্ন আছে। ঐ স্থানে মুসলমানদিগের কেল্লা আছে। ইহার দক্ষিণে আধ-ক্রোশ সূর্য্যকুণ্ড। সূর্য্যকুণ্ড পুষ্করিণী, তাহাতে অধিক জল আছে, পশ্চিমদিকে পাকা ঘাটবান্ধা, ঐদিকে এক শিবালয় আছে, দক্ষিণদিকে এক বৈষ্ণব আছে, তথায় লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা আছে।

চক্রব্যূহ

থানেশ্বর হইতে ১০ ক্রোশ পৃথূদক তীর্থ, সরস্বতী উত্তরবাহিনী বেগবতী। শ্যামকার্ত্তিক অর্থাৎ গণেশ ও কার্ত্তিকের দেবসেনা ও অগ্রদেব হইবার টীকা হয়। ব্রহ্মযোনি—ব্রহ্মা সৃষ্টি-পত্তন করিয়া যোনিনিরূপণ স্থান। বশিষ্ঠ-প্রাচী ইত্যাদি তীর্থ সকল যমুনার তীরে আছে, অষ্টক্রোশ পরিক্রম।

পৃথূদক

থানেশ্বর শিব কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধসময়ে পাণ্ডবের শিবিরে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের রক্ষার্থ দ্বারী ছিলেন। পঞ্চ পুত্র নিধনান্তর মহাদেব স্থাপিত রহিলেন। ঐ থানেশ্বরের সম্মুখে এক কুণ্ড আছে, তাহার চতুর্দ্দিকে সানবান্ধা ঘাট; পূর্ব্বদিকে গুরু নানকের গদি আছে, ঐ কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে সাধুদিগের স্থান এবং ঐ কুণ্ডের জল লইয়া অগ্নিসংস্কার

স্থানেশ্বর শিব

করিতে নিষেধ আছে। যদি কেহ ঐ জল লইয়া অগ্নি দ্বারা উষ্ণ করে তবে তাহার পাত্র সকল ফাটিয়া খণ্ড খণ্ড হয়। আর ঐ কুণ্ডের জল লইয়া যদি কেহ কর্ম্ম-উপলক্ষে ঘটপূর্ণ করিয়া ভাণ্ডার মধ্যে রাখে, তাহার ভাণ্ডার পূর্ণ থাকে। বহুকালের শিবমন্দির, সুরম্য স্থান।

ভীষ্মকুণ্ড

থানেশ্বর হইতে ভীষ্মকুণ্ড ২ ক্রোশ পশ্চিম। এই স্থানে ভীষ্মদেবের শরশয্যা হয়, ঐ স্থান জঙ্গল হইয়াছে, এক কুণ্ড আছে, তার তিন দিকে সানবান্ধা ঘাট আছে, দক্ষিণদিকে উচ্চস্থান, ঐ স্থানে ভীষ্মদেব শরেতে শয়ন করিয়াছিলেন। কুণ্ড মৃত্তিকাতে পরিপূর্ণ হইয়াছে, জল অল্প থাকে।

বাণগঙ্গা

বাণগঙ্গা উক্ত কুণ্ড হইতে ২ ক্রোশ দক্ষিণ, ভীষ্মদেব শরশয্যা-সময়ে গঙ্গাজলপানের ইচ্ছা করাতে দুর্য্যোধন গঙ্গাজল আনয়ন জন্য ভৃত্যগণকে নিয়োজিত করেন। ইহা দেখিয়া ভীষ্মদেব অর্জ্জুনকে গঙ্গাজল জন্য কহিলে, অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ গাণ্ডীবে বাণ জুড়িয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিয়া, পৃথিবী হইতে পাতাল ভেদ করিয়া ভোগবতী গঙ্গার জল উত্থিত হয়, ঐ স্থান বাণগঙ্গা। এক অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কূপ আছে, চতুর্দ্দিকে সানবান্ধা, উত্তরদিকে এক বাবাজি আছে, লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবা আছে।

কর্ণখেড়া

কর্ণখেড়া—আপগয়ার নিকট এক উচ্চ স্থান আছে। তথায় মহাবীর কর্ণ প্রতিদিবস স্নান ও শত মণ স্বর্ণ দান করিয়া যুদ্ধে গমন করিতেন। কুরুধ্বজতীর্থ—যে স্থলে কুরু-

নাভিতীর্থ

রাজ যজ্ঞ করিয়া ধ্বজা তুলিয়াছিলেন, ইহাকে নাভিতীর্থ কহে, কুরুক্ষেত্রের নাভিস্থল জন্য (এই নাম)।

সনহ্রদ—যথায় দধীচি মুনি তপস্যা করিতেন। ঐ স্থানে ইন্দ্র তাঁহার অঙ্গের অস্থি যাজ্ঞা করেন। মুনিরাজ পরোপকার জন্য আপন দেহত্যাগ করিয়া দেবরাজকে বজ্র-নির্ম্মাণ জন্য অস্থি প্রদান করেন। পরে ঐ স্থানে কুরুপাণ্ডবের উভয় দলের সেনা ও সেনাপতিগণ সনহ্রদ তীর্থে স্নান-দান করিয়া যুদ্ধ-যাত্রা করিতেন, এজন্য সৈন্যহ্রদবলে। উত্তম কুণ্ড, সানবাঁধা ঘাট, অনেক বৃক্ষচ্ছায়া আছে, লক্ষ্মী-নারায়ণ (৩) শিবমন্দির আছে, প্রতিদিবস অনেক ব্রাহ্মণ স্নান-পূজা-পাঠাদি করেন, সুশীতল সুরম্য-স্থান, শেঠদিগের এবং রাজা রণজিৎ সিংহের ঘাট আছে।

সনহ্রদ বা সৈন্যহ্রদ

লক্ষ্মীকুণ্ড—ইহার নাম কুরুক্ষেত্র তীর্থ, এই স্থানে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধসময়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথের অশ্বগণকে জলপানকরণ জন্য সরোবর সৃজন করেন। বৃহৎ সরোবর, চতুর্দ্দিক্ পরিক্রমে দুই ক্রোশ, জল অধিক, পদ্মবন আছে, উহার চতুর্দ্দিকে সানবাঁধা ঘাট; একজনের কৃত ঘাট নহে—অনেক দেশীয় রাজগণ এবং ধনাঢ্যগণে এক এক ঘাট বান্ধাইয়া দেওয়াতে চতুর্দ্দিকে ঘাট হইয়াছে। এই কুরুক্ষেত্র তীর্থের মাহাত্ম্য-বৃদ্ধি জন্য শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা-লীলা সময়ে সূর্য্যগ্রহণে দ্বারকাপুরীর সকল বৈভবসহ পরিজনবর্গ সমভ্যারে কুরুক্ষেত্রে স্নানে আসিয়া ঐ কুণ্ডের উত্তরদিকে বাস করেন। ঐ স্থানে বৃন্দাবন-লীলার সাঙ্গোপাঙ্গসকল শ্রীরাধা নিজ সঙ্গিনীসহ আসিয়া কুরুক্ষেত্রে মিলন হয়। গ্রহণসময়ে মানসিক লীলাতে রাজসিক ব্যবহারে স্নান-দানাদি লক্ষ্মীসহ নারায়ণ মূর্ত্তিতে সম্পন্ন করেন, ঐ উত্তরদিকে গদি আছে। অতি মহাতীর্থ, স্নান-দানে সহস্র গুণ ফল, স্নান

লক্ষ্মীকুণ্ড

তর্পণে অনন্তফল, উত্তরদিকে তীর্থ শ্রাদ্ধ দানাদি করিতে হয়। কুণ্ডের মধ্যস্থলে শ্রবণনাথ গোসাঞি লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া মন্দির ও বাটী তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন। এক শিব এবং কালীপ্রতিমা আছে। কুণ্ডের মধ্যস্থলে দ্বীপ হইয়াছে, ঐ দ্বীপ মধ্যে এই সকল দেবালয়, দেবালয়ে গমনাগমন জন্য সেতু বান্ধিয়া দিয়াছেন, তাহার উপর দিয়া গমন করিতে হয়।

এই কুণ্ড হিন্দুদিগের মহাতীর্থ, ইহা আওরঙ্গজেব বাদসাহ জ্ঞাত হইয়া পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ পাইয়া তীর্থলোপ করিবার জন্য নানামত চেষ্টা করিয়া শেষে ঐ কুণ্ডের উপর সেতু বান্ধিয়া দ্বীপ মধ্যে এক কেল্লা এবং মসজিদ তৈয়ার করে। কেল্লাতে সৈন্যগণ নিযুক্ত ছিল যে, এই তীর্থমধ্যে হিন্দু কেহ স্নান কি জলস্পর্শ করিতে না পারে, এরূপ চৌকি পাহারা ছিল। বাদসাহের রাজ্য সময়ে কেহ তীর্থে স্নানাদি করিতে পারিত না। কতক দিবস গত হইলে দাক্ষিণাত্য পুনা-সেতারার রাজা অমৃতরায় ছদ্মবেশী হইয়া আসিয়া স্নানার্থে থাকিয়া নানা কৌশল দ্বারা অধিক অর্থব্যয় করিয়া এক কলস জল আনাইয়া স্নান করিয়া আপন ইষ্ট-সাধনান্তর বিবেচনা করিলেন যে, এমন তীর্থ যদি বাদসাহ লোপ করিল, তবে হিন্দু হইয়া ইহার উপায় করিতে না পারিলে মিথ্যা প্রাণধারণ। ইহা ভাবিয়া কিছু দিনান্তে সসৈন্যে আসিয়া ঐ বাদসাহের সহিত যুদ্ধ করিয়া উক্ত তীর্থ জয় করিয়া আপনগণকে কেল্লাতে নিয়োজিত করিয়া তীর্থ মুক্ত করিয়া দেন; পরে ঐ রাজ্য শিখদিগকে অর্পণ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন। তদবধি রাজা রণজিতের সময় পর্য্যন্ত হিন্দুরাজ্য ছিল, পরে ইংরাজ-বাহাদুরের রাজ্য হয়। এক্ষণে

তীর্থলোপের সম্ভাবনা না হইয়া বরং ক্রমে উদ্ধারের বিশেষ ব্যবস্থা হইতেছে।

কুরুক্ষেত্রের তাবৎ মৃত্তিকা রক্তবর্ণ, কিন্তু একণে সকল স্থানে রক্তবর্ণ দেখা যায় না, উপরে সামান্য মৃত্তিকার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে; কেবল ভীষ্মদেব রচিত মৎস্যব্যূহ এবং সংসপ্তকের মৃত্তিকা রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয় এবং রক্তের গন্ধ উঠে। আর আর স্থানে বৃষ্টি-জল হইয়া পরিপূর্ণ হইলে ঐ জল রক্তের ন্যায় হয়। বরষা সময়ে কুরুক্ষেত্রের সকল ভূমি রক্তবর্ণ হয়। আমরা এই তীর্থে যৎকালীন ছিলাম, তাহার মধ্যে এক দিবস বৃষ্টি হয়, তাহার পর আমরা চক্রব্যূহ দেখিতে যাই। পথিমধ্যে যে যে স্থানে বৃষ্টিজল বদ্ধ আছে, তাহা বিশেষ তদারক করিয়া দেখা হইল, রক্তের ন্যায় জল, মৃত্তিকার নীচে রক্তবর্ণ, ইহাতে বোধ হয় অধিক বৃষ্টিজল পরিপূর্ণ হইলে সকল লাল জল হয়।

কুরুক্ষেত্রের মৃত্তিকা

অস্থিপুরা নামে যে তীর্থ আছে, তাহাতে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে যত ব্যক্তি হত হইয়াছেন, তাহাদিগকে একত্র করিয়া যে স্থানে সৎকারাদি করেন এবং কুরুকুল-বধূগণ যথায় সহমৃতা হন, সেই স্থান দ্বীপ হইয়া আছে।

অস্থিপুরা

দ্বাদশ চক্রতীর্থ—কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বলদেবের বাক্যানুসারে পূর্ব্বস্বীকৃতমত শ্রীকৃষ্ণ উভয় দল সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এ যুদ্ধে আমি অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধ করিব না। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আপন অস্ত্র সুদর্শন এই স্থানে রাখিলেন। এই স্থানে সরস্বতী

চক্রতীর্থ

পশ্চিমবাহিনী। দুর্য্যোধন-টিলার দক্ষিণ যথায় রাজা দুর্য্যোধনের শিবির ছিল, তাহার সম্মুখে—দক্ষিণদিকে এক্ষণে ঐ চক্রতীর্থ। একটি ছোট মঞ্চ আছে, সকলে শবদাহ করে। সরস্বতী জলহীনা।

ইন্দ্রতীর্থ—এই স্থানে সরস্বতী উত্তরবাহিনী, পূর্ব্বদিকে সানবান্ধা ঘাট আছে। ইন্দ্ররাজ গুরুপত্নী হরণ করিয়া গৌতম-শাপে ভগাঙ্গ হইয়া এই স্থানে তপস্যা করিয়া সহস্রলোচন হন।

ইন্দ্রতীর্থ

বশিষ্ঠপ্রাচী—বশিষ্ঠ মুনি তপস্যা করেন এই স্থানে, সুরভি জন্য বিশ্বামিত্র সহিত বশিষ্ঠের বিবাদ হওয়াতে বলপূর্ব্বক গাভী লইয়া যাওয়াতে বশিষ্ঠ-পুত্রগণ সহিত যুদ্ধ করিয়া মুনি-পুত্রগণ হত হন। এই তীর্থে এক কূপ আছে, তাহার চতুর্দ্দিক্ পাকাবান্ধা।

বশিষ্ঠপ্রাচী

রুদ্রকূপ—মহাদেবের তপঃ-স্থান। রুদ্রকূপ মহাদেবের তপ-জন্য কুণ্ড পুষ্করিণীর আকৃতি, পূর্ব্বদিকে বাঁধাঘাট, ঐ ঘাটের উপরে গোকর্ণেশ্বর শিব আছেন, এক ব্রহ্মচারী থাকেন।

রুদ্রকূপ

দুর্গাকূপ—এস্থলে ভগবতীর গুল্‌ফদেশ পতিত হয়, ইহার নাম গুল্‌ফপীঠ, ভদ্রকালী দেবী, থানেশ্বর ভৈরব। পূর্ব্বে যে ভদ্রকালী দেবী ছিলেন, তিনি মগ্ন আছেন। এক্ষণে ঐ স্থানে এক সিদ্ধ-সাধু ছিলেন, তাঁহার কৃত ভদ্রকালী প্রতিমা তাঁহার সমাধির উপরে স্থাপিত আছেন, কুরুক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী। ভদ্রকালীর যখন পূজা করিতে হয়, তখন ঐ কূপের পূজা দর্শন পরিক্রম মনন ফলবাঞ্ছা করিতে হয়।

দুর্গাকূপ

এই কূপের উত্তরদিকে যে কুণ্ড আছে, তাহার নাম দুর্গাকুণ্ড। চতুর্দ্দিকে ঘাটবাঁধা। এই কুণ্ডে স্নান, জলে দেবীপূজা।

কুবের-তীর্থ—যথায় কুবের তপস্তা করেন, এক কুণ্ড আছে, চতুর্দ্দিকে বাঁধাঘাট, অশ্বত্থবৃক্ষাদি আছে। এস্থানে গোকুলস্থ গোস্বামী-আচার্য্য প্রভুর যেমত সর্ব্বতীর্থে গদি আছে, সেইমত গদি আছে।

কুবেরতীর্থ

বিহারতীর্থ—এইস্থানে হর-পার্ব্বতী বিহার করেন, অতি সুরম্য-স্থান, যমুনার তীরে ঘাট পাকা বাঁধা আছে। ঐ বিহারবন মধ্যে কুরুক্ষেত্রের রাজার সমাধি আছে। ঐ বন একক্ষণে বহু দূর পর্য্যন্ত (বিস্তৃত)। আম্রগাছের বাগান আছে।

বিহারতীর্থ

দ্বৈপায়ন-হ্রদ—যথায় ব্যাসদেব তপস্তা করিতেন, কুরুক্ষেত্র-তীর্থ হইতে ষোল ক্রোশ। এই স্থানে দুর্য্যোধন পলাইয়া লুকাইয়া থাকেন। এক্ষণে বন-মধ্যে এক পুষ্করিণীর আকৃতি আছে।

দ্বৈপায়ন-হ্রদ

এই মত তীর্থ সকল স্থানে স্থানে আছে, ইহার মাহাত্ম্য মহা-ভারতে এবং কুরুক্ষেত্র-মাহাত্ম্যে আছে।

থানেশ্বর সহর—এ সহর প্রায় দুই ক্রোশ, ইহার মধ্যে নানা দেশীয় মহাজনগণের বাণিজ্য ছিল, সহরের উত্তর রাস্তা মাটী নাই, সকল পথ ইটে খাদরিগাঁথা—নর্দ্দামা পর্য্যন্ত। দোকান অনেক, রাস্তার দুই পার্শ্বে দোকানের শোভা ছিল। এই সহরের ভিতর দিয়া পঞ্জাব ইত্যাদি সকল দেশে গমনাগমনের পথ ছিল। মাল-দেওয়ানী পুলিশ ইত্যাদির কাছারি, ডাকঘর, সরাই, ডাক্তারখানা ছিল। এক্ষণে পিপলি

থানেশ্বর সহর

হইয়া নূতন রাস্তা হওয়াতে থানেশ্বর হইতে ৩ ক্রোশ অন্তর হয়। লোকের গতায়াত অল্প। যাহারা কুরুক্ষেত্রে তীর্থজন্ত গমন করে, তাহারা ঐ স্থানে থাকে, এজন্ত সহর শ্রীহীন হইয়াছে। কেবল থানা, ডাক্তারখানা, ব্রাঞ্চ-ডাকঘর আর ঐ সকল দোকান ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া রহিয়াছে।

সেকচিল্লির কেল্লাবাড়ী সহর মধ্যে আছে, পাণ্ডাদিগের বাটী চতুর্দিকে আছে, উত্তরদিকে অধিক বসতি। সহর মধ্যে ভাল ভাল বাড়ী সকল আছে, পায়খানা আলাহিদা নাই, ছাতে পায়খানা।

৩০ মাঘ, সোমবার, ষষ্ঠী

কুরুক্ষেত্রতীর্থ লক্ষ্মীকুণ্ডে স্নান-তর্পণাদি, তীর্থশ্রাদ্ধ, লক্ষ্মীনারায়ণ, থানেশ্বর, শিব-দুর্গাকূপ, ভদ্রকালী দর্শন, ব্রাহ্মণ ও কুমারী-ভোজন।

১ ফাল্গুন, মঙ্গলবার, সপ্তমী

সনত্তুর তীর্থে স্নান-তর্পণাদি, তীর্থে ভ্রমণ।

২ ফাল্গুন, বুধবার, অষ্টমী

থানেশ্বর-কুণ্ডে স্নান-তর্পণাদি ও শিবদর্শন।

ভীষ্মাষ্টমী—ভীষ্মকুণ্ডে স্নান (ও) ভীষ্ম-তর্পণ। কুণ্ডে জল অধিক নাই, ঐ কুণ্ডের উপরে এক মূর্ত্তি আছে।

৩ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, নবমী

লক্ষ্মীকুণ্ডে স্নান-তর্পণ, চক্রব্যূহ দর্শনার্থ গমন, সূর্য্যকুণ্ডে স্নান-তর্পণ।

৪ ফাল্গুন, শুক্রবার, দশমী

পঞ্চক্রোশী পরিক্রমার্থ গমন, কুরুধ্বজ হইতে আরম্ভ করিয়া থানেশ্বর-শিব দর্শন। থানবটকুণ্ডে স্নান-তর্পণাদি, দশতীর্থ দর্শন স্পর্শন স্নান মার্জ্জন তর্পণাদি করিয়া বাসায় গমন। বৈকালে অন্যান্য দেবতা-দর্শন ও নগর-ভ্রমণ।

৫ ফাল্গুন, শনিবার, একাদশী

পঞ্চক্রোশী পরিক্রম। চতুর্ম্মুখ তীর্থ হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্গ-দ্বার পর্য্যন্ত পরিক্রম, স্বর্গদ্বারে স্নান-তর্পন করিয়া বাসাতে গমন (ও) অপরাহ্নে নগর-ভ্রমণ।

৬ ফাল্গুন, রবিবার, দ্বাদশী

পরিক্রম।

৭ ফাল্গুন, সোমবার, ত্রয়োদশী

তীর্থে থাকিয়া তীর্থ-পরিক্রম, থানেশ্বর দর্শন (ও) পূজন।

৮ ফাল্গুন, মঙ্গলবার, চতুর্দ্দশী

কুরুক্ষেত্র-তীর্থে স্নান-তর্পণাদি করিয়া ব্রহ্মকূপ, মহেশ্বরকূপ, পার্ব্বতীকূপ, পদ্মনাভকূপ ইত্যাদি দর্শন করিয়া অপরাহ্নে নগর ভ্রমণ এবং সেকচিল্লির কেল্লা এবং বাটী দেখিতে গমন। ঐ কেল্লা-মধ্যে অনেক মুসলমানের বসতি। এক্ষণে ঐ স্থানে তহশীলদারের কাছারি আছে। সহর হইতে অনেক উচ্চে কেল্লা, কেল্লামধ্যে দুই স্তম্ভ আছে, অধিক উচ্চ, স্তম্ভেতে মিনার কর্ম্ম এবং আর আর ভাল পাথরের কর্ম্ম ছিল, এক্ষণে ভগ্ন হইয়াছে। ঐ স্তম্ভের উপর উঠিলে কুরুক্ষেত্রের সকল অংশ দৃষ্ট হয়।

৯ ফাল্গুন, বুধবার, পূর্ণিমা

বাণগঙ্গা, কর্ণখেড়া, আপগা, ফল্গু ইত্যাদি তীর্থ সকল দর্শন স্পর্শন। বাণগঙ্গা মৃত্তিকাতে পরিপূর্ণ হইয়া আছে, তাহার চতুর্দ্দিকে পাকা সানবান্ধা ঘাট, ঐ ঘাটের পৈঠা পর্য্যন্ত ভরাট হইয়াছে, অতি অল্প জল আছে, কুণ্ডের পশ্চিমদিক অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, তথায় মার্জ্জন স্নানাদি করিয়া যথায় কর্ণখেড়া অর্থাৎ কর্ণ দানাদি করিয়া যুদ্ধে গমন করিতেন, তাহা দর্শন করিয়া, ঐ টিলামধ্যে বৃহৎ বৃহৎ সর্প আছে এবং ঐ টিলাতে বৃষ্টি জল হইলে কেহ কেহ টাকা ইত্যাদি পাইয়া থাকে, প্রায় সর্ব্বদা পায়। আপগায় এক কূপ আছে, তথায় পিণ্ডদান করিতে হয়, ঐ কুণ্ডে পিণ্ডদান, তথা হইতে দুই ক্রোশ ফল্গুতীর্থ দর্শনাদি করিয়া কুরুক্ষেত্রতীর্থ, লক্ষ্মীকুণ্ড পরিক্রম করিয়া ঐ কুণ্ডে স্নান-তর্পণাদি পরে শ্রবণনাথ-স্থাপিত লক্ষ্মী-নারায়ণ, নর্ম্মদেশ্বর শিব (ও) মহিষমর্দ্দিনী দর্শন করিয়া লক্ষ্মী-নারায়ণের গদি দর্শন, অন্দর মধ্যে দশভুজামূর্ত্তি দর্শন করিয়া বাসাতে আসিয়া আহারাদি করিয়া অপরাহ্নে থানেশ্বর দর্শন, নগর পরিক্রম, লক্ষ্মীকুণ্ডের দক্ষিণে এক সাধুকৃত নারায়ণমূর্ত্তি দর্শন, (তাঁহার) অতি উত্তম মন্দির।

১০ ফাল্গুন

কুরুক্ষেত্রের লক্ষ্মীকুণ্ডে স্নান-তর্পণাদি করিয়া আহারান্তে তথা হইতে ৩ ক্রোশ পিপলি। ঐ স্থানে মাজিষ্টর, জজ, কলেক্টর (ও) কমিশনরের কাছারি এবং রাস্তার উপর ডাকঘর আছে। ঐ স্থানে পড়াউ, সরাই, থানা, তহশীলদারের কাছারি (ও) রসদের জন্য

পিপলি

কোম্পানীর গুদাম আছে। সরাই ছোট, ইহাতে মনুষ্যগণের থাকিবার কষ্ট, এজন্য কোতোয়াল নূতন আর এক সরাই তৈয়ার করাইতেছে। পড়াউতে ছায়া মাত্র নাই। রাত্রে ঐ পড়াউ মধ্যে স্থিতি।

১১ ফাল্গুন

পিপলি হইতে ৭ ক্রোশ তেওড়া, দুই বাঙ্গালা এবং থানা আছে। পরে ৩ ক্রোশ সাহাবাদের পড়াউ, গুদাম, থানা, তহশীলের কাছারি (ও) সরাই আছে। ক্ষুদ্র সহর; দিবাতে পড়াউ মধ্যে বৃক্ষমূলে আহারাদি বিশ্রাম, সন্ধ্যার সময় সরাই মধ্যে শয়ন।

সাহাবাদ

১২ ফাল্গুন

সাহাবাদ হইতে ২ ক্রোশ মার্কণ্ডের রেতি, তাহার পর ৬ ক্রোশ টগরিনদী, পরে ৩ ক্রোশ বাণগঙ্গা, পরে অম্বালার ছাউনী, লালকুরতির বাজার, সদর বাজার, এই সকল বাজারে ইংরাজদিগের দ্রব্যাদি পাওয়া যায়, বিলাতী দ্রব্যাদি পাওয়া যায়, পরে প্যারেডের মাঠ, সৈন্যদিগের যুদ্ধশিক্ষা হইতেছে। এক্ষণে এই ছাউনীতে কালা সিপাহী তিন পল্টন আছে।

অম্বালার ছাউনী

সুশিক্ষিত এক পল্টন শিখসৈন্য আছে, তিন পল্টন শিক্ষা করিতেছে। এই সকল দপ্তরখানা ছাউনীর মধ্যে। ইহার পশ্চিম ৩ ক্রোশ অম্বালা সহর। সহরের পূর্ব্বদিকে এক পুষ্করিণী আছে, তাহার চতুর্দ্দিকে পাকা ঘাট বাঁধা। স্থানে স্থানে অশ্বত্থ বট নিম্ববৃক্ষ

অম্বালা সহর

আছে এবং শিবালয় আছে, দুই ভাল কূয়া আছে, ঐ পুষ্করিণীর নিকট দেবালয় আছে, তাহার মধ্যে এক ক্ষত্রির একটি ছোট বাটী আছে, ঐ বাটীতে দিবায় আহারাদি করিয়া রাত্রে সহরে সরাই মধ্যে থাকা হয়, কিন্তু জলকষ্ট। সহর উত্তম, অনেক দোকান এবং নানামত খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র ও বেসাতি, পিতল, কাঁসা, রূপা, সোণা, পশমিনা ইত্যাদি ভাল ভাল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়।

১৩ ফাল্গুন

অম্বালা হইতে ২ ক্রোশ কাগানদী, পরে ২ ক্রোশ মগনের সরাই এবং পড়াউ গুদাম থানা দোকান আছে। সরাই ভগ্ন হইয়াছে। পরে ৬ ক্রোশ রাজপুরা গ্রাম এবং সরাই, ঐ সরাই মধ্যে পেটেলা বাজার, কয়েদীগণ থাকে, তাহার দারগা, মুন্সী ও জমাদারদিগের কাছারি এবং গারদ পশ্চিমদিকের ফটকে আছে। সরাইয়ের উত্তরদিকে এক বাগান কলমের চারাতে তৈয়ার করিতেছে। ঐ সকল বন্দিগণের দ্বারা বাড়ী, বাগান (ও) এক বাড়ী তৈয়ার হইতেছে। দক্ষিণদিকে এক আম্রবাগান আছে, ঐ বাগানে দিবাতে আহারাদি করিয়া সন্ধ্যার পর সরাই মধ্যে বাস।

রাজপুরা

১৪ ফাল্গুন

রাজপুরা হইতে বেলোয়া ৪ ক্রোশ, পরে পাতড়াশির সরাই ২ ক্রোশ, তথা হইতে ৬ ক্রোশ সরেন্দা—ক্ষুদ্রসহর, সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়, অনেক মহাজন লোকের এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বেণিয়া ইত্যাদি হিন্দু-মুসলমান সকল জাতির বসতি ও দোকান আছে। সহর মধ্যে এক

সরহিন্দ বা সরেন্দা

প্রাচীন শিব আছেন, তাহাতে গোসাঞি আছেন, নর্ম্মদেশ্বর শিবমন্দির, বাটী ও বাগান উত্তম, তিন প্রস্থ বাটী, নির্ব্বাণী-সম্প্রদায়ের গদি। গোসাঞি সিদ্ধব্যক্তি ছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তি-সেবা। নর্ম্মদেশ্বর শিব, দশবাহু শিব। মহিষমর্দ্দিনীমূর্ত্তি, গণেশ ইত্যাদি দেবসেবা (ও) সদাব্রত আছে। এক্ষণে যে গোসাঞি গদিতে আছেন, সাক্ষাৎ শিবমূর্ত্তি, সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, ইঁহার গুরুর গদিতে এক পাদুকা আছে, ঐ বাগানে দিবাতে আহারাদি করিয়া সন্ধ্যায় পুরাণ সরাই মধ্যে (অবস্থান)।

১৫ ফাল্গুন

সরেন্দা হইতে ৮ ক্রোশ খন্নের সরাই, নূতন তারওয়ালা-রাস্তা। পড়াউ, গুদাম, থানা, তহশীলদারের কাছারি (ও) সরাই আছে। পরে ৭ ক্রোশ আসিয়া লস্করের সরাই, রাস্তার উপর থানা এবং তিন দোকান আছে। রাস্তার দক্ষিণ ॥০ ক্রোশ যাইয়া লস্করের সরাই, ঐ সরাইয়ের নিকট বৃক্ষমূলে আহারাদি। সন্ধ্যার পর সরাই মধ্যে (অবস্থান)।

লস্করের সরাই

১৬ ফাল্গুন

লস্করের সরাই হইতে ৪ ক্রোশ দূর হাই পড়াউ। গুদাম থানা তহশীলদারের কাছারি সরাই আছে। তথা হইতে ৯ ক্রোশ আসিয়া লুধিয়ানায় পড়াউ। লুধিয়ানা সহর উত্তম (স্থান), শ্রেণী-মত দোকান সকল আছে। প্রায় দুই ক্রোশ সহর। পশমিনা বস্ত্রাদি এবং উর্ণা-বস্ত্রাদি, নানামত জন্মিতেছে। সহরের রাস্তা প্রশস্ত, দুই পার্শ্বে

লুধিয়ানা

দোকান, যে দ্রব্য যে পটীতে আছে, তাহার সকল দোকান এক শ্রেণীতে আছে, চকবন্দী সহর স্থাপিত। পশম যাহাতে শাল জন্মে, উলা যাহাতে লুই জন্মে, তাহার বিক্রয় হইতেছে। পকান্ন মিষ্টান্নাদি অনেক মত পাওয়া যায়। এক পুরাণ কেল্লা আছে, ছোট কেল্লা, কিন্তু মজবুত, নদীতীরে কেল্লা। ঐখানে পুল আছে। যে পড়াউ আছে তাহার সম্মুখে নূতন সরাই, তহশীলের কাছারি (ও) থানা আছে। ঐ পড়াউ নিকটে যথায় ম্যাজিষ্টরের নূতন কাছারি তৈয়ার হইতেছে, তাহার সম্মুখে অশ্বত্থমূলে আহারাদি করিয়া সহর ভ্রমণ, জজ-মাজিষ্টর-কালেক্টরী-কাছারী, ডাকঘর, ডাক্তারখানা ইত্যাদিতে ভ্রমণ করিয়া সরাই মধ্যে রাত্রে স্থিতি।

১৭ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার

লুধিয়ানা হইতে ৪ ক্রোশ সতলেজ নদী, নদীর তীরে হল, একটী টেলিগ্রাফের ঘর আছে, তাহার ভিতর হইতে তার নদীর ভিতরে জল দিয়া চালাইয়াছে। ঐ ঘর হইতে পারঘাটা

সতলেজ নদী

৷৹ ক্রোশ, তথায় নৌকার পুল আছে, ৪৮ খানা কাচ্ছা নৌকাতে প্রথম পুল, তাহার পর কিঞ্চিৎ চড়া আছে, তাহার পর ১০ খানা নৌকার পুল, তৎপরে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ চড়াতে যাইয়া ১৮ খানা নৌকার পুল, তাহার পর কতক চড়া ভূমি যাইয়া ১২ খানা নৌকাতে পুল, এই মত চারি থাক নৌকার পুল পার হইতে ১ ক্রোশ নদীর প্রশস্ত হয়, তৎপরে প্রায় ১ ক্রোশ বালুকাময় ভূমি যাইয়া ফোলবের,—রাজা রণজিৎসিংহের পঞ্জাব-রাজ্যের প্রথম

দুর্গ। ঐ স্থানে যে কেল্লা আছে, অধিক বৃহৎ নহে, কিন্তু অতিশয় মজবুদ, আটকোণ কেল্লা, খাই অনেক গভীর এবং প্রশস্ত, চতুর্দ্দিকে মাঠ আছে, মধ্যে মধ্যে সৈন্য এবং সেনাপতি-দিগের স্থান আছে। এক্ষণে ঐ কেল্লা মধ্যে অধিক সৈন্য নাই, কেবল রক্ষার জন্য কিছু পদাতি তোপ মেগাজিন আছে। কেল্লার পর ॥০ ক্রোশ সহর, দোকান ও হিন্দু-মুসলমানের বসতি আছে। ক্ষুদ্র সহর, পরে ২ ক্রোশ যাইয়া ছাউনি, প্যারেডের মাঠ, সাহেবদিগের বাঙ্গলা, পড়াউ গুদাম থানা সরাই আছে, তথা হইতে ১০ ক্রোশ ফাগুওয়াড়া। ফাগুওয়াড়া সহর রাস্তা হইতে

ফাগুওয়াড়া।

॥০ ক্রোশ, তথায় হিন্দু মুসলমান নানা জাতির অনেক বসতি এবং তাবৎ দ্রব্যাদির দোকান আছে। রাস্তার নিকট এক পুষ্করিণী, চতুর্দ্দিকে ইটের পাকা গাঁথনী, পশ্চিমদিকে ডাকঘর এবং দোকান আছে এবং অশ্বত্থ-বৃক্ষের ছায়া চতুষ্পার্শ্বে আছে। ঐ পুষ্করিণীর উত্তরদিকে-এক সাধু আছেন। ১২ বৎসর দাঁড়াইয়া আছেন। উত্তরপূর্ব্ব-কোণে শিবালয় এবং সাধুদিগের থাকিবার আখড়া, পূর্ব্বদিকে (ও) দক্ষিণে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষেত্রির বসতি। যে সাধু ১২ বৎসর দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার মাতা, পিতা, স্ত্রী এবং এক পুত্র আছে, ঐ গ্রামে বাস, জাতিতে গৌড়-ব্রাহ্মণ, বয়স ৩০ বৎসর মধ্যে, দেখিতে সুন্দর, নখ-চুল আছে, পুষ্করিণী-তীরে এক গুফার ন্যায় মন্দির আছে, ঐ মন্দির-মধ্যে দিবারাত্র দাণ্ডাইয়া আপন ইষ্ট-সাধন করিতেছেন। দিবাতে একবার বাহির হইয়া প্রাতঃকৃত্য স্নানাদি করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন। ঐ গুফাতে সর্ব্বদাই দ্বার রুদ্ধ থাকে, এক গবাক্ষ আছে, তাহাতে দর্শনাদি হয়, কিন্তু যদি মন হয়, তবে গবাক্ষ মুক্ত থাকে,

নচেৎ বস্ত্র দ্বারা রুদ্ধ রাখেন। কাহারও সহিত বাক্যালাপ নাই, মৌনব্রতের ন্যায়, আহার ক্রমে স্বল্প করিয়া, এক্ষণে কেবল এক পোয়া দুগ্ধ কিঞ্চিৎ বাতাসা (মাত্র), দেহ কৃশ হয় নাই। গুফার মুখে বসিবার স্থান আছে, ঐ স্থানে বসিয়া পণ্ডিতগণ পুরাণপাঠ (ও) ভগবৎ-প্রসঙ্গ সর্ব্বদা করিয়া থাকেন, সাধুর স্ত্রী-পুত্র প্রাতে একবার আইসে, তাহাদিগকে একবার দৃষ্টি মাত্র। মাতা দুইবার আইসেন, দেখিয়া প্রণাম। ঐ সাধু-দর্শনার্থে ৪ চারি সময় গিয়াছিলাম। গুফার গবাক্ষ-দ্বার মুক্ত করিলেন না, অনেক দূর হইতে সাধুগণ গৃহিগণ দর্শনার্থে আসিয়াছিলেন, কেহ দর্শন পাইলেন না, আমরা দিবাতে ঐ পুষ্করিণীর পূর্ব্বদিকে অশ্বথ-মূলে আহার করিয়া সন্ধ্যার পর সাধু-দর্শনান্তর সরাইতে গমন করিয়া রাত্রে সরাইয়ে স্থিতি হইল।

১৮ ফাল্গুন

ফাগুওয়াড়া হইতে কিছু দূর গ্রামের প্রান্তে যাইয়া এক বাগান আছে, ঐ বাগানের পার্শ্ব হইয়া দুই রাস্তা, পশ্চিমমুখে যে রাস্তা গিয়াছে, ঐ তারওয়ালা রাস্তা জলন্ধর সহর যাইবার, উত্তরমুখে যে রাস্তা হুশিয়ারপুর যাইবার কাঁচাপথ। উক্ত বাগান হইতে ৫ পাঁচক্রোশ ওঝা নদী, পরে ৪ ক্রোশ রেহানা গ্রাম, ঐ গ্রামে অনেক বৃক্ষাদি থানা এবং জোলা-তাঁতিদিগের বাস, ডাক-বদলের কাহারদিগের চৌকী আছে, তথা হইতে ৩ ক্রোশ হরেলা গ্রাম, ঐ গ্রামের মধ্যে এক বটবৃক্ষ আছে, তাহার নিকট

হরেলা।

এক খানি ঘর গ্রামবাসী লোকেরা তৈয়ার করিয়াছে, ঐ বৃক্ষতলে গ্রামের সকল মনুষ্যের বিশ্রাম হয়। এক ভাল

কূয়া আছে। উক্ত গ্রামে রাজপুত ও বেণিয়ার অনেক বসতি ছিল। রাজপুতগণ বাদসাহার সহিত যুদ্ধ করাতে তাহাদিগকে পরাভব করিয়া মুসলমান করিয়া দিয়াছে। গ্রামশুদ্ধ মুসলমান, কেবল বেণিয়াগণ হিন্দু আছে। ঐ গ্রামের মধ্যে বটবৃক্ষতলে আহারা করিয়া বাবলাতলাতে রাত্রে শয়ন। গ্রাম-মধ্যে দোকান আছে চাউল দাল আটা ঘৃত পাওয়া যায়, গুড় উৎকৃষ্ট।

১৯ ফাল্গুন, শনিবার, নবমী

হরেলা হইতে ৪ ক্রোশ হুশিয়ারপুরের ছাউনী, তথায় ছাউনীর বাজার আছে। এ ছাউনীতে কালাপল্টন থাকে, তিন পল্টন থাকে। সাহেবদিগের বাঙ্গালা আছে। ঐ ছাউনী মধ্যে শ্যামপুকুরনিবাসী শ্রীরাধানাথ চট্টোপাধ্যায় আছেন। অতি সৎব্যক্তি, তাঁহার বাসা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে ডাকঘর, তাহার পর ৩ ক্রোশ হুশিয়ারপুরের সহর, তথায় মাজিষ্টরের কাছারি আছে। সহর ভাঙ্গন নদীর ধার। সহর মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের অনেক বসতি। মুসলমানের (মধ্যে) অনেক ধনী আছে। সহর প্রাচীন, খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সকলই পাওয়া যায়। কাষ্ঠের কৌটা ইত্যাদি রঙ্গিন জিনিস (ও) পিতলের গহনা ভাল পাওয়া যায়। দিবাতে সহর মধ্যে না থাকিয়া সহরের ॥ ক্রোশ অন্তরে বাহাদুরপুর নামে এক গ্রাম আছে, ঐ গ্রামে রাজা রণজিৎ সিংহের গুরু নানকের এক গদি আছে। ঐ গ্রাম গুরু নানকের সদাব্রতের খরচার্থে আছে। গ্রামে ফটকবন্দ সহর-পানা আছে, দোকান বাজার আছে। দিবাতে ঐ গ্রামের বটবৃক্ষ-মূলে আহারাদির উদ্যোগ হইতেছে, এমত সময়ে চাকুরিয়ানিবাসী

হুশিয়ারপুর

চট্টোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়। পূর্ব্বে আলাপ
জন, সহর মধ্যে উঁহার বাসা। আপন বাসার
টী ভাড়া করিয়া দিয়া ঐ বাটীতে বাহাদুরপুর হইতে
রিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাটীতে আসা।

গুন, রবিবার, দশমী

রিপুরে থাকিয়া সহর ভ্রমণ (ও) জোয়ালাজি (জালামুখী)
যাগ।

মবার, একাদশী

ও ভাঙ্গা নদী পার হইয়া ১ ক্রোশ আসিয়া
এক চটি আছে, তথা হইতে পাহাড়ের সুরু।
র ২ ক্রোশ আসিয়া ঘাট, তথায় এক কুয়া আছে। পরে
ক্রোশ নামে—৩ হট্টি আছে, তথায় স্নানাদি করিয়া ২ ক্রোশ পর্ব্বত
চড়াই করিয়া এক বটবৃক্ষ আছে, ঐ বৃক্ষমূলে বসিলে মন অতিশয়
প্রফুল্ল হইয়া শরীর সুশীতল হয়। পরে ১ ক্রোশ এক কুয়া

বোটা

আছে, তাহার পর ১ ক্রোশ বোটাগ্রাম,
২০ হট্টি আছে, এক কুয়া আছে, ৭০ হাতের
নীচে জল। এক পুষ্করিণী আছে, জল ভাল নহে। ঐ দিবস
বোটাতে দোকানে স্থিতি।

২২ ফাল্গুন, মঙ্গলবার, দ্বাদশী

বোটা হইতে ৪ ক্রোশ আমবাগ নামে গ্রাম, রাজা উমেদ

আমবাগ

সিংহের রাজ্য ছিল। ঐ স্থানে থানা এবং
তহশীলদারের কাছারি আছে। ক্ষুদ্র সহর,
এক অতি সুরম্য বাগান আছে, তাহাতে নানামত পুষ্প এবং

উত্তম উত্তম ফলের গাছ আছে। পশ্চিম-উত্তর
কণ্টকীফলের বৃক্ষ প্রায় নাই, যদিও কোথাও
ফল হয় না। (কিন্তু) উক্ত বাগানে ফল
শোভিত আছে। ঐ স্থানে উমেদ সিংহের সহিত ই
ছুরের যুদ্ধ হয়। তথা হইতে ৮ ক্রোশ রাজপুরা গ্রা

রাজপুরা

মধ্যে বসতি আছে, রাজা উমে
কেল্লা ও বাটী এবং ব্রাহ্মণ,
অন্যান্য জাতিগণের বসতি। পর্ব্বতের শিরোভাগে
পর্ব্বত আছে। তাহার উপর ২৪ বাহুবিশিষ্টা
আছেন। ঐ রাজপুরাতে ৫ হট্টি আছে, তথ
ঝরণার জল, কুত্তির পথ—পাহাড়ের খড়ে খড়ে
সিংহ সপরিবারে আলমোড়ার পাহাড়ে বন্দী আছেন,
৪০০ শত টাকা মাসহারা।

২৭ ফাল্গুন, বুধবার, চতুর্দ্দশী—শিবরাত্রি

রাজপুরা হইতে ৪ ক্রোশ কুলুকী হট্টি, পরে ২ ক্রোশ আসিয়া
গরণিগ্রাম, অনেক বসতি (৩) হট্টি আছে। পরে ১ ক্রোশ আসিয়া

চম্পা

চম্পার ৫ হট্টি, পরে ১।০ ক্রোশ ব্যাসানদী (ও)
চম্পাগ্রাম। ঐ চম্পার ঘাট নৌকাতে পার
হইয়া ব্যাসগঙ্গাতে স্নান-তর্পণ। চম্পার ঘাট হইতে পূর্ব্বমুখে
২ ক্রোশ কালেশ্বর শিব দর্শন, পরে নদী পার হইতে হয়। পরে
পার হইয়া ৭ হট্টি আছে, তথা হইতে ৪ ক্রোশ আসিয়া এক
বটবৃক্ষ আছে, তাহার মূল প্রস্তরে বাঁধা, ঐ স্থানে সন্ন্যাসীদিগের
এক মঠ আছে। ঐ অবধি জ্বালামুখী কহে। পরে ১ ক্রোশ

গেলে জোয়ালাজির ভবন। ইতোমধ্যে রাস্তার দুই পার্শ্বে দোকান সকল, ক্রমে ক্রমে ধাপে ধাপে রাস্তার চড়াই, তন্মধ্যে দোকান সকল সহরের ন্যায় বসতি, সকল দ্রব্যাদির দোকান আছে, দেবীর মন্দির পর্য্যন্ত ১ ক্রোশ উচ্চ উঠিতে হয়, কিন্তু এমন কৌশলে রাস্তার ধাপবন্দী আছে, কিছু জানা যায় না। মহাদেবীর মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে পর্ব্বতের উপর পাণ্ডাদিগের বসতি।

এই স্থানে জালন্ধরপীঠ—ভগবতীর জিহ্বা পতিত হয়, জোয়ালাদেবী নাম, উন্মত্ত-ভৈরব রক্ষক।

জ্বালাদেবীর মন্দির

মহাদেবীর মন্দির পর্ব্বতের মধ্যস্থলে, মন্দির দক্ষিণদ্বারী, মহারাজ রণজিৎসিংহ-কৃত স্বর্ণমণ্ডিত চতুর্দ্দিকে কলস আছে, তাহার উপরে স্বর্ণের ছত্র আছে, সম্মুখে দুই স্বর্ণমণ্ডিত ব্যাঘ্র আছে।

মন্দির মধ্যে মহাদেবীর জ্যোতি জ্বলিত আছে। মন্দিরের মধ্যস্থলে এক কুণ্ড আছে, ঐ কুণ্ডের উত্তরদিকে চারি জ্যোতি আছে, মধ্যস্থলে দুই জ্যোতি, তাহার মধ্যে এক জ্যোতি প্রবল, আর দুই জ্যোতি কখনও প্রকট কখন অপ্রকট থাকে। ঐ কুণ্ড মধ্যে সকলে পূজা-হোম করে, ঐ জ্যোতি হইতে অগ্নি জ্বালিত করিয়া লইতে হয়, অন্য অগ্নি স্থাপিত হয় না।

মন্দিরের উত্তরদিকের দেওয়ালের মধ্যস্থলে যে জ্যোতি আছে ঐ জ্যোতি আদি, এ জন্য ঐ স্থানে দেওয়ালে গহ্বর করিয়া সিংহাসন আছে। উক্ত সিংহাসন রূপায় মণ্ডিত—দেবীর প্রধান গদি। জোয়ালাদেবীর পূজা-পুষ্পাঞ্জলি ঐ সিংহাসনে জ্যোতির সম্মুখে হয়, উহার পশ্চিমে দেবীর ভাণ্ডারের সাজাই কলসী থাকে। মহাদেবীর গদিতে অর্থাৎ সিংহাসনের উপর প্রণামী ভেট যে কেহ

দেয়, তাহা ঐ সাজাই কলস মধ্যে থাকে। মহাদেবীর সরকারের এক চাপরাশি ঐ ভাণ্ডার-কলসের এবং মন্দিরের রক্ষক আছে। ঐ গদির পশ্চিমোত্তর-কোণে যে প্রবল জ্যোতি আছে, তাহার নাম হিঙ্গলাজ, ঐ জ্যোতি মধ্যে পেড়া দুগ্ধ যাহা ধরিবে, তাহা ভক্ষিত হয়।

ঐ জ্যোতির পূর্ব্বদিকে (অর্থাৎ) গদির পূর্ব্বদিকে এক জ্যোতি আছে, তাহার নাম অন্নপূর্ণা।

মন্দিরের ভিতর এক্ষণে এই সকল জ্যোতি প্রজ্বলিত আছে। সকল জ্যোতিতে পেড়া ঘৃত বিল্বদল দিলে ভস্ম হয়, পেড়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দিলে জ্যোতিশিখা কিছু মৃদু হয়, কিঞ্চিৎ পরে পূর্ব্বমত জ্বলিত হয়।

দুগ্ধ-ভক্ষণ যে দুই প্রবল জ্যোতি আছে, তাহাতে হয়। একটি পাত্রে করিয়া দুগ্ধ ঐ জ্যোতির সম্মুখে সংলগ্ন করিয়া ধরিলে ক্ষণকাল পরে ঐ পাত্রমধ্যে জ্যোতি প্রবিষ্ট হইয়া জ্বলিত হয়, দুগ্ধ কম হয়। পেড়া বাতাসা ইত্যাদি মিষ্টান্ন কিম্বা মেওয়া যে কিছু নৈবেদ্য দ্রব্য লইয়া জাগ্রৎ জ্যোতি মহাদেবীর সম্মুখে ধারণ করিলে, ঐ সকল দ্রব্যের উপর জ্যোতি আসিয়া অগ্নি-দগ্ধের ন্যায় প্রসাদী দ্রব্য থাকে।

মন্দিরের বাহির উত্তরদিকে দুই জ্যোতি প্রকাশিত আছে, দ্বারের পূর্ব্বদিকে যথায় হনুমানের মূর্ত্তি দেওয়াল মধ্যে আছে, ঐ স্থানে এক গুপ্ত জ্যোতি আছে, রাত্রিযোগে উত্তাপের নিকটস্থ হওয়া কঠিন, দিবাতে তদ্রূপ উত্তাপ হয় না। এ জ্যোতি প্রকাশিত হইয়া প্রজ্বলিত হইলে কত উত্তাপ হইবে তাহা বলা যায় না।

ঐ মন্দিরের উত্তর গোরক্ষনাথের গদি। গোরক্ষনাথ নামে এক যোগী ছিলেন, তেঁহ আপন সাধন দ্বারা মহাদেবীকে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ঐ গদির নিকটে দুই জ্যোতি প্রকটিত হয় এবং তাহার নিকট এক কূপ আছে, ঐ কূপ মধ্যে জল আছে। উপরে মন্দির, নিম্নে এক দ্বার আছে, তাহাতে কূপের জল দেখা যায়। ঐ জলে অগ্নির খেলা হয়। পূর্ব্বদিকের দেওয়ালে এক জ্যোতি আছে, ঐ কূপের জল হস্ত দ্বারা মন্থন করিয়া ঐ মহাদেবীর জ্যোতি হইতে দীপ প্রজ্বলিত করিয়া মন্থনী জলকে দর্শাইলে এক প্রবল অগ্নির শিখা উঠে এবং বিপরীত ভয়ঙ্কর শব্দ হয়। ঐ গোরক্ষনাথের গদিতে যে ব্রাহ্মণ সেবাইত আছেন, তিনি ঐ স্থানের প্রাপ্যের অধিকারী।

গোরক্ষনাথের গদি

ইহার উত্তর পাহাড়ের মধ্যস্থলে বিরকেশ্বর শিব আছেন, তাঁহার নিকট দুই জ্যোতি প্রজ্বলিত আছে। রসুইঘরের ভিতরে দুই জ্যোতি, ভাণ্ডারঘরে এক জ্যোতি, এই মত জ্যোতি সকল স্থানে স্থানে জ্বলিতেছে। জিহ্বানল সর্ব্বদা জ্বলিত আছে। মহাদেবী সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপিণী, জাগ্রৎ জ্যোতি।

মহাপীঠের রক্ষার্থ উন্মত্ত নামে ভৈরব এই মন্দিরের অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তরে পর্ব্বতে আছেন। একণে উন্মত্তেশ্বর অপ্রকট হইয়া পর্ব্বতের গহ্বর মধ্যে আছেন, তাঁহার দর্শন করিতে গহ্বর মধ্যে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। সর্পগণ বেষ্টন করিয়া আছে। গহ্বর ভয়ানক অন্ধকার-ভূমি, বিশেষতঃ বৃহৎ বৃহৎ সর্প বেষ্টন করিয়া আছে, এ জন্য মহাদেবীর এবং মহাদেবের আদেশমতে ঐ

উন্মত্তেশ্বর ভৈরব

পর্ব্বত উপরে নর্ম্মদেশ্বর মাঝে এক লিঙ্গ স্থাপিত আছেন, তাহাতে মহাদেবের আবির্ভাব আছে, উহা দর্শন করিলে ভৈরব-দর্শন সিদ্ধ হয়।

দেবীর মন্দির হইতে অর্দ্ধক্রোশ উচ্চ পর্ব্বতে চড়িলে ঈশান-কোণে উন্মত্তেশ্বরের মন্দির আছে। পর্ব্বত উপর হইতে আম্র-বৃক্ষের মূল দিয়া যে ঝরণা আসিয়াছে, ঐ জলে স্নানপূজা (ও) দর্শন। তৎপরে পাহাড় হইতে নামিয়া বিল্বকেশ্বর শিবের দর্শন। ঐ স্থানে গোসাঞিদিগের আখড়া ও গদি আছে। মহাদেবীর ভবন মধ্যে সূর্য্যকুণ্ড আছে, ঐ কুণ্ডের নীচে তাম্রের ডেগ আছে, কিন্তু দৃশ্যমান নহে। ঐ কুণ্ডে পাহাড়ের উপর হইতে ঝরণা আসিতেছে। ঐ কুণ্ডে স্নান-তর্পণ ইত্যাদি। মহাদেবীর মন্দির স্বর্ণমণ্ডিত, দ্বার রূপার খচিত, রূপা-সোণার আশাশোটা দ্রব্যাদি আছে।

প্রাতে মঙ্গল-আরতি হইয়া মহাদেবীর দুগ্ধ-পেড়া ভোগ, পরে খিচড়ি ভোগ, মধ্যাহ্নে অন্ন-মৎস্য-মাংসাদি ভোগ, সন্ধ্যার সময় অভিষেক ইত্যাদি। মন্ত্র-স্নান করাইয়া পূজা আরতি ভোগ—প্রথম গদিতে, পরে কুণ্ড-মধ্যে, তৎপরে উত্তরপশ্চিম-কোণে হিঙ্গলাজ দেবী, পরে অন্নপূর্ণা, তৎপরে মন্দির মধ্যে রসুই। মন্দিরে সকল জ্যোতির পূজা (ও) আরতি করিয়া পূজারি ভাণ্ডারে প্রবিষ্ট হইয়া আরতি করে। যে পূজারি যখন পূজায় নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্যাতে থাকিতে হয়।

প্রতি দিবস ভোগের খরচ পাঁচ টাকা। যে সকল গোসাঞি-দিগের গদি আছে, তাহাদের কাহারও ১ টাকা, কাহারও অর্দ্ধ টাকা, প্রতি দিবস মহাদেবীর ভাণ্ডার হইতে পাওয়া হয়।

আর আর অনেক খরচ আছে, ভোগ সর্ব্বদা হয়। ছাগ-বলি অনিয়মিত হইতেছে—যাহার যখন ইচ্ছা। মহাদেবীর জ্যোতি প্রায় পর্ব্বতের সকল স্থানে আছে, কোথাও গুপ্ত, কোথাও প্রকাশিত।

জালন্ধর-পীঠের পরিক্রম ৪৮ ক্রোশ। প্রথম কালেশ্বর শিবের দর্শন করিয়া ২ রাত্রি বাস, পরে চেনওরের ঠাকুর দ্বারা (প্রতিষ্ঠিত) চতুর্ভুজ নারায়ণের দর্শন। ৪ রাত্র বাস। পরে কাঞ্চনাথ শিব গোফার ভিতর দর্শন করিয়া ২ রাত্র, পরে পর্ব্বতের নিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ শিবের দর্শন, ৩ রাত্র বাস করিয়া কাঁগড়া আসিয়া বাণগঙ্গা-পাতালগঙ্গার সঙ্গমে স্নান করিয়া কেল্লামধ্যে অম্বিকা-দেবী ও শীতলাদেবী (এবং) কালভৈরব দর্শন করিয়া, কেল্লার বাহিরে সহরের ভিতরে ইন্দ্রেশ্বর শিবের দর্শন করিয়া চক্রতীর্থে

জালন্ধরের বিভিন্ন তীর্থ

স্নান। পরে বজ্রেশ্বরী মহাদেবী দর্শন, পরে ৩ ক্রোশ উত্তরে পর্ব্বত উপরে জয়ন্তীদেবী, ৩ ক্রোশ পশ্চিমে গঙ্গেশ্বর ভৈরব, তথা হইতে ২ ক্রোশ পশ্চিম পর্ব্বতের উপর অঞ্জনী দেবী দর্শন। কাঁগড়া স্তনপীঠ, ৩৬০ তীর্থ আছে। ৭ রাত্র বাস করিয়া পূর্ব্বমুখে ৪ ক্রোশ যাইয়া বাণগঙ্গার নিকটে বাণেশ্বর শিব দর্শন করিয়া পূর্ব্বমুখে যাইয়া বৈজনাথ শিব দর্শন। বেনুয়া নদীর তীরে বৈজনাথের মন্দির। ক্ষীরগঙ্গার জলে স্নান করিয়া সিদ্ধনাথের দর্শন করিয়া ৩ রাত্র বাস, পরে ৩ ক্রোশ আসিয়া মহাকাল দর্শন করিয়া দক্ষিণদিকে ব্যাসানদীর তীরে কুঞ্জদ্বার, কুঞ্জনাথ শিব দর্শন করিয়া ১ রাত্র বাস। তথা হইতে সুজানপুরের ঠাকুর দ্বারা (প্রতিষ্ঠিত) মুরলীমনোহর চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, টিরাতে রাজার কেল্লা দেখিয়া, সুজানপুর হইতে বিশ্বকেশ্বর শিবের দর্শন করিয়া লানৃওনে আসিয়া নর্ম্মদেশ্বর

শিব দর্শন। পরে কালেশ্বর আসিয়া জোয়ালাজি আসিতে হয়। প্রথম উন্মত্তেশ্বর ভৈরব দর্শন করিয়া ৩ রাত্র, বিশ্বকেশ্বরে ১ রাত্র, গোরক্ষনাথে ১ রাত্র, কৈথলা পাহাড়ের উপর হনুমানের স্থান দর্শন ১ রাত্র, পরে জোয়ালাজির দর্শন (ও) ৩ রাত্র বাস। এই মত করিয়া পরিক্রম করিতে তিন মাসের কম সর্ব্বত্র উত্তমরূপ পরিক্রম এবং দর্শনাদি হয় না।

জোয়ালাজির পাণ্ডাদিগের বাস পর্ব্বতের উপর। জলের ঝরণা আছে, ঐ ঝরণার মুখে স্থানে স্থানে কুণ্ড আছে, জলের স্থলের উত্তম সুখ, পর্ব্বত সুশীতল।

পাণ্ডাদিগের বাটীর কন্যাগণ দেখিতে অতি সুন্দরী। ১ বৎসর অবধি ২০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত সকলে মহাদেবীর মন্দিরে আসিয়া যাত্রীদিগের নিকট অর্থ যাচ্ঞা করে। দেখিতে দেবীরূপা, কাহারও মনে বিকার নাই, অন্ন পাইলেই সন্তুষ্ট, বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া অনায়াসে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছে, খাদ্য-দ্রব্যাদি সম্মুখে ধরিলে অনায়াসে ভক্ষণ হয়।

রাত্র দশ দণ্ডের পর মহাদেবীর মন্ত্র দ্বারায় শয়ন হয়। শয়ন খাটের উপর, উত্তম বিছানা করিয়া তাহাতে পুষ্পের শয্যা করিয়া আভরণাদি তাহার উপর দিয়া মন্ত্রে শয়ন হয়। তাহার পর মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হয়। মহাপীঠে শিবরাত্রির উপবাস (ও) উন্মত্তেশ্বর ভৈরবের নিকট পূজা হয়।

জলন্ধর হইতে দিল্লী

২৪ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, অমাবস্যা

জোয়ালাদেবীর দর্শন-স্পর্শন, পূজা-হোম (ও) ব্রাহ্মণ-কুমারী ভোজনান্তর পারণ।

২৫ ফাল্গুন, শুক্রবার, প্রতিপদ

জোয়ালাদেবী দর্শন ও ভোগ দেওয়া।

২৬ ফাল্গুন, শনিবার, দ্বিতীয়া

জোয়ালাদেবী দর্শনাদি করিয়া মণিকরণ রেওড়েশ্বর দর্শনার্থে গমন, উক্ত স্থান হইতে ৫ ক্রোশ ব্যাসানদীর নাদওনের ঘাট, তথায় নৌকায় পার হইয়া নাদওন সহর, রাজা উমেদচন্দ্রের রাজধানী। (তিনি) কাঁগড়ার রাজা সংসারচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র। নাদওন ক্ষুদ্র সহর—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, বেণিয়া ইত্যাদি জাতির বসতি আছে। হিন্দু-মুসলমানের এবং দোকানদারদিগের বসতি আছে। তথা হইতে ৩ ক্রোশ ফতেপুর। কুর্ম্মি নদীর তীরে ২ চটি আছে। অশ্বথ মূলে স্থিতি।

নাদওন

২৭ ফাল্গুন, রবিবার, তৃতীয়া

ফতেপুর হইতে ১ ক্রোশ রাওল ২ হট্টি, পরে ১ ক্রোশ যাইয়া পর্ব্বতের চড়াই ২ ক্রোশ, ২ হট্টি আছে। হট্টির নাম শীসুল্যা। পরে ৩ ক্রোশ হামিরপুর, এই স্থানে এক বাঙ্গালা আছে। ঐ

বাঙ্গালার নিকট হইতে তিন পথ, এক পথ কাঁগড়ায়, এক পথ শীমুল্যা-সেপাটুর পাহাড়, পশ্চিম মুখে রেওয়াড়েশ্বরের পথ। ফতেপুরের চটি হইতে ৩ ক্রোশ লম্বুডুর ৫ হট্টি, তথায় স্থিতি।

লম্বুডু

এস্থলে অতিশয় জলকষ্ট, ॥ ক্রোশ নীচে এক কূয়া আছে, জল ৪০ হাতের নীচে, কিন্তু কূয়াতে জল অধিক নাই। ১॥ ক্রোশ যাইলে এক শিবালয় আছে, তাহার নিকট ঝরণাতে অনেক জল আছে। চতুর্দ্দিকে ৪ ক্রোশী লোকের ঐ জল মাত্র ভরসা। লম্বুডু গ্রামে প্রায় ৫০ ঘরের বসতি।

২৮ ফাল্গুন, সোমবার, চতুর্থী

লম্বুডুর হট্টি হইতে ক্রমে ৩ ক্রোশ পাহাড় চড়াই করিয়া পরে উতরাই করিতে এক শুষ্ক নদী আছে, তাহার পর অল্প চড়াই করিলে এক বাউড়ি বৃক্ষমূল আছে, ঐ স্থানে প্রাতঃকৃত্য-স্নানাদি করিয়া ৪ ক্রোশ পরে কাকড়ির ১ হট্টি আছে, দ্রব্যাদি কিছু পাওয়া যায় না। তথা হইতে ২ ক্রোশ

গোপালপুর

গোপালপুর গ্রাম, ছয় হট্টি (ও) মণ্ডির রাজার তরফ লোহার চৌকী আছে। ওখানে লোহার খনি পাহাড়ে আছে। বেপারিতে চুরি করিয়া লইয়া আসিতে পারে না। ঐ হট্টিতে স্থিতি। জলের ঝরণা (ও) বাউড়ি আছে।

২৯ ফাল্গুন, মঙ্গলবার, পঞ্চমী

গোপালপুর হইতে ৪ ক্রোশ চড়াই করিলা রাজার তলাও। এই স্থানে এক পুষ্করিণী এবং শিবালয় আছে। ঐ পর্ব্বত নানা

বৃক্ষ-পুষ্পে সুশোভিত, অতি সুশীতল ভজনের স্থান। তাহার পর ১ ক্রোশ চড়াই করিয়া মণ্ডিওয়ালা রাজার কৃত এক উত্তম বাউড়ি। বাউড়ি মধ্যে ঘর এবং পথিকগণ থাকিবার জন্য ধর্ম্মশালা আছে, সুরম্য স্থান। তথা হইতে ১ ক্রোশ পর্ব্বত চড়াই করিয়া ৩ ক্রোশ উতরাই—তাহার ১ ক্রোশ অতি সুকঠিন, সোজা নামিতে হয়, পায়ের টিপ থাকা দুষ্কর, ধরিবার আশ্রয় নাই। এই কঠিন উতরাই করিয়া রেওয়াড়েশ্বরের কুণ্ড।

রেওয়াড়েশ্বর কুণ্ড

পাণ্ডাদিগের ঘর ২ ক্রোশ অন্তর। পর্ব্বতে যাত্রিগণ যৎকালে পাহাড় হইতে নীচে উতরাই করে, যে পাণ্ডা লোক দেখিয়া অগ্রে আসিয়া যাত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করে, সেই ব্যক্তি যাত্রী পায়। এইরূপ এই তীর্থের নিয়ম আছে। পর্ব্বত হইতে নীচে আসিয়া ঐ কুণ্ডের তীরে মণ্ডির রাজরাণীর এক শিবালয়, উত্তম নির্ম্মিত, তাহাতে নর্ম্মদেশ্বর শিব বিরাজিত, সম্মুখে এক কালাপাথরের নন্দীকেশ্বর আছে, প্রমাণ আকৃতি। ১৫ থান হট্টি আছে। চির কাঠের অতি উত্তম দোতালা ঘর। দোকানের ঐ ঘরে থাকিতে হয়। এক ঘরে এক বাড়ীর ন্যায় গুলজার হয়, উপর নীচে সদর মফঃস্বল আছে।

রেওয়াড়েশ্বর তীর্থ

রেওয়াড়েশ্বর তীর্থ কুণ্ড মধ্যে প্রস্তর, উপরে মৃত্তিকা, তদুপরি বৃক্ষাদি হইয়াছে, ঐ পর্ব্বত জলে ভাসিয়া বেড়ায় তাহার নাম বেড়া কহে, পৃথক্ পৃথক্ নাম আছে।

কুণ্ডের জল অতলস্পর্শ, দীর্ঘে-প্রস্থে দুই ক্রোশের পরিক্রম। ঐ জল মধ্যে সাত বেড়া আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, হনুমান,

দুর্গা, গণপতি (ও) ধরমধারী অর্থাৎ লোমশ মুনির—এই সাত বেড়া আছে। ইহার মধ্যে ছয় বেড়া বার মাস ভাসিয়া বেড়ায়।

রেওয়াল্‌সর তীর্থের বেড়া

মহাদেবী দুর্গার যে বেড়া শ্রাবণ-ভাদ্র দুই মাসে ভাসে, (বাজা) দশমহাকুণ্ডের ঈশান-কোণে থাকে, উক্ত বেড়া সকল বেড়া হইতে বৃহৎ। ব্রহ্মার বেড়ার উপরি নলের এবং ঘাসের বন, এক অশ্বত্থ (ও) এক বট এই দুই বৃক্ষ আছে। বৃক্ষের বেড় ১॥ হাত ২ হাত হইবে, খাড়া ৩ হাত, তাহার পর শাখাপল্লবে শোভিত, বেড়া দীর্ঘ-প্রস্থে ৬ হাত হইবে। বিষ্ণুর বেড়াতে নলের গাছ ও ঘাস আছে, দীর্ঘ-প্রস্থে ৩ হাত। শিবের, গণেশের ও হনুমানের তিন বেড়া ঘাসময়, ছোট বেড়া। লোমশমুনির বেড়া দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৫ হাত, অনেক নলের গাছ এবং ঘাসে বন হইয়া আছে। ঐ বেড়াতে লাল সাদা ইত্যাদি যে, যে রঙ্গের নিশান অর্থাৎ ধ্বজা চড়ায়, ঐ বেড়ার উপর ধ্বজার বাঁশ গাড়িয়া দেয়। বিষ্ণুর বেড়াতে এক ধ্বজা-চিহ্ন আছে। ব্রহ্মার বেড়ায় গাছের উপরি ধ্বজা। শিবের বেড়াতে ছোট একটি সাদা ধ্বজা আছে। গণেশের বেড়া এক দিক্ প্রশস্ত, এক দিক্ সরু—শুণ্ডাকৃতি। হনুমানের বেড়া ছোট, গোলাকৃতি।

কুণ্ডের তীরে যে বন আছে, ঐ বনের সহিত একত্র হইয়া থাকে। যাহার যে মূর্ত্তি দর্শনের মানস হয়, ভাবনা করিলে সেই বেড়া ভাসিয়া আসিয়া দর্শন দেন, আপন মনোনীত পূজা ইত্যাদি করিলে ইচ্ছামতে ভাসিয়া স্থানান্তরে গমন করেন।

আমরা যৎকালে কুণ্ডের নিকট আসিলাম, তৎকালে পূর্ব্বদিক্ হইতে বিষ্ণুর বেড়া ভাসিয়া আসিল। দর্শন-পূজা করিয়া মনন

হইল যে, আর সকল বেড়ায় দর্শন পাইলে এত শ্রম করিয়া আসা সফল হয় এবং যে বেড়াতে ধ্বজা-পূজা দিতে হয় তাহা দর্শন হয়। ইতোমধ্যে লোমশমুনির বেড়া উত্তরদিক্ হইতে ভাসিয়া মধ্যস্থল হইতে পশ্চিম দিকের তীরে উপস্থিত হইলেন। আমরা দক্ষিণদিকের ঘাটে স্নান-তর্পণ করিয়া ঐ মুনির বেড়াতে পূজা ধ্বজা দিবার নিয়ম মত দিয়া, ঐ বেড়া ধরিয়া ভেট ইত্যাদি দেওয়া হইল। পরে কুণ্ড-পরিক্রমার্থে গমনোদ্যোগে মনন হইল। এ বেড়া সকল কি মত স্থাপিত, তাহা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা হইল যে, নিম্নে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর আছে, তাহার উপরে মৃত্তিকা, তাহার উপরে বৃক্ষাদি হইয়াছে। ঐ বৃক্ষ ধরিয়া বহুমত দেখিয়াছি—কোন ক্রমে হেলাইতে পারা যায় নাই। ঐ বেড়াতে ধ্বজা দিবার জন্য খনন করিয়া বাঁশ পুতিতে হয়, ঐ বেড়ার উপর পাণ্ডারা আরূঢ় হইয়া বিশেষ বলপূর্ব্বক বসাইল, তাহাতেও হেলিল না, পরে বেড়া হইতে মৃত্তিকা লওয়া হইল। কিন্তু তীরে যে স্থলে বেড়া ছিল, তথায় জল অধিক নহে, তাহাতেও অধিক জাগিয়া থাকে না, কেবল গাছ ঘাস ভাসে। আর অতলস্পর্শ জল যেখানে, সেখানেও ঐ মত অল্প মৃত্তিকা আর গাছ ঘাস ভাসিতেছে দেখা যায়; কিন্তু কাহারও এমন সাধ্য হয় না যে, বেড়ার বিপরীত দিকে ডুব দিয়া অন্য দিকে উঠিতে পারে। যত নিম্নে ডুবে, সর্ব্বত্রই পাথর মাথায় স্পর্শ হয়। বলপূর্ব্বক গমন করিলে মস্তকে আঘাত লাগিয়া রক্ত-পাত হয়।

লাহোরের জনৈক সর্দ্দার নেহালসিং এই বিষয়ের পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য অনেক মনুষ্যকে জলমগ্ন করাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু কিছুই নিরাকরণ করিতে পারেন নাই।

এই আশ্চর্য্য দেবমায়া কুণ্ডমধ্যে দেখিয়া, কুণ্ড-পরিক্রমার্থে গমন করিয়া, পরিক্রমের অর্দ্ধেক পথ যাইতে দেখা গেল যে, ব্রহ্মার বেড়া ভাসিয়া উত্তরদিক্ হইতে যাইতেছে। উহা যৎকালে মধ্য-স্থলে উপস্থিত হইল, আমরা মনে করিলাম যে, পূর্ব্বদিকের বাতাস এজন্য পশ্চিমদিকে দাম ভাসার ন্যায় যাইতেছে, কিন্তু ঐ মধ্যস্থলে যাইয়া যে স্থির হইল, তাহার পর ঝড়ের ন্যায় বাতাস বহিতে লাগিল, তথাচ এক অঙ্গুলিও সরিল না। ইহা দেখিয়া ২ ক্রোশ পরিক্রম করিয়া ঘাটে আসিয়া বেড়াদির দর্শনার্থে থাকাতে হনুমানের বেড়া ভাসিল, পরে শিবজির বেড়া ভাসিয়া আসিল। এমন পাঁচ বেড়ার দর্শন বেলা তৃতীয় প্রহর মধ্যে পাওয়া হইল, কিন্তু গণেশজির বেড়ার দর্শন পাওয়া হয় নাই। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে গণেশের দর্শন হয়। পরে অপরাহ্ণে বেড়া সকল পূর্ব্বের বাতাসে পূর্ব্ব মুখে ভাসিয়া আসিতে লাগিল, গমনকালে জলের কিছু ঢেউ কি অন্য বিকার কিছু হয় না, জল সমভাব থাকে।

এই স্থলে লোমশমুনি তপস্যা করিয়া জলের উপরি দাঁড়াইয়া আপনার ইষ্ট সাধন করেন। এইরূপ ভাবে বহুকাল তপস্যা করাতে সকল দেবদেবী তুষ্ট হইয়া বর দিতে আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত, কিন্তু লোমশমুনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এমত যোগে আছেন যে, তাঁহার গাত্রে নল গাছ ও ঘাস হইয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া দেবগণ মুনি প্রতি মনোভিষ্টসিদ্ধ বর দিয়া গেলেন। মুনির মানস হইয়াছিল, 'আমার প্রতি যেমন পাষাণ হইয়াছ, সেইমত পাষাণ হইয়া থাক।' ঐ মুনির মানসে দেবগণ এবং মুনি পাষাণ হইয়া ভাসিতেছেন।

লোমশমুনির তপস্যা

কুণ্ডের পশ্চিম-দক্ষিণ-কোণে লোমশমুনির গদি এবং মূর্ত্তি

আছে, তথায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, গণেশ (ও) পার্ব্বতীর মূর্ত্তি আছে, তথায় পূজা-ভোগ আরতি হয় এবং কুণ্ডের ঘাটে আরতি হয়। কুণ্ড হইতে ৩ ক্রোশ পর্ব্বতের উপরি এক দেবী আছেন, তাঁহার নাম নয়না-দেবী। এ স্থলকে সকলে নয়নপীঠ কহে।

নয়ন-পীঠ

দেবীর মন্দির আছে পর্ব্বতে, সুরম্য বন এবং এক বাউড়ি আছে, জল উত্তম। এই তীর্থে ভোটদেশীয় এবং মহাচীনদেশের অনেক মনুষ্য আইসে। তাহারা ধনাঢ্য ব্যক্তি। চীনদেশীয় ব্যক্তিগণ ব্রহ্মার বেড়ার অতিশয় মান্য করে, অনেক দানাদি করিয়া থাকে এবং প্রস্তরে নাম-ধাম খোদিত করিয়া দেয়। ভোটের যে সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ আইসে, তাহারা সকলে মদ্যমাংসভোজী, অতিশয় উন্মত্ত, তাবৎ রাত্র কুণ্ড-পরিক্রম এবং ভজন করে। কেহ কেহ অষ্টাঙ্গে পরিক্রম করে। তাহারা লোকনাথের চেলা, হাতে এক অষ্টধাতুর যন্ত্র আছে, তাহা বাম হস্তে ঘুরায়, দক্ষিণ হস্তে মালা জপ করে। মদ্যপান করে—আপনারা স্বয়ং তৈয়ারি অন্নের দ্বারা করে।

এ তীর্থে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবার দ্রব্যাদি পাওয়া যায় না, এ জন্য সিদ্ধ-চাউল, আটা, দাল, ঘৃত, গুড় (ও) লবণ দিতে হইল।

সন্ধ্যার কিছুপূর্ব্বে কুণ্ডের ঘাটে বসিয়া বেড়া দর্শন করিতে মৎস্যের খেলা এমন দেখা গেল যে, তাহার গণনা হয় না। আটার গুলি করিয়া দিবামাত্র লক্ষ লক্ষ মৎস্য একত্র চারণ করিতে লাগিল। মৎস্য অধিক বৃহৎ নহে, একজাতীয় পাহাড়ী মৎস্য।

৩০ ফাল্গুন, বুধবার, ষষ্ঠী

রেওয়াড়েশ্বরের কুণ্ডে স্নান-তর্পণাদি করিয়া পূর্ব্ব দিবস

তীর্থোপবাস জন্ত জলযোগ করিয়া তথা হইতে ১॥০ ক্রোশ পর্ব্বত-চড়াই, পরে ৬ ক্রোশ উতরাই করিয়া মণ্ডী নগর। ব্যাসানদীর তীরে পাহাড় মধ্যে সহর, রাজা বনবীর সেনের রাজধানী। বনবীর সেনের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার পুত্র রাজা বিজয়সেন রাজ্য করিতেছেন, বয়ঃক্রম দশ বৎসর। পুরাতন মন্ত্রী আছে এবং মৃত রাজার ভ্রাতা আছেন, রাজগুরু এবং পুরোহিত সুপণ্ডিত। এই সকল ব্যক্তি দ্বারা পূর্ব্ব-নিয়মমত রাজকার্য্যাদি নির্ব্বাহ হইতেছে। রাজা বালক, কিন্তু অতিশয় সুচতুর, মৃত রাজার সৈরিন্ধ্রী-গর্ভে রাজ-ঔরসে জাত দুই পুত্র নূতন রাজা হইতে কিঞ্চিৎ বয়োধিক, তাহারা রাজ-পরিচ্ছদে রাজসেবাতে নিযুক্ত থাকে, সিংহাসনযোগ্য হয় না। রাজধানীতে অনেক বসতি আছে, মধ্যস্থলে রাজ-ভবন, চতুর্দ্দিকে দোকান এবং প্রজার বসতি। একটি নূতন রাজভবন প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে চিত্রবিচিত্র নানাবিধ কার্য্য আছে। রাজভবনের পূর্ব্বদিকে এক পুষ্করিণী, যাহার মধ্যস্থলে ডাঙ্গাড়ি-রাজার মস্তক আছে। ঐ পুষ্করিণীর পূর্ব্বে সৈন্তদিগের বাস, পাহাড়ের কেল্লা (ও) অনেক ভদ্রলোকের বাস আছে।

মণ্ডী

সহর-মধ্যে ভূতেশ্বর শিব আছেন, অতি প্রাচীন। গৌরী-মূর্ত্তি মন্দিরে আছে। এই ভূতেশ্বর প্রত্যক্ষ-দেবতা, রাজাকে দিবারাত্র মধ্যে একবার দর্শনার্থে আসিতে হইবে। রাজার সদাব্রত ধর্ম্মশালা আছে। ঐ শিবালয়ের নিকট বৃহৎ বাটী, তাহাতে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, অবধূত (ও) বৈরাগী অনেক আছেন।

ভূতেশ্বর শিব

পাহাড়ের উপরে রাজার পূর্ব্বকালের এক শ্যামা কালী-মূর্ত্তি

আছেন, তাঁহার মন্দির-ভবন উত্তমরূপে তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন। সেবার ভালরূপ বরাদ্দ আছে।

মণ্ডীনগরে এক দেব-মেলা হয়, রাজার অধিকারে যত পর্ব্বত ও গ্রাম আছে, তাহাতে যত দেবদেবী আছেন, সকলে শিব-চতুর্দ্দশী রাত্রিতে মণ্ডীনগরে আসিয়া অষ্টাহ পর্য্যন্ত দেব-মেলা হইবে, তাহাতে ১৫০ দেবদেবী পাহাড় হইতে আসিয়াছেন। সকল দেবীদেবীর সহিত পাহাড়ের বাদ্য (ও) পাহাড়ীয়া সকল লোক আসিয়াছে, ইহাতে নগরে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে, তিলার্দ্ধ স্থান নগর মধ্যে নাই। ঐ দেবদেবী সকলের কাহার চারি, কাহার পাঁচ, কাহার ছয়, এইরূপ দশ পর্য্যন্ত স্বর্ণ-রূপার মুখ সকল দিয়া তাহাতে নানামত বস্ত্র দিয়া সিঙ্গার। পাহাড়ি-মত থোপ দিয়া সাজাইয়া ইস্তক রাজভবন নাগাইৎ ভূতেশ্বর-মন্দির দুই পার্শ্বে স্কন্ধে চতুর্দ্দোলে করিয়া নৃত্য করাইতে থাকে এবং পাহাড়ের বাদ্য সকল বাজায়। রাজার রাজ-বাহন সকল সুসজ্জিত করিয়া এবং স্বর্ণ-রৌপ্যমণ্ডিত আশাসোটা চামর মোরছল আড়ানি তুরী ভেরী নিশান বল্লম ছত্র ইত্যাদি চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়া রাজমন্ত্রিগণ এবং সেনাপতিগণ কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ উষ্ট্রে রাজার অগ্র-পশ্চাতে গজ-পৃষ্ঠস্থ রাজসিংহাসনের নিকটবর্ত্তী হইয়া ভূতেশ্বর পর্য্যন্ত গমন করেন। ঐ কালে পাহাড়ীয়া ব্যক্তিগণ দেবদেবী নৃত্য করায়, দেখিতে চমৎকার হয়। আমরা যে দিবস মণ্ডীনগরে উপস্থিত, সে দিবস মেলা, এই সকল দেবদেবীর রাজার দেওয়া বৃত্তি আছে, তাহাতে সেবা চলে, পাহাড়ের দেবদেবী বড় প্রত্যক্ষ।

মণ্ডীর রাজার রাজধানীতে লোহার এবং লবণে

আছে, তাহাতে অনেক টাকা লাভ হয়। রাজার শাসন এইরূপ আছে যে, ছোট জাতিতে খাদ্য-দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে পারে না এবং দোকান কিম্বা জলের বাউড়ি স্পর্শ করিতে পারে না। ঐ দিবস মেলা জন্য সহর মধ্যে থাকিবার স্থান পাওয়া যায় না, এজন্য নগরের প্রান্তভাগে ব্যাসানদীর তীরে রাজার শিবালয় আছে, ঐ দেবালয়ে স্থিতি।

১ চৈত্র, বৃহস্পতিবার, সপ্তমী

মণ্ডীনগর হইতে ব্যাসানদী নৌকাতে পার হইয়া পার-মণ্ডী পুরাণ সহর, পরে ১ ক্রোশ পর্ব্বতের চড়াই, তাহার পরে ৩ ক্রোশ ক্রমে উতরাই, ১ ক্রোশ খাড়া উতরাই, অতি ভয়ানক হড়গড়ানে পথ, পায়ের ঠিক রাখা দুষ্কর। অর্দ্ধ ক্রোশ যাইয়া এক বাউড়ি শিমুল-তলাতে আছে, তথায় শ্রান্তি দূর করিয়া অর্দ্ধ ক্রোশ উতরাই করিলে গৌরী নদী, তাহাতে স্নান করিয়া কাষ্ঠের পুল পার হইতে হয়। ঐ স্থান হইতে জজরু কুফরু ২ ক্রোশ, চড়াই পূর্ব্ব দিকের পাহাড়ে রহিল, পুল পার হইয়া অর্দ্ধ ক্রোশ খাড়া উতরাই, পরে অর্দ্ধ ক্রোশ চড়াই, তাহার পর ১ ক্রোশ কুমাদের ১ হট্টি আছে, ঐ হট্টি মধ্যে ডাকহরকরার বাসা, ঐ স্থানে ডাক বদলি হয়। ঐ হট্টিতে বাস, রাত্রিতে বৃষ্টি হয়।

পারমণ্ডী

২ চৈত্র, শুক্রবার, অষ্টমী

কুমাদের হট্টি হইতে ৪ ক্রোশ ডোলচির হট্টি, ডাল ...চ, ১ হট্টি (৩) ডাকঘর। বাউড়ির উপর ঘর আছে

এবং তাহার নিকট এক ঘর আছে, ঐ স্থানে স্নান করিয়া গমন-সময় বৃষ্টি হওয়াতে ঐ স্থানে স্থিতি। ঐ বাউড়ির জল অতি উত্তম, কিন্তু এমন মক্ষিকা আছে যে, দংশনমাত্রে রক্তস্রাব পরে স্ফীত হইয়া ক্ষত হয়, শীঘ্র শুষ্ক হয় না। মক্ষিকা ক্ষুদ্রাকৃতি—যাতনা বৃহৎ। ঐ দিবস ঐ স্থানে বহু কষ্টে কালহরণ করিতে হইল।

৩ চৈত্র, শনিবার, নবমী

ডোলচি হইতে ১ ক্রোশ চড়াই, ৩ ক্রোশ উতরাই; উতরাই মুখে নানা বৃক্ষাদি ও জলের ঝরণা আছে, তাহার পর রোপড় ৩ হট্টি, এক ডাকঘর আছে। সম্মুখে জলের ঝরণা, পর্ব্বতের উপর নীচে গমবন, তথায় স্নানাদি করিয়া ২ ক্রোশ ময়দানী রাস্তা। মণ্ডীওয়ালা রাজার রাজ্য পার হইয়া বেজওর গ্রাম, ৭ হট্টি আছে। এই পর্ব্বত

বেজওর

উপরে কুল্লুর রাজার কেল্লা আছে, তাহা ভগ্ন হইয়াছে, কেল্লার ভিতরে অন্য ঘর নাই। যে মুরচা আছে, তাহার মধ্যে ঘর। এই স্থানে কুল্লুর রাজার রাজধানী। প্রথম দুর্গদ্বার, যে কেহ উক্ত রাজার রাজ্যে গমনোৎসুক হইতেন, প্রথমে এই দ্বারে থাকিয়া রাজদরবারে সংবাদ করিতে হইত। রাজদরবার হইতে অনুমতি প্রদত্ত হইলে তবে রাজ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিত, নচেৎ কোনক্রমে যাইবার ক্ষমতা ছিল না। প্রধান থানা ছিল। এ স্থান হইতে রাজধানী ৭ ক্রোশ, রাজার নাম জ্ঞানসিংহ, বয়ঃক্রম ১০ বৎসর। এই বেজওর হইতে অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বদিকে গ্রাম, তাহাতে এক শিবালয় আছে—পাণ্ডবদিগের স্থাপিত। ঐ মন্দিরের চারি

দ্বার, এক দ্বারে মহিষমর্দ্দিনী, দ্বিতীয় দ্বারে চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি, তৃতীয় দ্বারে গণেশ (ও) চতুর্থ দ্বারে শিবজি দর্শন করিয়া হটিতে স্থিতি।

৪ চৈত্র, রবিবার, দশমী

বেজওর হইতে ২ ক্রোশ ব্যাসা নদী। নদীর নিকটে এক অশ্বথ বৃক্ষ আছে, তাহার নিকট হইতে পশ্চিম মুখে কুলুর রাস্তা, উত্তর-পশ্চিমমুখে মণিকর্ণের রাস্তা। নদী মশকে চড়িয়া পার হইতে হয়। পার হইয়া ঐ স্থানে পর্ব্বতীয় গঙ্গার ও ব্যাসানদীর সঙ্গমে স্নান করিয়া ৩ ক্রোশ চড়াই, অতিশয় অড়বড় পথ। ১ ক্রোশ উতরাই করিয়া পর্ব্বতীয় গঙ্গার ধারে ধারে পথ। ৮ ক্রোশ পাহাড়ে পাহাড়ে আসিয়া বিওড় গ্রাম। তথায় কালীমণ্ডপ আছে। ঐ গ্রামে অতিশয় জলকষ্ট। অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে এক ঝরণা আছে, ফোটা ফোটা জল ঝরিতেছে, ঐ জলে গ্রামস্থ সকলের কার্য্যনির্ব্বাহ হয়। তথা হইতে ১ ক্রোশ বামুনকোঠী গ্রাম। অনেক ব্রাহ্মণের বাস এবং অন্যান্য জাতির বাস। পাহাড়ের কিঞ্চিৎ নিম্নে সকল জাতি এক আকার, এক বেশ; স্ত্রীপুরুষ সকলেই কম্বল-বস্ত্র পরিহিত। মৎস্য-মাংস সকল জাতি আহার করে। ঐ গ্রামে হটি অর্থাৎ দোকান নাই, থাকিবার স্থান পাওয়া যায় না।

বামুনকোঠী

দিবা অবসান হইলে মেঘ বৃষ্টি বরফ পতিত হইতেছে। একে পথশ্রান্ত—ক্ষুধানল প্রবল, তাহাতে বৃষ্টি। স্থানাভাব হইয়া অতিশয় বিব্রত করিল। অন্য উপায় না দেখিয়া, রাজার রস্থয়ে এক ব্রাহ্মণ ছিল, রাজা তাহার বাটী করিয়া দিয়াছেন, ব্রাহ্মণের মৃত্যু

হইয়াছে—তাহার পরিবারগণ এবং এক অযোধ্যাবাসী বৈষ্ণব আছে, ঐ ঘর মধ্যে সকলে বলপূর্ব্বক প্রবিষ্ট হই। বেজওর হইতে আটা, দাল, ঘৃত আনা হইয়াছিল, তাহাতে আহারাদি হইল। যে বৈষ্ণব ঐ বাটীতে আছে, তাহার সহিত অনেক বাদানুবাদে থাকা হয়। একজন জনকপুরী ব্রাহ্মণ অনেক চেষ্টা করে।

৫ চৈত্র, সোমবার, একাদশী

বামুনকোঠি হইতে ১ ক্রোশ আসিয়া এক নদী পার হইতে হয়, কাষ্ঠের পুল আছে। তথা হইতে ক্রমশঃ দুষ্কর চড়াই ৩ ক্রোশ (অতিক্রম) করিয়া জরি গ্রাম, তথায় এক হট্টি আছে, দোকানদার নাই, দোকানে চাবি। তথা হইতে-৪॥ ক্রোশ বিষ্ণুকুণ্ড—মণিকরণ সীমানা, চড়াই উতরাই অনেক আছে। পার্ব্বতী-গঙ্গার ধারে ধারে যাইতে হয়। পাহাড়ের পাথর সকল অতিশয় চিকণ, পা ঠাওরে না, চড়াই উতরাই করিতে করিতে অবশাঙ্গ, তাহার পর তিন কাষ্ঠের পুল পার হইয়া কতক দূর যাইয়া মণিকরণ তীর্থ। বেলা চারিদণ্ড থাকিতে তীর্থে পহুছিয়া কুণ্ড দর্শন করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণের বাটীতে বাসা হইল। রাজা জগৎ সিংহের দেবালয় মণিকরণ নামে খ্যাত। যে কুণ্ড সঙ্গম উপরে, তাহার নিকট দেবালয়। মণিকরণ তীর্থ অতি আশ্চর্য্য, সাক্ষাৎ ব্রহ্ম।

মণিকর্ণ-তীর্থ

তীর্থের সীমা-নিরূপণ—পশ্চিম বিষ্ণুকুণ্ড, উত্তর হরেন্দ্র পর্ব্বত, পূর্ব্ব ব্রহ্মনাল, দক্ষিণ পার্ব্বতী-গঙ্গা—এই সীমা মধ্যে দীর্ঘে ২ ক্রোশ (ও) প্রস্থে ২ ক্রোশ মণিকরণ নাম। ইহার মধ্যে পার্ব্বতী-গঙ্গা ও হরেন্দ্র-গঙ্গার জলে যে স্থলে

সঙ্গম হইতেছে, তাহার উপরে দুই কুণ্ড আছে। নীচে যে কুণ্ড আছে, তাহাতে দুই হাতের অধিক জল আছে, জলের অতিশয় আস্ফালন। কিঞ্চিৎ উপরে যে কুণ্ড আছে, তাহাতে এক হাত জল। দুই কুণ্ডের জল অতিশয় উষ্ণ অর্থাৎ গরম, অঙ্গস্পর্শ মাত্র দগ্ধ হয়। অতিশয় ধূম, সর্ব্বদা ধূম উঠিতেছে—অন্ধকার হইয়া থাকে। ঐ কুণ্ড মধ্যে অন্ন খেচরান্ন রুটী মালপো পায়স দাল তরকারি ভাজি ইত্যাদি যাহা কুণ্ডে দিবে তাহা সুপক্ক হইয়া সুখাদ্য হয়, অগ্নি-সংস্কার-পাকে বহুবিধ রন্ধনের সুগন্ধাদি দ্রব্য দিয়া সুযত্নে পাক করিলেও এতাদৃশ সুখাদ্য হয় না।

পাকের নিয়ম—অন্ন পাকস্থালীতেও হয়, কিম্বা বস্ত্রে বস্ত্রে তণ্ডুল বন্ধন করিয়া ঐ কুণ্ডে ফেলিয়া দিলে উত্তম অন্নপাক হয়।

মণিকর্ণে পাকের নিয়ম

দাল পাকস্থালীতে পাক করিতে হয়, যে দাল পাক করিতে হইবে, তাহাকে প্রথম ঐ উষ্ণ জলে ধৌত করিয়া, ঐ জল পরিত্যাগ করিয়া, তাহাতে মসলাদি দিয়া ঐ কুণ্ডের জল পরিমিত দিয়া জল মধ্যে ঐ পাত্র রাখিতে হয়। তাহার গলা পর্য্যন্ত জাগাইয়া রাখিতে হয়। তাহার মুখে একখানা আবরণ দ্রব্য দিতে হয়। পরে সুসিদ্ধ হইলে লবণ ইত্যাদি দেওয়া হয়। খেচরান্নে এককালে সকল মসলা ঘৃত লবণ দিয়া পরিমিত জল দিয়া ঐ মত বসাইতে হয়। সুপক্ক হইলে সদ্‌গন্ধ উঠে। পায়সান্ন দুগ্ধ চাউল কি চিঁড়া, চিনি কিম্বা গুড় দিয়া পাকস্থালীতে জল মধ্যে ঐ মত রাখিলে পায়সান্ন হয়। রুটীর জন্য ময়দা কি আটা যাহা হউক, জল দিয়া মাখিয়া যেমত রুটী তৈয়ার করে, তাহা করিয়া ঐ কুণ্ড মধ্যে ফেলিয়া দিলে প্রথম ডুবিয়া যায়, পরে সুপক্ক হইলে ভাসিয়া উঠে, তাহার পর উঠাইয়া লইয়া জল শুষ্ক করিলে

খাওয়া যায়। অন্ন দাল খিচড়ি পায়স যেমন সুস্বাদু সদ্‌গন্ধ যুক্ত হয়, তদ্রূপ অন্য দ্রব্যাদি হয় না, কিন্তু খাইতে অন্যান্য দ্রব্য মন্দ হয় না।

এই স্থানের নাম পূর্ব্বে কুলান্তপীঠ ছিল, সকল দেবদেবীর তপস্যা এবং বিহার-স্থান। হরপার্ব্বতী নির্জ্জন বিহার মানসে হরেন্দ্র পর্ব্বত কুলান্তপীঠে আসিয়া সুরম্য মনোহর স্থান দেখিয়া ২০৫০ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ স্থানে বিহার করেন। মহাদেবী মহাদেবের বিহারে বিহ্বল হইয়া উন্মত্তা হওয়াতে কর্ণের কুণ্ডলসহ মণি কোথায় কখন পড়িয়াছে তাহা জানিতে পারেন নাই। বিহারান্তে চৈতন্যদায়িনী চৈতন্য পাইয়া ভোলানাথকে কহিলেন, "আমার কর্ণের মণি হারাইয়াছে।" ইহা শ্রুতমাত্র নিজ সঙ্গী ভূতপ্রেতগণ এবং দেবীর সঙ্গিনী যোগিনী-ডাকিনীগণকে কহিলেন, "পার্ব্বতীর কর্ণের মণি কোথায় কে লইয়া গিয়াছে, শীঘ্র স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল অন্বেষণ করিয়া আইস।" তাহাতে সকলে সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়া আসিল, কোথাও অন্বেষণ করিয়া পাইল না। একথা মহাদেব শ্রুত হইয়া অত্যন্ত কোপান্বিত হইলেন। তাহাতে এক যোগিনী সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়া কোথাও মণি না পাইয়া পাতালপুরে নাগরাজের সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, মহাদেবীর কর্ণের মণি নাগরাজের মস্তক উপরে আছে। নাগরাজ যোগধ্যানে ছিল, এজন্য যোগিনী কিছু না কহিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে নাগরাজ ধ্যান ভঙ্গ হইয়া দেখিল সম্মুখে এক স্ত্রীজাতি। তাহা দেখিয়া কোপান্বিত হইয়া যোগিনী প্রতি কহিতে লাগিল, "আমি তপস্যা করিতেছি, এই স্থানে স্ত্রীজাতির আগমন নিষিদ্ধ, এজন্য এক্ষণে তোমায় নষ্ট করিব।" এই কথায়

কুলিন্দপীঠ

যোগিনী আসিতা হইয়া মহাদেবীর যোগিনী বলিয়া আপন পরিচয় দিয়া মণি-বৃত্তান্ত নাগরাজকে কহিয়া কহিল, "এ মণি না পাইলে শিব মহাশয় সকল পুরী কোপানলে দগ্ধ করিবেন—প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।" নাগরাজ এই সকল বাক্য শ্রুত হইয়া কুষ্ঠিত হইয়া যোগিনীকে কহিলেন, "তুমি যাও, আমি মহাদেবীর কর্ণের মণি শীঘ্র পহুছিয়া দিতেছি।" ইহা কহিয়া উক্ত মণি নাসার অগ্রভাগে রাখিয়া এক ফুৎকার ছাড়িল, তাহাতে উর্দ্ধে দুই ধারা উঠিয়া ঐ মণি হরপার্ব্বতী নিকটে পহুছিল, তদবধি ঐ স্থানের নাম মণিকরণ হইল। নাগরাজের স্তুতিতে মহাদেব তুষ্ট হইয়া 'মণিকরণ মহাতীর্থ হইবে' বর প্রদান করিলেন। ইহার মাহাত্ম্য ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ গ্রন্থে বিশেষরূপ আছে।

হরেন্দ্র-পর্ব্বত মহাদেবের তপস্যার স্থান, (মহাদেব এখানে) ৩০৫০ বৎসর তপস্যা করেন। এই পর্ব্বত হইতে যত জল ঝরণার ন্যায় আসিতেছে, সকল জল গরম, সকল স্থানেই দ্রব্যাদি পক্ক হয়, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সঙ্গম উপরে যে দুই কুণ্ড আছে, তাহাতে অর্দ্ধ-নারীশ্বর মূর্ত্তির পূজা হয় এবং সঙ্গম-জলে স্নান-তর্পণ করিয়া ঐ কুণ্ডে অন্নাদি পাক করিয়া তীর্থশ্রাদ্ধ করিতে হয়। এই কুণ্ডের জলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, সাধু-সন্ন্যাসী ইত্যাদি সৎজাতি সকলে অন্ন রুটী ইত্যাদি পাক করিয়া ভোগ দিয়া দেবসেবার প্রসাদ পায়, তাহাতে স্পর্শ-দোষ কেহ করে না, ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান করে। দেশস্থ ইতর জাতি যাহারা আছে, তাহারা অন্যান্য স্থানে ঐ জলে পাক করে।

পূর্ব্বসীমায় ব্রহ্মনাল। ঐ স্থানে ব্রহ্মা তপস্যা করেন। ব্রহ্মার তপে কমণ্ডলুর জলে নদী বহিতেছে। হরেন্দ্র পর্ব্বতের উষ্ণজল

পার্ব্বতী-গঙ্গাতে একত্র হইয়া ত্রিধারা হইয়াছে। ঐ স্থানের নাম ব্রহ্মনাল। ঐ ব্রহ্মনাল দর্শন করিয়া পর্ব্বত উপরে উঠিয়া ঈশান দিকে বিলক্ষণরূপে দৃষ্টি করিলে কৈলাস পর্ব্বত ধবলগিরি দেখা যায়। ঐ পর্ব্বতের শিরো-ভাগে এক উত্তম সুনির্ম্মিত মন্দির আছে। বরফে সকল ঢাকিয়া আছে, কিঞ্চিৎ দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মনাল হইতে উর্দ্ধে বারক্রোশ যাইয়া মানতলাব। ক্ষীরগঙ্গা পার হইয়া ঐ স্থানে যাইতে হয়, বরফ অতিশয় পতিত হইতেছে, সর্ব্বদা বৃষ্টির ন্যায় চাপ চাপ বরফ জমিতেছে, গমন অতি সুকঠিন। যে মন্দির দৃষ্ট হইল, এমন সুগঠিত মন্দির কোথাও দৃষ্ট হয় না। ইহাতে বোধ হয়, এ মন্দির কদাচ মনুষ্যকৃত নহে।

ব্রহ্মনাল

মানসরোবর

দক্ষিণদিকে যে পার্ব্বতী-গঙ্গার প্রবাহ হইতেছে, জল অতি সুশীতল, বরফের ন্যায়। পার্ব্বতী-গঙ্গা মানতলাব-পর্ব্বত হইতে মর্ত্ত্যে আসিতেছে। ঐ পর্ব্বত হিমালয়-পর্ব্বতের সহিত সংযুক্ত। ঐ মান-তলাব ক্ষীরোদের নিকট। ঐ পর্ব্বতে পার্ব্বতী শিব-উদ্দেশে ঘোর তপস্যা করাতে দ্রব হইয়া জলরূপা হইয়াছেন।

এই মানতলাব-পর্ব্বতের পশ্চিম-দক্ষিণে ক্ষীরোদ, যাহাকে ক্ষীর-গঙ্গা কহে। ঐ ক্ষীরোদের জল দুগ্ধের ন্যায়, তাহাতে ফেণা উঠিতেছে, দুগ্ধের সর যেমত হয়, সেই মত। ঐ জলের ফেণা হাতে করিয়া লইয়া ভক্ষণ করিলে দুগ্ধের সরের ন্যায় স্বাদু এবং হস্তে ঘৃতের ন্যায় চিক্কণ হয়। যথায় ক্ষীরোদ, তথায় বরফ জন্য গমন অসাধ্য। তাহার জল এবং ফেণা বহিয়া মানতলাবের নিকট ক্ষীরগঙ্গা নামে নদী আসিতেছে। তাহা দর্শন, স্পর্শন ও ভক্ষণ হয়। ঐ সকল পথ দুষ্কর। খাড়া

ক্ষীরোদ

চড়াই—পাকদণ্ডী পথ নাই, বরফময়। মণিকরণ হইতে সম্মুখ বার ক্রোশ, কিন্তু পর্ব্বতের ফেরে অষ্টাহ যাইতে হয়। এ পথে দোকা-নাদি ঘর-দ্বার নাই, কোথাও কোথাও পার্ব্বতীয় মনুষ্যগণ ছাগ (ও) ভেড়ার পাল লইয়া আছে। তাহাদিগের নিকট শুষ্ক মাংস, ছাতু, চেনা (ও) মদ্য থাকে, তাহাই ভক্ষণ করে। আপন স্থানে যাহা থাকিবে, তাহাই খাইতে হয়, নচেৎ ঐ মত দ্রব্যাদি খাইলে পাইতে পারে।

বিষ্ণুকুণ্ড—যথায় বিষ্ণু তপস্যা করেন। ঐ কুণ্ড পূর্ব্ব দিকে। কুণ্ডের (জল) গাভী দুগ্ধ দোহন কালে যেমত ভাবে থাকে, সেই ভাবের। জল না-শীতল না-অধিক গরম এই মত, জল সর্ব্বকাল থাকে।

বিষ্ণুকুণ্ড

মণিকরণ তীর্থে স্নান-বিধি— সঙ্গমে, ব্রহ্মনালে, ত্রিধারাতে, (ও) লক্ষ্মীকুণ্ডে। যথা লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির ঐ বাটীর ভিতর এক কুণ্ড আছে, তাহার জল কদোষ্ণ। ঐ কুণ্ডে স্নান করিলে সকল শ্রান্তি দূর হয়।

রামকুণ্ড—ঐ কুণ্ড রামচন্দ্রজির বাটীতে। বিষ্ণুকুণ্ডে স্নান-তর্পণ ও উর্দ্ধ ধারার জল স্পর্শ। ঐ ধারা রামচন্দ্রজির মন্দিরের পশ্চাতে। জল অতিশয় গরম, ফোয়ারার ন্যায় জল উঠে। ঐ ধারাতে এক প্রস্তর দেওয়া থাকে, দর্শন-স্পর্শনার্থে গমন করিলে পাথর সরাইয়া দেয়। ঐ ধারা উর্দ্ধে পাঁচ ছয় হাত উঠে, পূর্ব্বে ঐ ধারা ৮০ হাত উর্দ্ধে উঠিত। উর্দ্ধ ধারা পাঁচ ছিল, এক্ষণে দুই আছে। তাহার এক ধারা প্রবল (ও) এক অল্প আছে, তিন নিবৃত্তি পাইয়াছে।

রামকুণ্ড

এই হরেন্দ্র-পর্ব্বত মধ্যে এক দেবী আছেন, তাঁহার দর্শন

পর্ব্বত উপরে পাওয়া যায় না, নাম নয়না-দেবী। পর্ব্বতের নিম্নে মণিকরণ তীর্থে এক মন্দির আছে। ঐ মন্দির-দ্বার সর্ব্বদা রুদ্ধ, কেবল বৈশাখ-শ্রাবণ এবং দশহরাতে (দেবী) মন্দিরে আইসেন, তাহাতে কেবল নয়ন অর্থাৎ দুই চক্ষু দর্শন হয়। দেবীর পূজা মন্দিরে হয়।

এই তীর্থে কুল্লুর রাজার দেবালয় আছে। শ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ, শ্রী৺রঘুনাথজি, নৃসিংহ, শ্রী৺রামচন্দ্রজি (ও) শ্রী৺মুরলীধর—এই পাঁচ দেবালয়। রাজা জগৎসিংহের শ্রী৺চতুর্ভুজ নারায়ণ (ও) রাজা মানসিংহের শ্রী৺চতুর্ভুজ মূর্ত্তি রাজা বিক্রমসিংহের স্থাপিত। দেবালয় সকল ক্রমে যে যখন রাজা হইয়াছেন সকলের এই মত দেবসেবা আছে। ব্রাহ্মণ সকল নিযুক্ত আছে। ঐ সেবাইত ব্রাহ্মণ-দিগের মধ্যে যে যখন উপস্থিত হইয়া যাত্রীর সহিত দেখা হয়, সেই ব্যক্তি মণিকরণের পাণ্ডা হয়।

কুল্লুর রাজার দেবালয়

এই স্থানে অতিশয় বরফ পড়িতেছে। কার্ত্তিক মাসাবধি মাঘ পর্য্যন্ত পথ-ঘাট বরফে পরিপূর্ণ থাকে, মনুষ্য গো পশু পক্ষ্যাদি কেহ বাহির হইতে পারে না। অনেক কষ্টে কুশের জুতা পায়ে দিয়া, কম্বল পরিয়া ও গাত্রে দিয়া এবং মাথায় কম্বলের টুপি দিয়া অতি কষ্টে গমন করে; কিন্তু ঐ কুণ্ডের নিকট গেলে জলের উত্তাপে ঘর্ম্ম হয়; মেঘ (ও) বৃষ্টি হইলে জলের উত্তাপ অধিক হয়।

এখানে পূর্ব্বে অন্যান্য দেশের মনুষ্য কদাচ কেহ ফকিরী বেশে আসিত, এজন্য দোকানাদি ছিল না। চারি বৎসর হইল কাংগড়া হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া লক্ষ্মীনারায়ণের বাটীর নিকট এক দোকান করিয়াছে, চাউল, দাল, আটা, ঘৃত (ও) গুড় পাওয়া

যায়, দ্রব্যাদি দূর হইতে আইসে, মনুষ্যের পৃষ্ঠে ভিন্ন অন্য জীবের দ্বারা আসিতে পারে না। গরু, টাটু (ও) খচ্চরাদি বোঝাই লইয়া ঐ পাহাড় চড়িতে পারে না।

৬ চৈত্র, মঙ্গলবার, দ্বাদশী

সঙ্গম ইত্যাদি তীর্থে স্নান-তর্পণ, দেবদর্শন (ও) ব্রাহ্মণ-ভোজন। দ্রব্যাদি কিছুই পাওয়া যায় না—আটা, ঘৃত (ও) গুড় লইয়া পুরি-হালুয়া (ও) পুদিনার চাটনীতে ব্রাহ্মণ ভোজন—তাহাতেই তৃপ্তি। পূর্ব্ব দিবসাবধি বৃষ্টি।

৭ চৈত্র, বুধবার, ত্রয়োদশী

তীর্থে স্থিতি, দর্শন-স্পর্শন (ও) ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণান্তর্গত মণিকরণ-মাহাত্ম্য শ্রবণ।

৮ চৈত্র, বৃহস্পতিবার, চতুর্দ্দশী

মণিকরণ হইতে স্নান তর্পণ করিয়া ১॥০ ক্রোশ আসিয়া বিষ্ণুকুণ্ড, তথায় স্নান করিয়া ॥০ ক্রোশ আসিয়া পুল পার হইয়া এক গ্রাম আছে, তাহার পর ৪ ক্রোশ জরিগ্রাম। ঐ গ্রাম হইতে এক কুক্কুরী সঙ্গে আইসে। তথা হইতে ৫ ক্রোশ বামনকোঠী। ঐ স্থানে আহারাদি করিয়া স্থিতি।

বামনকোঠী হইতে নদী পার হইয়া ৪ ক্রোশ খাড়া চড়াই পর্ব্বতে উঠিয়া বিজলীশ্বর মহাদেব দর্শন করিতে হয়। পর্ব্বত উপরে মন্দির এবং গোসাঞি-সন্ন্যাসীর গদি আছে। তথায় সন্ন্যাসীদিগকে সদাব্রত দেয়, অন্ত বৈরাগী ইত্যাদি কেহ পায় না। যে মহাদেব আছেন, তিনি

বিজলীশ্বর মহাদেব

১২ বৎসর অন্তর বজ্রপাত হইয়া খান খান হইয়া ভগ্ন হন, পরে ঐ সকল খণ্ড একত্র করিয়া মাখন দিয়া বাঁধিয়া দিলে পূর্ব্ব-মত শিবমূর্ত্তি হয়। এক্ষণে বৎসর বৎসর মহাদেবের নিকট যে ধ্বজা আছে, তাহার উপর বজ্রপাত হয়। ঐ বিজলীশ্বর মহাদেব দর্শন করিয়া ৪ ক্রোশ উতরাই করিয়া, ব্যাসানদীর কাষ্ঠের পুলে পার হইয়া কুল্লুসহর—রাজা জ্ঞানসিংহের রাজধানী। সহর

কুল্লুসহর

উত্তম, পাহাড় মধ্যে সহর, সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলমান সকল জাতির বসতি আছে। কোম্পানি বাহাদুরের তহশীলদারের এবং পুলিশের কাছারি আছে। কেল্লার মধ্যে রাজবাটী। সহর মধ্যে দেবদেবীর মন্দির আছে। অযোধ্যাবাসী রামসীতার দর্শন এবং নৃসিংহজির দর্শন করা হইল। পরশুরামের মন্দির আছে; ঐ মন্দিরের ১২ বৎসর অন্তর দ্বার খোলা হয়। শ্রাবণ মাসে দর্শন হয়। এই রাজ্যে প্রচুর আফিং জন্মে।

৯ চৈত্র, শুক্রবার, পূর্ণিমা

কুল্লু হইতে বেজওর ১২ ক্রোশ। বামনকোঠী হইতে আসিয়া

বেজওর

ব্যাসানদী। পার্ব্বতী-গঙ্গার সঙ্গমে স্নান করিয়া ভূতেশ্বর দর্শন করিয়া ৮ ক্রোশ বেজওর, তথায় স্থিতি।

১০ চৈত্র, শনিবার, প্রতিপদ

বেজওর হইতে ২ ক্রোশ রোপড়, পরে ৪ ক্রোশ ডোলচি, পরে ৪ ক্রোশ ঝুমাদ। এক চটিতে স্থিতি।

১১ চৈত্র, রবিবার, দ্বিতীয়া

কুমাদ হইতে ২ ক্রোশ আসিয়া কাষ্ঠের পুলে নদী পার হইয়া, দক্ষিণ মুখে নদীর তীরে তীরে ৷৷৹ ক্রোশ আসিয়া, ২ ক্রোশ পর্ব্বতে চড়াই করিলে জঙ্গ-কুফরু। এই পর্ব্বত উপরে এক বাঙ্গালা ও এক দোকান আছে। অতিশয় জলকষ্ট, পাহাড়ের নীচে ৷৷৹ ক্রোশ আসিয়া এক বাউড়ি আছে। পর্ব্বতের নিম্নে ছাউনী তথায় জল আছে, কিন্তু ১৷৷৹ ক্রোশ উতরাই করিতে হয়। এজন্য বাউড়ি হইতে তিন লোটা জল আনাইয়া জলযোগ। পরে ৬ ক্রোশ ক্রমে চড়াই করিয়া পর্ব্বতের চূড়া পর্য্যন্ত উঠিতে হয়। ইতোমধ্যে জল, কি ছায়া, কি দোকান, কি লোকের বসতি কিছু নাই। পথে ছোট ছোট পাথর-কাঁকর। জল বিহনে অতিশয় কষ্ট। এই ছয় ক্রোশ পথ তাবৎ দিবা চলিয়া সন্ধ্যার সময় ফুটাথল নামক এক স্থান পর্ব্বতের উপর, তথায় পঁহুছা হয়। ঐ স্থানে এক বাঙ্গালা এবং রসুয়ের ঘর আছে, দোকান নাই, দ্রব্যাদি কিছু পাইবার সম্ভাবনা নাই। যে বাঙ্গালা আছে, তাহার

ফুটাথল

৷৷৹ ক্রোশ নিম্নে এক গ্রাম—ফুটাথল। ঐ গ্রাম মধ্যে এক ভাণ্ডার, মণ্ডীর রাজসরকারের আছে। যখন রাজা বাহাদুরের সৈন্যগণ গমনাগমন করে, তৎকালে ঐ ভাণ্ডার হইতে দ্রব্যাদি পায়, আর সাহেব লোক কিম্বা সরকারী আমলা কেহ উপস্থিত হইলে রসদ দিতে হয়। ভাণ্ডারের দ্রব্যাদি দিবার জন্য একজন সিপাহী আছে। ডাকের হরকরা ঐ স্থানে থাকে। অন্য পথিক রসদ পায় না। তবে ঐ রাজসরকারের ব্যক্তিকে অনেক রূপ ভয়মৈত্র দেখাইতে, নানা কৌশলে মুখোপাধ্যায় মহাশয় ডাক-হরকরা দ্বারা একত্র ওজন করিয়া রসদাদি লইলেন, নচেৎ ঐ

দিবস আহারাদি হইবার কিছু সম্ভাবনা ছিল না। আটা-দাল যদি বহুকষ্টে পাওয়া গেল, কিন্তু কাষ্ঠ পাওয়া যায় না। এখানে সরকারী ব্যক্তিগণ আসিলে গ্রামের যে লম্বরদার আছে, সেই ব্যক্তি কাষ্ঠাদির আঞ্জাম দেয়, এজন্য ভাণ্ডারে কাষ্ঠ থাকে না। পাহাড়ের জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ আনিতে হয়, তাহাও কৌশলে আনা হইল। জল নিকটে নাই, প্রায় এক পোয়া পথ অড়বড় পাথর ভাঙ্গিয়া গেলে এক বাউড়ি আছে, তাহার বদ্ধ জলে ছেতলা এবং গন্ধ। কিন্তু ঐ দিবস ঐ জল সুধাতুল্য হইল, তাহাও অনেক কষ্টে আনিতে হয়। এত অসাধ্য সাধন করিয়া দ্রব্যাদির সংযোগ হইয়া রসুই আরম্ভ হইলে মেঘারম্ভ, বাতাস (ও) অন্ধকার হইল। তাহাতে কষ্টে স্বষ্টে পাক করিয়া আহার করিতে বসিবা মাত্র শিলাবৃষ্টি (ও) ঝড়। যে ঘরে আহার করিতে বসা হইল, পাথর ভেদ করিয়া তাহার ভিতর শিলা পড়িতে লাগিল। তাহাতে শীতে কম্পান্বিত হইয়া আহার হইল না। রাত্রে ঝড়ের শব্দে ঘরে তিষ্ঠান দুষ্কর।

১২ চৈত্র, সোমবার, তৃতীয়া

ফুটাখল হইতে ৩ ক্রোশ গোমা গ্রাম, ৩ হট্টি। পরে উতরাই করিয়া নদী, তাহাতে দুই ধারা—এক লবণাম্বু অপর মিঠাজল আছে। পরে ২ ক্রোশ চড়াই করিয়া হীরাবাগ, এক বাউড়ি, শিবালয় (ও) ৪ হট্টি, পরে ২ ক্রোশ সমরুট গ্রাম, ৩ হট্টি। পরে ॥৹ ক্রোশ আসিয়া ভাঙ্গাহাল ১ হট্টি। বটমূলে ঝরণার ধারে হীরাবাগ হইতে উত্তম রাস্তা, স্থানে স্থানে দোকান, ঝরণা (ও) বাউড়ি আছে।

১৩ চৈত্র,

ভাঙ্গাহালের হট্টি হইতে ৮ ক্রোশ বৈজনাথ। উক্ত হট্টি হইতে

৪ ক্রোশ ভাঙ্গাড়ি-রাজার প্রাচীন কেল্লা আছে। উক্ত রাজা মণ্ডীওয়ালা রাজার বৈবাহিক ছিলেন। রাজাধিরাজের সহিত বাক্যের অকৌশল হওয়াতে ভাঙ্গাড়ি-রাজার মস্তক ছেদন করিয়া, মণ্ডীনগর মধ্যে এক পুষ্করিণীর খাদ করিয়া, ঐ পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে ঐ মুণ্ডোপরি প্রদীপ জ্বালাইতেন। অদ্যাবধি ঐ স্থান আছে। উপর্য্যুক্ত কেল্লা পর্ব্বতের শিরোভাগে, নিম্নে মণ্ডীবাসী রাজার সৈন্য আছে। এক্ষণে অধিক সৈন্য নাই। হীরাবাগ নামক এক স্থান আছে। তথায় সৈন্যগণ আছে। এই স্থান হইতে ৪ ক্রোশ বৈদ্যনাথ শিবজি আছেন, ঐ স্থান বৈজনাথ বলিয়া ব্যক্ত আছে। পর্ব্বত উপরে শিবালয়, নীচে ক্ষীরগঙ্গা, এ স্থানে অনেক দেবদেবীর স্থান আছে। ত্রেতাযুগে দশস্কন্ধ রাবণ দেবদেব মহাদেবের নিকট কঠোর পঞ্চতপাঃ ইত্যাদি তপস্যা, যাহা শাস্ত্রানুসারে প্রচলিত আছে, বিশেষতঃ এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে অদ্যাবধি প্রকাশিত আছে। দশস্কন্ধ আপন কঠোর তপঃ দ্বারা দেবদেব মহাদেবকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া আপন কক্ষ মধ্যে ধারণ করিয়া লঙ্কাপুরে লইয়া যাইবার মনন করিলেন। দেবের মায়া—গমনে উৎসুক না হইয়া পথিমধ্যে বরুণ দ্বারা এই মায়া প্রকাশ করিলেন যে, রাবণের প্রস্রাবের পীড়া উপস্থিত হইলে শিবজিকে পথিমধ্যে রাখিয়া প্রস্রাবে বসিলেন। তদবধি বৈদ্যনাথজি ঝাড়খণ্ডে রহিলেন, উক্ত স্থান বীরভূম জেলায়।

বৈদ্যনাথ

এখানে বৈদ্যনাথজিকে ক্ষীরগঙ্গার জলে স্নান করাইয়া দর্শনাদি করিয়া আপন ইষ্টসাধন করিলে শাস্ত্রানুসারে এক জপে সহস্র

জপের ফল হয়। মন্দির হইতে ক্ষীরগঙ্গা ১৫০ সিঁড়ি নিম্নে। এস্থলে ১॥০ ক্রোশ পরিক্রম, ইতোমধ্যে অনেক দেবদেবী আছেন, অনাদি শিব আছেন (ও) প্রধান দেবী আছেন।

বৈদ্যনাথ, সিদ্ধিনাথ, কেদারনাথ, ইন্দ্রেশ্বর, গণপতেশ্বর, কাশীর বিশ্বেশ্বর, রাবণেশ্বর, ভূতেশ্বর (ও) মহাকাল—এই নয় অনাদি শিব আছেন। বৈদ্যনাথজির সেবা ইত্যাদির উত্তমরূপ নিয়ম আছে। মন্দির ভাল, চকবন্দী, ভবন গোলাকৃতি। শিবজি পুষ্পমাল্যে ভূষিত থাকেন। দিবাতে স্বরূপ দর্শন হয় না, মঙ্গল-আরতির পর স্নান হইয়া পুষ্প দ্বারায় সিঙ্গার হয়। বেলা দশ দণ্ডের পর ভোগ হইয়া পটবন্ধ হয়। এক প্রহর দিবা থাকিতে পট খোলে, সন্ধ্যার পর স্নান-অভিষেক ইত্যাদি করিবার সময় স্বরূপ দর্শন হয়। পরে পুষ্প-চন্দনের সিঙ্গার হইয়া আরতি হয়, পরে পুরি ইত্যাদির বৈকালী ভোগ হয়, পরে মন্ত্র-শয়ন। অঞ্জনী, মনসা, ... ইত্যাদি পাঁচ দেবী। এক চাকি পাথর আছে, ঐ চাকি পাথরের উপর পুলে দেওয়া আছে। ঐ চাকিতে সকলে দৃঢ় করিয়া থাকে, কাহার সহিত কিছু বিবাদ উপস্থিত হইলে উভয়ের সন্দেহ ভঞ্জনার্থে ঐ চাকির নিকটে শপথ করিলে, যাহার মিথ্যা শপথ হয়, তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান। স্থান নগর তুল্য ২৫ হট্টি অর্থাৎ দোকান আছে—হালওয়াই, বেণে, বাজার, পশারি ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ, লালা (ও) বেণিয়ার বসতি অধিক। ভাঙ্গাহাল হইতে বৈদ্যনাথ পর্যন্ত ৮ ক্রোশ। ॥০ ক্রোশ কোথাও ১ ক্রোশ স্থানে গ্রাম এবং দোকান আছে, পথ উত্তম।

বৈদ্যনাথের বিভিন্ন দেবদেবী

১৪ চৈত্র

বৈজনাথ হইতে ৪ ক্রোশ করলা গ্রাম ৫ হট্টি আছে। তথা হইতে ৪ ক্রোশ ব্যোবারণা নামে এক নগর গ্রাম। এ স্থানে ৫০ দোকান আছে সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়।

ব্যোবারণা গ্রাম

রাস্তার দুই পার্শ্বে দোকান, মধ্যস্থলে জলের ঝরণা স্রোতস্বতী আছে। অনেক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বেণিয়া ইত্যাদি নানা জাতির বাসস্থান। এখান হইতে জ্বালামুখী যাইবার দুই পথ,—পশ্চিম মুখে সম্প্রতি এক নূতন পথ এজেণ্ট সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন। উত্তর মুখে কাংগড়া হইয়া এক পথ আছে—৮ ক্রোশ কম, কিন্তু নূতন পথে পাহাড়ের চড়াই-উতরাই আছে এবং সুপথ নহে, ঝাপান টাটু খচ্চর দ্বারা কষ্টে গতায়াত হয়। কাংগড়ার পথ সুপথ, দিবারাত্র লোকের গতিবিধি আছে। ব্যোবারণায় স্নানাদি করিয়া ৪ ক্রোশ পরওল, তথায় স্থিতি। ৮ হট্টি আছে, জলের ঝরণা আছে। জমিদার লোক জমি আবাদ জন্য ঝরণার মুখ বন্ধ করিয়া আপন আপন ক্ষেতে জল লইয়া গেলে হট্টিতে জলকষ্ট হয়। এক বাউড়ি পাহাড়ের নীচে আছে। অর্দ্ধ ক্রোশ নীচে বাউড়ি আছে, জল অতি উত্তম। বৈজনাথ হইতে পরওল ১২ ক্রোশ, পথ অতি উত্তম। স্থানে স্থানে জল এবং দোকান আছে।

১৫ চৈত্র, বৃহস্পতিবার

পরওল হইতে ৪ ক্রোশ ধরমসা, ২ হট্টি আছে। এই স্থান হইতে দুই রাস্তা উত্তর মুখে গিয়াছে। ভাগশু পাহাড় যাইবার

পথ ৭ ক্রোশ, পরে ভাগশু শিব পর্ব্বত উপরে আছেন, অতিশয় বরফ—সকল পর্ব্বত শুভ্রবর্ণ। ভাগশু পাহাড়ের নীচে ধরতিতে কোম্পানি বাহাদুরের ছাউনী আছে। পূর্ব্বে যে সকল আদালত ইত্যাদি কাংগড়াতে ছিল, ঐ সকল আদালত এবং ফৌজগণ, বিচারপতি, সেনাপতি (ও) সাহেবগণ সকলে ঐ পর্ব্বতের উচ্চে নিম্নে মধ্যে স্থানে স্থানে পথরুদ্ধ করিয়া আছেন। জম্মু ও কাশ্মীর হইতে নুরপুর হইয়া কাংগড়ার কেল্লায় আসিবার গোপন-পথ। এজন্য ঐ গোপন-পথ রুদ্ধ করিয়া দুই স্থানে সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ আছেন। ভাগশুতে এক্ষণে সহর হইয়াছে। রাজপুরুষগণের শুভাগমনে বরফ আচ্ছাদিত পর্ব্বত উত্তম নগর হইয়াছে, গাড়ী, ঘোড়া, পাল্কী (ও) ঝাপান গতায়াত হইতেছে। নানাবিধ দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হইতেছে। পর্ব্বত উচ্চ, চড়াই ১২ ক্রোশ, দীর্ঘ-প্রস্থ নিরূপণ করিতে পারি নাই। চারি দিবসের পথ পর্য্যন্ত ভাগশু কহে। ভাগশুর ছাউনী হইতে কাংগড়ার কেল্লা ৯ ক্রোশ।

ভাগশু

ধরমসা হইতে পশ্চিম মুখে কাংগড়ায় আসিবার যে পথ আছে, তাহাতে ধরমসা হইতে ২ ক্রোশ নাগনা নামে গ্রাম, ৪ হট্টি আছে। তথা হইতে ৷৷৹ ক্রোশ যাইয়া মাঠ মধ্যে এক অশ্বথ বৃক্ষ আছে। তাহার মূলে এক সাধু আসিয়া বসিয়াছেন। তাঁহাকে অনেক মনুষ্য বেষ্টন করিয়া আছে। উহা মেলার ন্যায় দেখিয়া আমরা তথায় গিয়া দেখিলাম, এক খাটের উপরে বিছানা আছে, ভূমিতে সাধু আছেন, সম্মুখে ধুনী আছে। ঐ খাটের খুরাতে এক কুকুর বাঁধা আছে। সাধু পাঁউরুটী আহার করিতেছেন, কখনও কুকুরকে দিতেছেন, কখনও নিজে আহার করিতেছেন—প্রভেদ কিছু মাত্র নাই।

শয়ন এবং ভোজন একত্রে—বিকার মাত্র নাই, কিন্তু বাক্‌সিদ্ধ। বাবা সাধুর যাহার প্রতি অনুগ্রহ হয়, দয়া করিলে সকল ভাল হয়। উক্ত সাধুর নাম মস্তরাম বাবা, অঘোরী সাধু, ভৈরব উপাসক, গির্ণারবাসী ভূরি বাবার চেলা। ভূরি বাবা এক হাজার বৎসর এক দেহে জীবৎমান, অদ্যাবধি গির্ণার পাহাড়ে দর্শন পাওয়া যায়। এক ক্ষুদ্র গহ্বর আছে, তাহার ভিতর হইতে এক মুষ্টি করিয়া বাজরা বণ্টন সময়ে যত মনুষ্য উপস্থিত হইবে, সকলেই এক মুষ্টি করিয়া পাইবে। মস্তরাম বাবার বয়ঃক্রম একশত বৎসরের অধিক হইয়াছে। ইহার বয়সের নিরূপণ ইহাতে এক শত বৎসরের অধিক জ্ঞান হইতেছে, কহিলেন "যৎকালে ইংরাজ বাহাদুর কলিকাতা সহর ১৪০০ শত গোরা লইয়া আসিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তৎকালে কলিকাতা প্রথম গিয়াছিলেন।" ইহাতে বোধ হয় একশত বৎসরের অধিক বয়স। কিন্তু চাক্ষুষে ৫০ পঞ্চাশ বৎসরের অধিক বোধ হয় না। এমন সবল আছেন যে, পদব্রজে তীর্থভ্রমণ, পাহাড়-পরিক্রম অবলীলাক্রমে করিতেছেন। এক ব্যক্তি জোলা তাঁতি কাংগড়া-নিবাসী গলিত কুষ্ঠরোগী ছিল। মস্তরাম বাবার পদানত হইয়া সাধন করাতে, অনেক বিভীষিকা দেখাইতে তাহাতেও নাছোড় হওয়াতে, পরে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া কোল দেওয়াতে রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছে। আর এক জন বালকের মৃগীরোগ ছিল। আমরা তথায় বসিয়া আছি, এমত কালে ঐ বালককে তাহার পিতা লইয়া আসিয়া দেওয়াতে কেবল গালি ও পদাঘাত দ্বারায় রোগ মুক্ত করিয়া দিলেন—চমৎকার, চাক্ষুষ ব্যাপার দেখিলাম।

মস্তরাম বাবা

এই অশ্বত্থমূল হইতে অর্দ্ধক্রোশ নগরোট গ্রাম। উত্তম বসতি, দেবদেবীর মন্দির আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, বেণিয়া প্রভৃতি অনেক জাতির বসতি আছে। হালওয়াই বেণিয়া বাজার ইত্যাদি ২০ হট্টি অর্থাৎ দোকান আছে। ঝরণার জল ব্যাপিত আছে। পরে ৪ ক্রোশ কাংগড়ার দেবীর ভবন। দেবীর নাম শ্রী৺বজ্রেশ্বরী, কপালী নামে ভৈরব—স্তনপীঠ। এ স্থলে ভগবতীর স্তন পতিত হয়। ইহার বিশেষ বিবরণ পীঠমালাতে বর্ণিত আছে।

জালন্ধর পীঠ—জালন্ধর পীঠে ৫ মহাদেবী আছেন, (ও) ৩৬০ তীর্থ আছেন। ৪৮ ক্রোশের পরিক্রম।

বজ্রেশ্বরী, জ্বালামুখী, অম্বিকা, অঞ্জনী (ও) জয়ন্তী (এই পাঁচ দেবী এবং) কপালী, উন্মত্ত, কালভৈরব, ভালেশ্বর (ও) নন্দিকেশ্বর এই পাঁচ ভৈরব।

পর্ব্বতের মধ্যস্থলে বজ্রেশ্বরী দেবীর ভবন, উত্তম মন্দির। পূর্ব্বকালে যে প্রাচীন মন্দির ছিল, ঐ মন্দির ভিতরে আছে।

বজ্রেশ্বরী

তাহার উপর লাহোর-নিবাসী মহারাজা রণজিৎসিংহ বাহাদুর প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দির করিয়া স্বর্ণে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন। সিংহাসন রূপায় মণ্ডিত (ও) দেবীর প্রতিমূর্ত্তি রূপার পত্রে খোদিত করিয়াছে। আসল মূর্ত্তি গোলাকৃতি প্রস্তরের, তাহাকে পুষ্প চন্দন বস্ত্র দ্বারায় শোভান্বিত করিয়া নানা আভরণ তদুপরি দেওয়া থাকে। সিংহাসনের ভিতরে রূপার ও স্বর্ণের অনেক ছত্র আছে। পুষ্পমাল্যে উত্তম সিঙ্গার করে, দর্শনে মন প্রফুল্ল হয়। স্বরূপ দর্শন সর্ব্বকালে হয় না, প্রতিদিবস সন্ধ্যার পর ও মঙ্গল আরতির পর

যে সময় স্নান অভিষেক হয়, তৎকালে গোলাকৃতি প্রস্তর দর্শন হয়। দিবাতে মহাদেবীর অন্নভোগ (ও) মৎস্য-মাংস যাহা উপস্থিত হয় তাহা ভোগ হয়, সন্ধ্যার পর স্নান-অভিষেক হইয়া পূজা। পরে পুরি ও আর্দ্র চণক, ঘৃতসিক্ত দুগ্ধ (ও) সন্দেশভোগ হইয়া আরতি হয়। পরে ঐ প্রসাদী দ্রব্য পাণ্ডা ও যাত্রিগণ যে কেহ ভবনে উপস্থিত থাকে, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সকলে পায়। মহাদেবীর সোণা রূপার চামর আড়ানি আশাশোটা ঘটী বাটী থালা ভৃঙ্গার ইত্যাদি অনেক আসবাব আছে। মন্দিরের পশ্চিমদ্বার—ঐ দ্বারে দুইজন আশা লইয়া দ্বার রক্ষা করে। প্রসাদ বণ্টন হইলে ক্ষণেক বিলম্বে দেবীর শয়নের পালঙ্ক সিংহাসনের নিকটে রাখিয়া, তাহাতে উত্তমরূপে শয্যাদি করিয়া, উত্তম বস্ত্র অলঙ্কার ছত্র ব্যজনী ইত্যাদি দিয়া বেদোক্ত মন্ত্রে শয়নমন্ত্র পাঠ করিয়া শয়ন হয়। ভবনের পূর্ব্বোত্তর দিকে কপালী ভৈরব আছেন। কপালী ভৈরব বলিয়া নাম তথায় ব্যক্ত, কিন্তু পীঠমালাতে ভীষণ ভৈরব লিখিত আছে।

ভবনের চতুষ্পার্শ্বে স্থাপিত দেবদেবী মূর্ত্তি আছে, পৃথক্ পৃথক্ মন্দির। রুদ্রমণি নামে এক ব্যক্তি সিদ্ধ তেজস্বী ছিলেন, তাঁহার ভজনের গুহা আছে।

মহাদেবীর মন্দিরে পাণ্ডাদিগের কন্যাগণ দেবীরূপা হইয়া যাত্রীদিগের নিকট অর্থ যাচ্ঞা করিয়া লয়। বালিকা অবধি যুবতী পর্য্যন্ত সকলে সমভাবে যাচ্ঞা করিতেছে। কন্যাগণ অতি সৌন্দর্য্যশালিনী। যাত্রিস্থান হইতে বলপূর্ব্বক টাকা পয়সা লয়, কিছুমাত্র মনোবিকার নাই। শ্রীমতী বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া সাক্ষাৎ ভগবতীর ন্যায় দর্শনীয়া।

মহাদেবীর ভবন হইতে দুই ক্রোশ চড়াই কাংগড়ার রাজার কেল্লা। ঐ কেল্লা মধ্যে অম্বিকাদেবী (ও) কালভৈরব রক্ষক।

কেল্লার পশ্চিমে পাতাল-গঙ্গা। তৎপশ্চিমে জয়ন্তীপর্ব্বত। ঐ পর্ব্বত তিন ক্রোশ উচ্চ। পর্ব্বতের শিরোভাগে জয়ন্তীদেবী (ও) ভালেশ্বর শিব। এই স্থানকে কপালপীঠ কহে।

অঞ্জনীদেবী—দেবী ৫ ক্রোশ উচ্চ পর্ব্বতের উপর, নন্দিকেশ্বর ভৈরব রক্ষক। কটিপীঠ কহে।

জ্বালামুখীতে জোয়ালাজি আছেন। মহাদেবীর ভবন হইতে ১ ক্রোশ কাংগড়া সহর। এক ক্রোশ পর্য্যন্ত সহরের বসতি, কয়বেণী হাজার দোকান ছিল, এক্ষণে সহর ভাঙ্গিয়া ভাগশু পাহাড়ে সহর হইতেছে। সহরের পরে বাজার, সাবেক কেল্লা, সম্মুখে ডাকঘর। ঐ কেল্লার তিনদিকে প্রাচীর আছে, দক্ষিণদিকে প্রাচীর নাই, পদাতিকগণ থাকে অর্থাৎ ছাউনী আছে। কেল্লার ভিতর পর্ব্বতের উপর রাজার অন্তঃপুর, বিচারস্থান (ও) সেনাপতিগণের দুর্গ ছিল, এক্ষণে রাজসম্পর্কীয় কেহ কেল্লা মধ্যে নাই। ইংরাজ বাহাদুরের কিয়দংশ সৈন্য এবং অস্ত্রাগার-রক্ষক আছে।

কাংগড়া

রাজা সংসার চন্দ্র সপরিবারে নেণ্ডোর পাহাড়ে বন্দী আছেন, এই রাজার সহিত ইংরাজ বাহাদুরের যুদ্ধ হয়।

উক্ত কেল্লার ভিতর হইয়া সঙ্গমে স্নান করিতে যাইবার পথ। কেল্লা হইতে ১ ক্রোশ সঙ্গম, বাণগঙ্গা (ও) পাতালগঙ্গা দুই সঙ্গম কেল্লার পূর্ব্বে। বাণগঙ্গার পশ্চিমে পাতালগঙ্গা। এই সঙ্গম-স্থানে ৩৬০ তীর্থ অধিষ্ঠান হয়। পাতালগঙ্গায় ৩০০

তীর্থ, বাণগঙ্গায় ৬০ তীর্থ। ইহার প্রত্যেক নাম ও মাহাত্ম্য জালন্ধর-মাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে।

দেবীর ভবনের উত্তর দিকে চক্রতীর্থ। দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে অপ্সরাকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, রামকুণ্ড, লক্ষ্মণকুণ্ড, দক্ষকুণ্ড, গয়া, ফল্গু, চন্দ্রভাগা (ও) কুরুক্ষেত্র ইত্যাদি তীর্থ সকল আছে।

এই পর্ব্বত ফলফুলে শোভিত। অতি সুরম্য রম্যবন আছে। পর্ব্বত উপরে বনমধ্যে ভজন সাধন উত্তম হয়। পর্ব্বতের চূড়া হইতে নিম্নস্থান পর্য্যন্ত কৃষকগণ এমত উত্তম কৃষিকর্ম্ম করিয়া, পর্ব্বত ক্রমে ক্রমে খনন দ্বারা খণ্ড খণ্ড ভূমি করিয়াছে, তাহার শোভা অতি উত্তম, বিশেষতঃ শস্যকালে। দেবীর ভবন হইতে পাণ্ডাদিগের বাটী পর্ব্বতোপরি ।০ ক্রোশ। ঐ স্থানে অতিশয় জলকষ্ট। ভবনের নিকট বাজার আছে, সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। বেলা তৃতীয় প্রহর সময় পহুছিয়া দর্শন হইল।

১৬ চৈত্র, শুক্রবার

সঙ্গমে স্নান-তর্পণ, অম্বিকাদেবী, লক্ষ্মীনারায়ণ, রামসীতা, মহিষমর্দ্দিনী, কালীমূর্ত্তি কেল্লার মধ্যে বাহিরে দর্শন, ব্রজেশ্বরী দর্শন-পূজা, ব্রাহ্মণ ও কুমারী ভোজন, নগর ভ্রমণ ও স্কুল (এবং) তহশীলের কাছারি দেখা হয়।

১৭ চৈত্র, শনিবার

চক্রতীর্থে স্নান তর্পণ, জালন্ধর অসুরের চক্ষু দর্শন। চক্রতীর্থের উপরে অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রকাশ আছে। ঐ স্থানে কাংগড়া-বাসী সকলের স্নান-পূজা হয়। জয়ন্তী দর্শন (ও) অপ্সরাকুণ্ডে গমন। ঐ রাত্র অপ্সরাকুণ্ড নিকটে কেহ কেহ স্থিতি।

১৮ চৈত্র, রবিবার

অপ্সরাকুণ্ডে ডাক দিবায় স্নান (ও) বজ্রেশ্বরী দর্শন করিয়া জ্বালামুখী যাত্রা। কাংগড়া হইতে ৪ ক্রোশ গণেশঘাটীর পাহাড়। ঐ পাহাড়ের উপর হইয়া পূর্ব্বে রাস্তা ছিল, তাহাতে পর্ব্বতের চড়াই অনেক—পথিক লোকের অতিশয় কষ্ট ছিল, এজন্য ঐ পর্ব্বত মধ্যে বারুদের দ্বারা উড়াইয়া ভিতর দিয়া সুড়ঙ্গের ন্যায় পথ খোদিত করিয়া উত্তম পথ করিয়াছে। একবারে চড়াই না করিয়া ক্রমে ক্রমে বাঁকে বাঁকে চড়াই করিতে হয়, তাহাতে কিছু ক্লেশ নাই। যে স্থানে দুই পর্ব্বতের মুখে ঝরণা আছে, সেই স্থানে পুল হইয়াছে। পূর্ব্বের পুরাণ পথ আছে, অধিক লোক গতায়াত করে না। এই পর্ব্বতে তিন পথ করিয়াছে, সর্ব্বোপরি এক পথ, মধ্যে এক, নিম্নে এক। এই মত তিন পথ সকল পাহাড়ে আছে। গণেশঘাটীর পাহাড় ২ ক্রোশ। ঐ স্থানে এক উত্তম বাউড়ি আছে। পুরাণ রাস্তা (ও) বাউড়ির নিকট হইয়া নূতন রাস্তা বাজারের মধ্য দিয়া একত্র হইয়াছে। বাজারে ২০ হট্টি আছে, সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। তথা হইতে ৪ ক্রোশ রাণীতলাব নামে এক স্থান। পূর্ব্বে এক পুষ্করিণী ভাল ছিল। এক্ষণে পর্ব্বতের উপরে এক থানা আছে, অতি উত্তম পোক্তা ঘর। ঐ ঘরে বসিয়া রক্ষকগণ বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিতে পারে, বিপক্ষ কি দস্যুগণের পথ-রুদ্ধ স্থান। ঐখান হইতে দক্ষিণ মুখে চিন্তাপূরণী যাইবার পথ গিয়াছে। পরে ২ ক্রোশে এক বাউড়ি, কিছু দূরে এক দোকান। ঐ দোকান হইতে ৪ ক্রোশ রামপুরা, গ্রাম ৫ হট্টি। কূয়া এবং বাউড়ি-স্নান। পরে ৪ ক্রোশ জ্বালামুখীর

গণেশঘাটীর পাহাড়

রাণীতলাব

জোয়ালাজির মন্দির, কাংগড়া হইতে বিশ ক্রোশ পথ। জালামুখীর পথ অতি উত্তম, স্থানে স্থানে দোকান ও জল আছে, তাহাতে পথশ্রান্ত বোধ হয় না, অর্দ্ধ ক্রোশ চড়াই আছে। রামপুরার পূর্ব্বে সন্ধ্যায় দেবী-দর্শন।

সন ১২৬২ সাল, ১৯ চৈত্র, সোমবার, দশমী

জোয়ালাজির জ্যোতিঃ পুনর্ব্বার দর্শন-স্পর্শন (ও) পূজা-হোম ইত্যাদি। মহাদেবীর যে জ্যোতিঃ আছে সর্ব্বকাল এক স্থানে সমান থাকে না।

২০ চৈত্র, মঙ্গলবার, একাদশী

প্রাতে স্নান-তর্পণ, জোয়ালাজির দর্শন-স্পর্শন করিয়া চিন্তা-পূরণী দর্শনার্থে গমন। পাণ্ডার বাটীতে বাসা ছিল, তথা হইতে ১॥০ ক্রোশ আসিয়া নগরের প্রান্তভাগে ৩ হট্টি আছে। তথা হইতে চিন্তাপূরণীর রাস্তা পূর্ব্ব-দক্ষিণ মুখে আসিতে হয়। ২॥০ ক্রোশ আসিয়া পাহাড়ের উপর বনের মধ্যে গোগা পীরের আস্তানা, একটী বাড়ী আছে। চতুর্দ্দিকে নানা পুষ্প ও ফল ইত্যাদির গাছ সকল শোভান্বিত আছে। জাগ্রৎ পীর। অনেক দেশে ঐ পীরের স্বরূপ আস্তানা আছে। মানত করিলে মনোভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ঐ পাহাড়ের নীচে পথিমধ্যে ২ হট্টি আছে। তথা হইতে ১৷০ ক্রোশ ডেরা নামে গ্রাম, অনেক বসতি আছে, ২০ হট্টি আছে, খাদ্যদ্রব্যাদি সকল পাওয়া যায়। ব্যাসা নদীর তীরে ঐ গ্রাম। ব্যাসানদী নৌকাতে পার হইয়া ২ ক্রোশ পরে খাদা নামে গ্রাম, তথায় ১২ হট্টি আছে। কড়ি অর্থাৎ নদীর ছোট ছোট পাথর এই দুই ক্রোশ পথ যাইয়া

ডেরাগ্রাম

বৃক্ষমূলে জলসত্রের ঘর এবং কূয়া আছে। ঐ স্থলে বিশ্রাম করিয়া ১ ক্রোশ পর্ব্বত উপরে চড়াই করিয়া চিন্তাপূরণী দেবীর মন্দির দর্শন হয়। দেবীর মন্দির নাগর মল কৃত, বাঙ্গালা ঘর। ঐ ঘরের চতুর্দ্দিকের দ্বার খোলা, তাহাতে পরদা দেওয়া। ঐ ঘর মধ্যে দেবীর আসন পূর্ব্বকৃত ছোট গুফার ন্যায় আছে। ঐ গুফা রূপায় মণ্ডিত। দেবী গোলাকৃতি প্রস্তর, ইহারা মহাপীঠ কহে। ছিন্নমস্তা দেবী দর্শন ইত্যাদি। ঐ স্থানের চতুর্দ্দিকে প্রায় ৩০ হট্টি আছে। নবরাত্রের মেলার সময় দোকান সকল সাজান থাকে। অর্দ্ধক্রোশ নীচে জলের বাউড়ি, তথা হইতে জল আনিতে হয়।

চিন্তাপূরণী দেবী

২১ চৈত্র, বুধবার, দ্বাদশী

চিন্তাপূরণী হইতে ৪ ক্রোশ আসিয়া ৪ হট্টি, পরে ৩ ক্রোশ আসিয়া সোয়াদ নদী। ঐ নদীর তীর হইতে দুই পথ—এক পথ রুডির উপর হইয়া পাকদণ্ডী, দ্বিতীয় পথ বাঁধা রাস্তা এক ক্রোশের ফের আছে। পরে চোটা গ্রাম, ১২ হট্টি আছে। অতিশয় জলকষ্ট, কূয়াতে ৮০ হাত রশি। ঐ স্থানে জলযোগ করিয়া ৩ ক্রোশ উতরাই, ১ ক্রোশ চড়াই করিয়া নারে, ২ হট্টি। পরে ৪ ক্রোশ পাহাড়ের খড়ে খড়ে আসিয়া মুখ ১ হট্টি, পাহাড় চড়াই ও উতরাইয়ের প্রথম মুখ; এজন্য ঐ স্থানকে মুখ কহে। পরে ৪ ক্রোশ হুশিয়ারপুর, সন্ধ্যার সময় পহছান হয়।

২২ চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ত্রয়োদশী

হুশিয়ারপুরে স্থিতি ও নগরভ্রমণ।

২৩ চৈত্র, শুক্রবার, চতুর্দ্দশী

হুশিয়ারপুরে স্থিতি।

২৪ চৈত্র, শনিবার, অমাবস্যা

হুশিয়ারপুর হইতে নয়না-দেবী দর্শনে গমন। সহর হইতে ২ ক্রোশ বেজোড়ার কেল্লা এবং গ্রামের বসতি আছে। তথা হইতে ৩ ক্রোশ রাজেশ্বরী দেবীর মন্দির, নদীর তীরে। ঐ মন্দিরে গোলাকৃতি পাথর। এক গোস্বামী আছেন।

রাজেশ্বরী দেবী

তথা হইতে বড়ুশী গ্রাম নদীর তীরে, উহাকে নগর কহে। অনেক দোকান আছে, অনেক জাতির বসবাস। সকল রকম খাদ্যদ্রব্যাদি পাওয়া যায়। তথা হইতে ৪ ক্রোশ রামপুরাগ্রাম, পাকদণ্ডীর পথ, বালুকাময় ভূমি, জলকষ্ট আছে। উক্ত গ্রামে ৫ হট্টি আছে। এক বাবাজির ঘর-বাড়ী আছে, এক বৃহৎ অশ্বথ বৃক্ষ আছে, তাহার ছায়াতে বহু মনুষ্য জীবজন্তু শীতল হয়। এক কূয়া আছে—জলকষ্ট, ৮০ হাত নীচে জল। তথা হইতে ৫ ক্রোশ জেজো পর্ব্বত মধ্যে বাজার আছে, সকল দ্রব্যাদির দোকান আছে, থাকিবার স্থান নাই। তথা হইতে এক শুষ্ক নদী পার হইয়া ৫ হট্টি আছে, তাহাকেও জেজো বলে। ঐ স্থানে রামপুরার রাজার এক কেল্লা পর্ব্বত উপরে আছে। হুশিয়ারপুর হইতে জেজো পর্য্যন্ত বালুকাময়,—পথ নাই, জলকষ্ট, অতিশয় কণ্টক, বিশেষতঃ রামপুরা হইতে জেজো পর্য্যন্ত পাঁচ ক্রোশের মধ্যে জল বিন্দু নাই। জেজোর নিকট পাহাড়ের নীচে দুই কূয়া আছে। নদী পার জেজোতে স্থিতি।

২৫ চৈত্র, রবিবার, প্রতিপদ

জেজো হইতে উতরাই করিয়া ৬ ক্রোশ যাইয়া এক কূয়া ও

বৃক্ষাদি আছে। তথা হইতে পাহাড় চড়াই করিয়া ৩ ক্রোশ পরে এক পুষ্করিণী। পরে ৩ ক্রোশ সন্তোক গড়, সোয়াদ নদীর তীরে।

সন্তোকগড়

বাজার দোকান ইত্যাদি ও লোকের বসতি আছে। সন্তোকগড়ে রাজবাটী আছে। তথা হইতে দক্ষিণমুখে সিমুল্যা সেপাটু পাহাড়ের রাস্তা, পূর্ব্বমুখে নয়না দেবী যাইবার পথ। তথা হইতে ৩ ক্রোশ যাইয়া সতলজ নদী। ঐ নদী নৌকায় পার হইয়া ১ ক্রোশ পরে বরপুর গ্রামে ৭ হট্টি আছে। ঐ সকল হট্টিতে ভাল থাকিবার স্থান নাই। সরকারি তহশীল ও চৌকি জন্ত এক ঘর তৈয়ার হইয়াছে, ঐ ঘরে স্থিতি।

২৬ চৈত্র, সোমবার, দ্বিতীয়া

বরমপুর হইতে নন্দপুর যাইয়া নয়নাদেবী গেলে ৭ ক্রোশ, পথের ফের আছে। কিন্তু পথ অতি উত্তম। ১া০ ক্রোশ পর্য্যন্ত সহরের ন্যায় বসতি, সকলই পোক্তা ঘর। এতদ্দেশে নন্দপুর সহর। যাহার যে দ্রব্য প্রয়োজন হয় ঐ সহর হইতে আনিতে হয়। সহর সতলজ নদীর তীরে, স্থান জল স্থল উত্তম।

বরমপুর হইতে ৩ ক্রোশ খুব গ্রাম। তথায় শিবদোয়ালা আছে। তাহার পর পর্ব্বতের বিকট পথ, ঝাপান সওয়ার সমেত কোন ক্রমে চড়িতে পারে না, পদব্রজে অতি কষ্টে পর্ব্বতে উঠিতে হয়। ॥০ ক্রোশ এইরূপ অড়বড় পথ কাটাইলে পরে পর্ব্বতীয় পথ। পথ কোথাও চড়াই কোথাও উতরাই—এই মত ৪ ক্রোশ পথ গেলে কোট নামে এক গ্রাম। ঐ স্থানে পর্ব্বত উপরে কলার রাজার

কোটগ্রাম

এক কেল্লা আছে। রাজার বাটী বিলাসপুরে। কেল্লাতে রক্ষকগণ আছে। রাজার তোষা-

থানা আছে, নিম্নে অশ্বারোহী পদাতিকগণ আছে, বাজার দোকান আছে, আটা দাল পাওয়া যায়। বাজার মধ্যে থাকিবার স্থান নাই। কূয়ার জল ভাল নহে। বাজারের উপর এক দেবালয় আছে। ঐ দেবালয়ে ভাল স্থান আছে। পর্ব্বত উপরে কেল্লার নিকট এক ঝরণাতে বাউড়ি আছে, জল অতি উত্তম। চড়াই ॥০ মাইল নীচে যে বাউড়ি আছে, উতরাই ॥০ ক্রোশ। ঐ দেবালয় ৺লক্ষ্মীনারায়ণের বাটীতে। স্নান আহারাদি করিয়া ৩ ক্রোশ খাড়া চড়াই নয়না দেবী। এই তিন ক্রোশ মধ্যে জলবিন্দু নাই। ॥ ক্রোশ চড়াই করিলে মধ্যে এক পিয়াবূ অর্থাৎ জলসত্র আছে। ১ ক্রোশ অন্তরে এক ঝরণা আছে। তথা হইতে জল আনিয়া জলসত্র দিতেছে। নবরাত্রের মেলাতে অনেক মনুষ্য একত্র হয়, এজন্ত এক পাকা কুপ করিয়া তাহাতে জলপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। ঐ স্থান হইতে ১॥ ক্রোশ চড়াই পাণ্ডাদিগের বাটী। ২০ ঘর পাণ্ডা (ও) ১০ হট্টি আছে। তথায় জল নাই, ॥০ ক্রোশ নীচে নামিলে দুই গাঁথা পুষ্করিণী আছে, ঐ পুষ্করিণী বর্ষার জলে পরিপূর্ণ থাকে। ঐ জলে শৌচ প্রস্রাব স্নান পান ভোজন ইত্যাদি সকল কর্ম্ম সারিতে হয়। জল তুলিবার বেতন প্রতি কলস দুই পয়সা। যাত্রীর নিকট অধিক গ্রহণ করা হয়।

পাণ্ডাদিগের ঘর হইতে ॥০ ক্রোশ পর্ব্বত উপরে নয়না দেবীর মন্দির, ৪০৬ ধাপ সিড়ি উঠিতে হয়। ইতিমধ্যে ব্রহ্মচারীর স্থান এবং ধর্ম্মশালা আছে। চড়াই করিয়া প্রথম দেবীর পদচিহ্ন দুই ব্যাঘ্র মুর্ত্তি দর্শন হয়। পরে শিরোভাগে দেবীর ভবন। ভবন মধ্যে অন্ত অন্ত দেবালয় স্থাপিত আছে। শিব, কালী, লক্ষ্মীনারায়ণ এবং বটুক ভৈরবের

নয়নাদেবী

মূর্ত্তি প্রকাশ আছে। নয়না দেবীর অষ্টভুজা এক মূর্ত্তি আসোয়ার প্রকাশিত আছে। দেবীর মন্দির পশ্চিমদ্বারী, সম্মুখে ব্যাঘ্র মূর্ত্তি নির্ম্মিত আছে। মহাদেবীর নয়নপীঠ গোলাকৃতি প্রস্তর। ঐ ভবনের অর্দ্ধ ক্রোশ নীচে এক গুফার ন্যায় পর্ব্বত বিদীর্ণ হইয়া সুড়ঙ্গ আছে। তাহাতে বটুক-ভৈরব গুপ্ত আছেন। সুড়ঙ্গ পথে দেবীর পূর্ব্বের আদেশ মতে পাণ্ডাদিগের বাক্য দৃঢ় করিয়া সুড়ঙ্গ পথে পূজা ইত্যাদি ভৈরব-উদ্দেশে করিতে হয়।

এই স্থানে ভগবতীর নয়ন পতিত হয়, এজন্য নয়নপীঠ কহে। দেবীর নাম নয়না।

পূজার নিয়ম—পাণ্ডাদিগের এক এক দিন পালা আছে। যাহার যে দিবস বারি হইবে, দেবীর ভবনে পূজা ভেট যাহা হইবে বারিদার সকল পাইবে। দেবীর আলাহিদা ভাণ্ডার নাই। দেবীর পূজা ভোগ বারিদার জিম্মা। প্রতিদিন সেবাতে ৵০ খরচ, ইহার মধ্যে পেটেরাওরালা রাজার প্রতিদিবস ॥০ আট আনা ভোগের বরাদ্দ আছে—নন্দরাম পাণ্ডার প্রতি ভারার্পণ আছে। পর্ব্বত উপরে দেবীর ভবন, অতিশয় জলকষ্ট। তিন গাঁথা পুষ্করিণী আছে, জল শুখাইয়া গিয়াছে। বর্ষাতে জলপূর্ণ থাকে। এক্ষণে দেবীর স্নান পূজার জল ১॥০ ক্রোশ নীচে এক বাউড়ি আছে তথা হইতে প্রাতে এবং সন্ধ্যায় দুই বার দুই কলস জল আইসে। সন্ধ্যার সময় মহাদেবীর ভবনে পহুছিয়া দর্শনাদি করিয়া, দেবীর সম্মুখে বটবৃক্ষমূলে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরের নিকট বসিয়া সকলে আপন আপন ইষ্ট সাধনে, কেহ কেহ কথোপকথনে মগ্ন ছিল। এমত কালে ভূমিকম্প হইয়া অতিশয় দোল হয়, বৃক্ষ ভবন মন্দির কম্পবান। তাহার অর্দ্ধ দণ্ড পরে পুনর্ব্বার

কম্প হয়। শুনিলাম ঐ দিবস বেলা এক প্রহর সময়ে একবার কম্প হইয়াছিল, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। পথিমধ্যে পাহাড় চড়াই উতরাই করিতে ছিলাম। ভূমিকম্পান্তর মহাদেবীর স্নান অভিষেক আরতি দর্শন করিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করা হয়। ভবন মধ্যে পাণ্ডাদিগের কন্যাগণ বেষ্টিত থাকে। সকল পীঠ স্থানে যেরূপ কন্যাগণ অর্থ যাচ্ঞা করিয়া থাকে, এখানেও সেই মত দেবীরূপা হইয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। অধিকন্তু বালকগণ আছে। তথা হইতে রাত্রি ছয় দণ্ড গতে পাণ্ডার বাটীতে আসা হয়।

২৮ চৈত্র, মঙ্গলবার, তৃতীয়া, ত্র্যহস্পর্শ

প্রাতে অর্দ্ধক্রোশ নীচে যাইয়া, ঐ গাঁথা পুষ্করিণীর জলে প্রাতঃকৃত্য স্নান তর্পণ ইত্যাদি করিয়া, পরে মহাদেবী ও সুড়ঙ্গ দর্শন, পূজা, ব্রাহ্মণ সধবা কুমারী ভোজন করাইয়া পরে ৩ ক্রোশ উতরাই করিয়া, কোট গ্রামে কেল্লার নিকট ৺লক্ষ্মীনারায়ণের বাটীতে আসিয়া রাত্রিযোগে আহারাদি। উপর হইতে ঝরণার জল নীচে আসিয়াছে।

কোটগ্রাম

২৮ চৈত্র, বুধবার, পঞ্চমী

কোটের কেল্লার নিকট হইতে ৭ ক্রোশ বরমপুরে স্নান ভোজন করিয়া ১ ক্রোশ পরে বরমপুরের ব্যাসা নদীর ঘাট। এই নদী নৌকাতে পার হইয়া ৩ ক্রোশ আসিয়া সোয়াদ নদীর তীরে সন্তোকগড়, রাজা রামসিংহ জায়গিরদারের কেল্লা। কেল্লা মধ্যে বাটী আছে। রাজা গত (হইয়াছেন), তাঁহার দুই পুত্র আছে। বাজার ও গ্রাম রাজার অধিকার। অনেক প্রজা এবং দোকানদার আছে। দোকান অনেক আছে, থাকিবার স্থান

নাই। রাজা যে নূতন দোকান নির্ম্মাণ করিতেছেন, তাহাতে রাত্রে বাস। ঐ স্থানে ৫০ হট্টি এবং থানা আছে।

২৯ চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ষষ্ঠী, লীলাবতী (নীল) পূজা

সন্তোকগড় হইতে ১০ ক্রোশ জেজো, তথায় এক বৈরাগীর আখড়াতে স্নান-ভোজন করিয়া ৩ ক্রোশ জেদিআড়া গ্রাম। পরে ২ ক্রোশ মানপুর নগর। অনেক বসতি এবং দোকান আছে, থাকিবার স্থান নাই। গুরু নানকের ধর্ম্ম-শালা, সদাব্রত ও গদি আছে। ঐ বাটীর পার্শ্বে এক বাড়ী আছে, তাহাতে রাত্রে স্থিতি। রামপুরার পথ হইতে মানপুরের পথ সর্ব্বাংশে অতি উত্তম, স্থানে স্থানে গ্রাম ও জল আছে।

মানপুর

৩০ চৈত্র, শুক্রবার, সপ্তমী, বাসন্তীপূজা

মানপুর হইতে হুশিয়ারপুর ১০ ক্রোশ, পাকা রাস্তা। এই রাস্তাতে রোপড় গতায়াত হয়। হুশিয়ারপুর পর্য্যন্ত পাঁচ নদী পার হইতে হয়। এক্ষণে শুষ্ক আছে। ছাউনীর উত্তর দিয়া সহর প্রবেশের পথ। ছাউনীর দক্ষিণ ও পশ্চিম দুই দিকে নদী আছে। এথান হইতে ৩ ক্রোশ সহর। নদী পার হইয়া মাজিষ্টর সাহেবের কাছারি, ছাউনী, ডাকঘর, গির্জা (ও) সাহেবদিগের বাঙ্গালা। ঐ দিবস বাহাদুরপুরে গুরু নানকের মেলা।

হুশিয়ারপুর

সন ১২৬৩ সাল, ১লা বৈশাখ, শনিবার, অষ্টমী

হুশিয়ারপুরে থাকিয়া নগর-ভ্রমণ।

২ বৈশাখ, রবিবার, শ্রীরামনবমী

হুশিয়ারপুরে আহারাদি করিয়া ৭ ক্রোশ হরেণাগ্রাম। এ গ্রামে ভাল গুড় পাওয়া যায়। ঐ গ্রামের নিকট রাত্রে অবস্থিতি হয়।

৩ বৈশাখ, সোমবার, দশমী

হরেণা হইতে ৪ ক্রোশ রেহালা, তথায় চৌকী আছে। ঐ থানা হইতে ৭ ক্রোশ কাঙড়া গ্রাম। সরাই, থানা (ও) ডাকঘর আছে। এক পুষ্করিণী-তীরে ঐ গ্রামবাসী এক ব্রাহ্মণ সাধু হইয়া বার বৎসর দাঁড়াইয়া আছেন, পরমেশ্বরের সাধনা করিতেছেন। পূর্ব্বে দুই পদে ছিলেন, সম্প্রতি এক পদে দাঁড়াইয়া আছেন। আহার— এক পোয়া দুগ্ধ, কিছু বাতাসা এই মাত্র, আর কিছু আহার নাই। গ্রীষ্মে অগ্নিসেবা, শীতে ঐ পুষ্করিণীতে জলস্তম্ভ করেন। বয়ঃক্রম হদ্দ ৩০ বৎসর, শরীর উত্তম আছে। দেখিতে শ্রীমান্, নখ-চুল আছে। সর্ব্বদা দ্বার রুদ্ধ থাকে। প্রত্যাগমনে দর্শন পাইয়াছি— দেবমূর্ত্তি, জপে মগ্ন।

কাঙড়া গ্রাম

ঐ পুষ্করিণীর উত্তর দিকে সাধু দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে এক বাগান এবং কুয়া আছে। তন্মধ্যে দিবাতে আহারাদি করা হয়। সন্ধ্যার পর গাড়ীর পড়াউতে থাকা।

৪ বৈশাখ, মঙ্গলবার, একাদশী

কাঙড়া হইতে পূর্ব্বরাত্র ১১ ঘণ্টার পর গমন করিয়া ১০ ক্রোশ কোনয়, যথায় কেল্লা আছে। তথা হইতে ২ ক্রোশ সতলেজ নদী, ১ ক্রোশ নদী প্রশস্ত। ঐ নদীতে নৌকার পুল পার

হই। চারিধারে পুল আছে, শেষধারে প্রধান পুল ৪৮ খানা নৌকা আছে, পার হইয়া ঘাটীয়ালের দান লইবার স্থান। তথা হইতে ৩ ক্রোশ লুধিয়ানার কেল্লা, পরে সহর। লুধিয়ানাতে জজ, মাজিষ্টর (ও) কালেক্টরী কাছারি আছে। পড়াউ নিকটে মাজিষ্টরের যে নূতন কাছারি ঘর হইতেছে, ইহার সম্মুখে অনেক অশ্বথগাছ এবং কূয়া আছে। তথায় দিবায় বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যায় পড়াউতে স্থিতি।

লুধিয়ানা

৫ বৈশাখ, বুধবার, দ্বাদশী

লুধিয়ানার পড়াউ হইতে পূর্ব্বরাত্রে দশঘণ্টার সময় গমন করিয়া ১০ ক্রোশে এক পড়াউ, পরে ৫ ক্রোশে লস্করের সরাই। এ সরাই হইতে ॥০ ক্রোশ আসিয়া বিস্তাপুর নামে এক গ্রাম। ঐ গ্রাম মধ্যে গ্রামস্থ সকলে এক অশ্বথ বৃক্ষের মূল উত্তমরূপে বাঁধাইয়া তাহাতে দুই পার্শ্বে দুই ঘর করিয়া রাখিয়াছে। এক পুষ্করিণী এবং কূয়া আছে। পুষ্করিণীর দুইদিকে পাকা গাঁথা। পূর্ব্বে ভাল জল ছিল, এক্ষণে ভরাট হইয়াছে। নীচে এক বটবৃক্ষ আছে এবং অন্য অন্য দিকে নিম্ব, বট, অশ্বথ বৃক্ষাদি আছে, পথিকদিগের শীতল হইবার উত্তম স্থান। গ্রাম মধ্যে দোকান আছে, চাউল দাল আটা ঘৃত ইত্যাদি পাওয়া যায়। ঐ স্থানে আহারাদি করিয়া বিশ্রাম।

বিদড়া বা বিস্তাপুর

৬ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ত্রয়োদশী

বিদড়া অর্থাৎ বিস্তাপুর হইতে পূর্ব্বরাত্রে ১০ ঘণ্টার সময় গমন করিয়া ৬ ক্রোশ আসিয়া রাত্র প্রভাত হয়। খুল্যের

সরাই—পড়াউ (ও) থানা আছে। পরে ৮ ক্রোশ বাজার, সরাই, পড়াউ, থানা ইত্যাদি আছে। তাহার পর নিকটে বাড়া গ্রাম। ঐ গ্রামে আহারাদি করিয়া বৃক্ষমূলে বিশ্রাম।

৭ বৈশাখ, শুক্রবার, চতুর্দ্দশী

পূর্ব্বরাত্রে সন্ধ্যার সময় বাড়াগ্রাম হইতে গমন করিয়া ৮ ক্রোশ ওগানার পড়াউ, সরাই ও থানা আছে। পরে ৫ ক্রোশ আসিয়া রাজপুরার সরাই। ঐ সরাইয়ের নিকট এক আম্রবাগান আছে। ঐ বাগে দিবাতে আহারাদি করিয়া বিশ্রাম।

৮ বৈশাখ, শনিবার, পূর্ণিমা

রাজপুরার আম্রবাগ হইতে পূর্ব্বরাত্রে সন্ধ্যার পর গমন করিয়া ৯ ক্রোশ আসিয়া মোগলের সরাই। পড়াউ, গুদাম (ও) থানা আছে। সরাই ভগ্ন হইয়াছে। পরে ৩ ক্রোশ আসিয়া এক নদী। ঐ নদী হইতে ২ ক্রোশ অম্বালাসহর, অনেক বসতি দোকান, সরাই এবং ডাক্তারখানা আছে। সহর হইতে ৩ ক্রোশ ছাউনী। দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত ছাউনীর সীমানা।

অম্বালা

ইতোমধ্যে লালকুর্ত্তির ও সদরবাজারে নানামত দ্রব্যাদির দোকান আছে। সদর বাজার উত্তরদিকে, বাঙ্গালিদিগের বাসা। অনেক বাঙ্গালি আছেন। কালীবাড়ীতে নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগের আশ্রয়-স্থান। সকল বাঙ্গালি বাবুতে ঐ কালীবাড়ী স্থাপিত করিয়াছেন। অনেক সৎব্যক্তি আছেন, দেশস্থ ব্যক্তিগণকে কিছু কিছু দিয়া থাকেন। তথা হইতে কশৌলির পাহাড় ত্রিশ ক্রোশ। অম্বালা সহর (ও) বাজার হইতে

৷৹ ক্রোশ আসিয়া মাঠে এক আম্রবাগান আছে, ঐ বাগান মধ্যে দিবাতে স্নান-ভোজন করিয়া বিশ্রাম।

৯ বৈশাখ, রবিবার, প্রতিপদ

অম্বালার আম্রবাগ হইতে পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাগতে গমন করিয়া ৭ ক্রোশ আসিয়া সাহাবাদের পড়াউ। সরাই, গুদাম (ও) থানা আছে। পরে তেওড়ার চৌকি (ও) বাঙ্গালা। পরে ৭ ক্রোশ আসিয়া পিপলির পড়াউ, সরাই। পড়াউ মধ্যে বৃক্ষাদি নাই। রাস্তার দক্ষিণদিকে নূতন দোকান হইতেছে। ঐ দোকান মধ্যে দিবাতে আহারাদি করিয়া বিশ্রাম।

পিপ্‌লি

১০ বৈশাখ, সোমবার, দ্বিতীয়া

পিপলি হইতে পূর্ব্বরাত্রে দুই প্রহর গতে গমন করিয়া ৫ ক্রোশ আসিয়া বটানার পড়াউ। গুদাম, থানা (ও) তহশীলদারের কাছারি আছে। তথা হইতে ৬ ক্রোশ কর্ণালের পড়াউ। সহরের উত্তর-পশ্চিমদিকে ছাউনী। পূর্ব্বে কর্ণালের ছাউনীতে অনেক গোরা থাকিত। গোরাবারিক আছে। ছাউনীতে লাইন ডোরী গোরার চৌকি ছিল। মালদেওয়ানি (ও) পুলিশ-কাছারি আছে। সহর মধ্যে অনেক আমীরলোকের বাস আছে। মুসলমান অধিক। উক্ত পড়াউ মধ্যে বাগান আছে। ঐ বাগে দিবাতে আহার (ও) বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যাগতে সহরের নিকট গাড়ীর পড়াউ, তাহাতে স্থিতি।

কর্ণাল

১১ বৈশাখ, মঙ্গলবার, তৃতীয়া

কর্ণাল হইতে পূর্ব্বরাত্রে দুই প্রহর গতে রওনা হইয়া ৬ ক্রোশ আসিয়া ঘরহদার সরাই। পরে ৬ ক্রোশ আসিয়া পাণিপথসহর। যে পড়াউ আছে, (তাহাতে) ছায়া নাই। সহরের নিকট মনসা-দেবীর এক মন্দির, বাটী, পুষ্করিণী (ও) বাগান আছে। ঐ মন্দিরে দিবাতে আহারাদি করিয়া সন্ধ্যার পর পড়াউতে স্থিতি।

পাণিপথ

১২ বৈশাখ, বুধবার, চতু

পাণিপথের পড়াউ হইতে পূর্ব্বরাত্রে দুইপ্রহর গতে রওনা হইয়া ৭ ক্রোশ আসিয়া সামহানের পড়াউ, গুদাম, থানা, (ও) সরাই আছে। পরে ২।৩ গ্রাম। ৫ ক্রোশ পরে রশৌলির পড়াউ, গুদাম, থানা (ও) সরাই আছে। ছায়া নাই, নিকটে গ্রাম। ঐ গ্রামে অশ্বত্থবৃক্ষ-তলে স্থিতি।

১৩ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, পঞ্চমী

রশৌলি গ্রাম হইতে পূর্ব্বরাত্রে ১০ ঘণ্টার পর রওনা হইয়া ৬ ক্রোশ আসিয়া রাই পড়াউ, গুদাম (ও) সরাই। তথা হইতে ৩ ক্রোশ পূলানি গ্রাম। ঐ গ্রামে নিম্ববৃক্ষের ছায়াতে আহারাদি করিয়া বিশ্রাম হয়। গ্রামে দোকান আছে।

১৪ বৈশাখ, শুক্রবার, ষষ্ঠী

পূলানি গ্রাম হইতে পূর্ব্বরাত্রে দশটার সময় রওনা হইয়া ৩ ক্রোশ পড়াউ, পরে ৬ ক্রোশ সব্জিমণ্ডী, ১ ক্রোশ তেলিআড়া, ২ ক্রোশ দিল্লীর কাবেলীদরজা—শহরের ধারে। বৃক্ষতলে আহারাদি

করিয়া রাত্রে গাড়ীর পড়াউতে থাকা হয়। ঐ স্থানকে হাতা কহে। চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবদ্ধ এক ফটক আছে। ঐ হাতাতে ৪ জন চৌকিদার (ও) একজন জমাদার রক্ষক থাকে। ঐ হাতার ভিতর এবং বাহিরে দোকান আছে।

১৫ বৈশাখ, শনিবার, সপ্তমী

গাড়ীর পড়াউ হাতা হইতে প্রাতে ঐ নহরের নিকট বট-বৃক্ষ-মূলে আসিয়া প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পড়াউ, পরে শৌচক্রিয়াদি করিয়া নহরের জলে স্নান। ঐ বৃক্ষ-মূলে আহারাদি করিয়া নগর-ভ্রমণ হয়। পরে বেলা চারিদণ্ড থাকিতে ঐ স্থান হইতে কাবেলী-দরজা হইয়া সহরে প্রবেশ করিয়া কাগজি-মহল্লা, যমুনার নহরের ধারে ধারে আসিয়া, মতিচাঁদ গুজরাটীর অফিসের নিকট হইয়া, পুরাণ ডাকঘরের নিকট খালাসী লাইন মেগাজিনের দক্ষিণ জগৎ বাবুর দরুণ একটি মাটীর একতালা বাটী, তাহাতে সন্ধ্যার সময় প্রবেশ।

ঐ বাটী হইতে যমুনা অতি নিকট, নিগমবোধের ঘাট। ঐ ঘাট ইষ্টকবদ্ধ আছে। কিন্তু এক্ষণে ঐ বাঁধা ঘাটের নিকট যমুনা স্রোত নাই। এক্ষণে ঐ ঘাট হইতে প্রায় এক পোয়া পথ উত্তরদিকে যমুনা স্রোত-স্বতী হইয়াছেন। বর্ষাকালে জলপূর্ণা হন। মধ্যে চড়ার উপর শ্মশানভূমি আছে। বর্ষাতে জলপূর্ণা হইলে শবদাহাদির অতিশয় ক্লেশ হয়, এজন্য ঐ স্থানে উচ্চস্থান করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর দিয়া শবদাহাদির স্থান করিয়াছে। ঐ ঘাটে শব-দাহের এক চমৎকার ব্যবস্থা আছে। কিঞ্চিৎ কাষ্ঠ ও ঘুঁটা

যমুনা

দিয়া শব চিতাতে সাজাইয়া অগ্নি দিয়া যায়, তাহাতে অস্থিপর্য্যন্ত সমস্ত ভস্মরাশি হয়, চিহ্নমাত্র থাকে না। কিন্তু ঐ যমুনার উত্তর পারে ঐ কাষ্ঠের দশগুণ দিয়া শবদাহ করিলেও এরূপ তাবৎ ভস্ম হয় না। ইহার এই মাহাত্ম্য আছে। নিগমবোধের ঘাট দক্ষিণ পার। ঘাটোয়াল ব্রাহ্মণগণ এক্ষণে চড়ামধ্যে ঘর বান্ধিয়া তথায় বসিয়া তিলক-চন্দন দেন।

দিল্লীর বিবরণ

সন ১২৬৩ সাল, ২৪ বৈশাখ, সোমবার, শুক্লপ্রতিপদ

ইন্দ্রপ্রস্থ (বা) দিল্লীতে নিগমবোধের ঘাটে স্নান-তর্পণ (ও) অযোধ্যাবাসী এক সাধুদর্শন।

দিল্লীসহর অণ্ডাকৃতি, সহর-পানায় ঘেরা। (ইহার) প্রকাশিত ১২ দ্বার (ও) গোপন ৫ দ্বার।

দিল্লীর বিভিন্ন দরজা

দ্বারের নাম দরজা, গোপন-দ্বারের নাম খিড়কি। উত্তরপশ্চিম কোণে কাশ্মীর দরজা, বামাবর্ত্তে মহরি দরজা, কাবেলী দরজা, লাহোর দরজা, ফরাশখানার খিড়কি, আজমীর দরজা, তোরকমান দরজা, দিল্লী দরজা, বাহাদুরআলি খাঁর খিড়কি, দরিয়াগঞ্জঘাট দরজা, রাজঘাট দরজা, জেরঝরকা খিড়কি, কলিকাতা দরজা, নিগমবোধ খিড়কি, নিগমবোধ দরজা, কেল্লার ঘাট দরজা, লাল দরজা (ও) খাজানা খিড়কি। এই সকল দ্বার হইয়া সকল লোক গতায়াত করে। সকল দ্বারের মধ্যে দিল্লী, আজমীরী, লাহোরী, কাবেলী, কাশ্মীরী, (ও) কলিকাতা দরজা প্রধান। ইহাতে অস্ত্রধারী দ্বারপালগণ ও পদাতিক সৈন্য আছে। দ্বারের নিয়ম দুই পথ, আগম নিগম ভিন্ন ভিন্ন। কাশ্মীরী দ্বারে পদাতিকগণের স্থান, লাহোর দরজাতে থানা ও ৩৩ বাজার।

যমুনা হইতে খোদিত এবং পর্ব্বত ভেদ করিয়া লাহোরী (ও) কাবেলী দ্বার হইয়া প্রবেশ করাইয়া বাহির (ও) ভিতর গড়ে সর্ব্বত্র জল চলাচল করে। মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে গোধুম ইত্যাদি

চূর্ণের ইষ্টক-প্রস্তর যন্ত্রাগার নির্ম্মিত আছে। নগরের শোভা অতি উত্তম। এক্ষণে পঞ্চক্রোশী সহর। ইহার স্থানে স্থানে নানা দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয়ের সওদাগর, সর্ব্বদেশের ব্যক্তিগণ এবং নর্ত্তকীগণের আবাস। বেশ্যাগণ এবং নানাবর্ণের রাজ-পুরুষদিগের বাসস্থান আছে। হীরা, জহরত, মোতি, চুণি, পান্না, জরি, তিল্লা, কালাবর্ত্ত, অর্থাৎ সোণারূপার তারের খচিত বস্ত্রাদি বহুতর আছে। লাহোর দ্বার হইতে দিল্লীশ্বরের বাসস্থান ভিতর কেল্লা পর্য্যন্ত সুমার্গ, বিলক্ষণ প্রশস্ত। মধ্যস্থল হইয়া যমুনালহর খেলিতেছে। মধ্যে মধ্যে সেতুবন্ধ আছে, তদ্দ্বারা গমনাগমন হয়। স্থানে স্থানে মধ্যস্থলে এমন স্থান আছে, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়িগণ, যাহাদের স্বল্প আয় দ্বারা দিন-পাত করিয়া অমাত্যগণসহ উদর পরিপোষণ করে, তাহাদের দোকান পথিমধ্যে। পথিকদিগের গতির অবধি নাই—এক শ্রেণী আছে। প্রধান মার্গের দুই পার্শ্বে নগর শোভনের নানা-প্রকার দ্রব্য দ্বারা প্রত্যেক দোকান শোভিত করিয়াছে। স্থানে স্থানে কাষ্ঠস্তম্ভে কাচ-নির্ম্মিত দীপাধার আছে। নিশাযোগে দীপদ্বারা নগরের মার্গ উজ্জ্বল হয়। মধ্যস্থলে জুম্মা মসজিদ নামে এক ভজন-স্থান। তাহাতে অপরাহ্ণে বহু মোল্লা মৌলবী মুন্সী সাঞ্জি ফকির ইত্যাদি ব্যক্তিগণ একত্র হইয়া ভজন-সাধন করে। ঐ স্থানে চকের ন্যায় উত্তম উত্তম দ্রব্য সকল বিক্রয় হয়।

· দিল্লীশ্বরের নূতন্ কেল্লা অর্থাৎ যাহার মধ্যে অন্তঃপুর এবং দ্বার স্থান ইত্যাদি এক্ষণে নিজ অধিকার স্থান, ঐ কেল্লার তিন দ্বার। দিল্লী দ্বারের নিকট উত্তর-পশ্চিম দিকে লালদীঘি নামে পুষ্করিণী

প্রস্তর-মণ্ডিত, যমুনার জলে পরিপূর্ণ থাকে, সময় সময় পরিবর্ত্তন করিয়া রাখে। মৎস্যাদি আছে, জল দশ হাত থাকে। রাজধানীর ব্যক্তিগণ সুসভ্য, সুবেশ, সু-আবাস, সুভাষ, সচ্চরিত্র (ও) স্বধর্ম্মে সুপবিত্র। হিন্দুদিগের যমুনায় আবাল-বৃদ্ধ-যুবার প্রাতঃস্নান পূজা ধ্যান, যথাশক্তি দীনে দান, তৎপরে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া রাজধানীর নিয়মানুসারে অর্থকরী বাক্যে (ও) শ্রমে উপার্জ্জন করিয়া, অপরাহ্ণে সায়ংকালের পূর্ব্বে ব্যক্তি বিশেষে হিন্দু-মুসলমান সর্ব্বজাতি কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ উষ্ট্রে, কেহ বিমানে, কেহ রথে, কেহ মনুষ্যযানে, কেহ গোযানে, কেহ অজযানে, কেহ বা মৃগযানে—এইরূপ নানাবিধ যানে, এতদ্ভিন্ন চেরেট, বগী, পেলস্কিন, সেজ-গাড়ী, রথ, মেছনি বয়নি, পালকী, তানজাম, বোচা, মহাপা, ডোলি ইত্যাদিতে ভদ্রগণ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া নর্ত্তকী ও বেশ্যাগণ আপন আপন নায়ক-দিগের সমভ্যারে সুবেশা হইয়া ভ্রমণ করিয়া মনাহ্লাদে থাকে। অতি দুঃখী ব্যক্তিগণ পদব্রজে উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া সুগন্ধি পুষ্পমাল্য, কি অন্য গন্ধদ্রব্য আতর প্রভৃতি মন প্রফুল্লিত করে।

লালদীঘি

দিল্লীর নাগরিক

দিল্লীশ্বরের অন্তঃপুর যে বৃহ মধ্যে আছে, ঐ বৃহের তিন দ্বার। লাহোর দ্বার পশ্চিমদিকে। এক কোম্পানী সিপাহী থাকে। দিল্লী-দ্বার দক্ষিণ দিকে। ঐ দ্বারে এক কোম্পানী সিপাহী থাকে। এই দ্বারপালগণ দিল্লীশ্বরের নিকট বেতন পায়। রাজ্যেশ্বরের নিয়োজিত আজ্ঞাবহ। রাজ্যেশ্বরের এই বৃহ মধ্যে উত্তম নগর, বহু দ্রব্যাদির দোকান ও সদাগরগণ আছে। পথ প্রশস্ত, পথের মধ্যস্থলে যমুনার নহর বহিতেছে। দুই পার্শ্বে দোকান (ও) বাজার।

পঞ্চক্রোশীতে যেমত সহর, দ্বিতীয় ব্যূহ মধ্যে ঐরূপ সকল সহরের শোভা আছে। আমীরদিগের এবং রাজপুরুষদিগের বাসস্থান আছে। তৃতীয় ব্যূহ মধ্যে অন্তঃপুর। এই ব্যূহ মধ্যে যাহা কিছু হউক, তাহার বিচার ও দণ্ড ইত্যাদি দিল্লীশ্বরের ক্ষমতা, ইহাতে রাজ্যেশ্বর হস্তক্ষেপ করেন না।

নিগমবোধ-ঘাটের পূর্ব্বদিকে পাণ্ডব-ছত্রি আছে, প্রস্তর-নির্ম্মিত। ঐ ছত্রির দক্ষিণে পুরাতন কেল্লা, পরে যমুনাতে নৌকার সতু।

দিল্লী সহরের সহর-পানার বাহিরে অধিকারস্থ রাজাদিগের কেল্লা ছিল, এক্ষণে ভগ্ন হইয়াছে। রাজগণ যৎকালে দিল্লীশ্বরের নিকট আসিতেন, তখন আপন আপন কেল্লাতে অবস্থিতি করিতেন।

কলিকাতা দরজা পূর্ব্বে ছিল না, সংপ্রতি ... বৎসর হইল ... ... গবর্ণর জেনারল সাহেবের আজ্ঞানুসারে দ্বার প্রকাশ হইয়াছে। এই দ্বারের দুই পার্শ্বে রাস্তায় আলোর জন্য লণ্ঠন আছে। নৌকার যে পুল আছে, তাহার উপর পর্য্যন্ত লণ্ঠন আছে।

কাশ্মীর-দরজার সম্মুখে ২ মাইল পরে ছাউনী। তথায় কোম্পানী বাহাদুরের সৈন্যাধ্যক্ষ এবং সৈন্যগণের ও সৈন্য-সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণের আবাস। সদর বাজার, লালকুর্ত্তির বাজার ইত্যাদি সকল বাজার আছে। সহরের ধারে কোম্পানীর বাগান, প্যারেডের ভাল ফরদা মাঠ আছে, কূপার জল উত্তম।

দিল্লী রাজধানীর মালদেওয়ানি, পুলিশ, পরমিট, পঞ্চযয়া, আবগারি, নিমকি, ইঞ্জিনিয়ার, পোষ্ট, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি রাজকার্য্যের

দপ্তর, কালেজ, মেগাজিন, বক্সী দপ্তর (ও) গির্জ্জাঘর সকলই সহর মধ্যে অবস্থিত। যে কলেজ আছে, ইহাতে ইংরাজি, পারসী, আরবী, উর্দ্দু (ও) দেবনাগর—এই সকল বিদ্যাভ্যাস হইতেছে। ৫৫০ জন বালক বিদ্যার্থী আছে।

কেল্লার উত্তরদিকে ও পূর্ব্বদিকে যমুনা বিরাজমান।

দিল্লীশ্বরের অদ্যাবধি এই নিয়ম আছে যে, জাতিতে ম্লেচ্ছ কিন্তু সেরূপ অভক্ষ্য-ভক্ষণ, কি স্বজাতিগণ সহ ভোজন কিছু হয় না। (তিনি) শুদ্ধাচারে থাকেন, পবিত্র দ্রব্যাদি ভোজন (করেন), গঙ্গাজলে পাকাদি হয়।

দিল্লীসহরে স্থানে স্থানে অনেক বাজার আছে। সকল বাজারের নাম স্মরণ হয় না। যে নাম দিল্লীবাসী ব্যক্তিগণ কহে, সেই নাম যাহা সংগ্রহ হইল, সেই ৩৩ বাজার এই—

মনসুরকা চক, বদনপুরা, কাঞ্চনীগলি, সামলমলকী দেউড়ি, পঞ্জাবী কটরা, হাপশখাঁকা ফটক, খাড়ি বাউড়ি, লালকুয়া, চাউড়ি, জুম্মা মস্জিদ, সীতারামকী বাজার, মলুকাকী গলি, আমনিকা মহল্লা, দরিয়া বাজার, গুলিয়াখুনি দরজা, উর্দ্দু বাজার, চাঁদনী চক, ফতেপুরি, জহরি বাজার, খাস বাজার, খানবকা বাজার, পালাবাজার, কোড়িয়া পুল, ভিনত্রপলি (?), আনারকী গলি, খজুরকী মসজেদ, কালে মস্জিদ, চিতলি কবর, দরিয়া গঞ্জ, কাজিকা হৌজ, নয়াবাজার ও ছোট দরিবা এই ৩৩ বাজার। ইহা ভিন্ন গলিতে গলিতে বাজার আছে। নিগমবোধের খিড়কি হইতে দক্ষিণ মুখে অনেক দেব-দেবীর স্থান। মাধবদাসের বাগিচাতে স্থানে স্থানে উত্তম দেবালয় আছে, পুরাণপাঠ, গান-বাদ্য (ও) ভজন সর্ব্বদা হইতেছে।

দিল্লীর তেত্রিশ বাজার

দিল্লীশ্বরের অন্তঃপুরে সপ্তব্যূহ দ্বার ভেদ করিলে প্রবেশ হওয়া যায়। প্রথম ব্যূহ মধ্যে প্রবল সহর ১৮ দ্বার, দ্বিতীয় ব্যূহ মধ্যে তদ্রূপ সহরের দোকান দ্রব্যাদি, তৃতীয় দ্বার চতুর্থ ব্যূহ মধ্যে এক রাজসিংহাসন অর্থাৎ পূর্ব্বকালের বাদসাহী তক্ত, প্রস্তর-নির্ম্মিত (ও) সিংহাসনাকৃতি। ইহাতে প্রস্তরের নানাবর্ণের বৃক্ষলতা ফলপুষ্প পক্ষ্যাদি খোদিত (এবং) স্বর্ণের চিত্র-বিচিত্র ছিল। সম্মুখে যে শ্বেত-প্রস্তরের চৌকী আছে, তাহাতে বহু মূল্যের প্রস্তরের লতা পাতা পুষ্পাদি ছিল, সকল খুলিয়া লুঠ করিয়া লইয়াছে।

দেওয়ান-আমে ২২ থামে ২২ সুবা দাঁড়াইতেন। ঐ স্থানে বাদসাহ পূর্ব্বে বসিতেন। সম্মুখে পুষ্পোদ্যান আছে। চতুর্থ ব্যূহতে মহাতাব্ বাগ, নানামত বৃক্ষ আছে, আরামের আবাস আছে। তৎপরে আঁধি-য়ারি বাগ, অতি সুরম্য বন। নানাজাতি মেওয়া এবং ওষধি-পুষ্পাদির বৃক্ষলতায় সুশোভিত। বাগমধ্যে যমুনার নহর বেষ্টিত আছে, মধ্যে মধ্যে জলস্তম্ভ অর্থাৎ ফোয়ারা, নহরের দুই পার্শ্বে স্থানে স্থানে নহরী চৌবাচ্চা, তাহাতে পঙ্কজের শোভা।

দেওয়ান-ই-খাস

শ্রাবণ-ভাদ্র নামে এক স্থান সরাখানা অর্থাৎ ঐ ঘর মধ্যে হৌজ আছে, তাহাতে শতধারা সহস্রধারা ফোয়ারা বসাইত, তাহাতে জল ছাড়িলে শ্রাবণ-ভাদ্রের ন্যায় বৃষ্টি হইত। এক স্থানে পুষ্করিণীর উপর ঘর আছে, যেমত জলটুঙ্গি ঘর সেই মত। মধ্যস্থলে ঘর, পূর্ব্বদিকে প্রস্তরের সেতুবন্ধ আছে, নিম্নে জল গতায়াতের পথ (ও) নৌকা-কেলি যন্ত্র লৌহময় এক তরি ছিল। এ উদ্যান অতি নিবিড় বন, ইহাতে চন্দ্র-সূর্য্য দেখা যাইত না। অতি সুশীতল অরণ্য মনোহর স্থান, রাজহংস ইত্যাদি জলচর পক্ষিগণের কেলি

জন্য কমলবন ছিল। পঞ্চম (বুৃহতে) মোতি-মস্‌জিদ নামে মস্‌জিদ, শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত। ঐ স্থানে বাদসাহ ভজনাদি করেন। ভজনাগার বহুমূল্য প্রস্তর-খচিত ছিল, এখন কেবল শ্বেতপ্রস্তর আছে।

মোতি-মস্‌জিদ

ষষ্ঠ বুৃহতে যমুনার পশ্চিমদিকে এক উত্তম ভবন, তন্মধ্যে বাদসার তক্ত আছে। ঐ তক্তের নীচে হইয়া যমুনা-নহর চলিতেছে। যখন দিল্লীশ্বর রাজকার্য্যে বসেন, তখন ঐ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ঘরের যে কি শোভা তাহা কি বলিব! দীর্ঘে প্রস্থে বৃহৎ ঘর, কিন্তু তাহাতে কড়ি বরগা নাই—প্রস্তরের চাদর খিলান, তাহাতে নানা রঙ্গের প্রস্তর খচিত হইয়া তাহার মধ্যস্থলের ... ...তে রঙ্গের দ্বারায় চিত্র বিচিত্র করিয়া শোভান্বিত করিয়াছে। ঐ ঘরের পূর্ব্বদিকে যে দ্বার আছে, তাহার দক্ষিণ দিকের দ্বারে শ্বেত প্রস্তরের এক চৌকী আছে। তাহার উত্তরের দ্বারে এক স্ফটিকাসন চৌকী আছে। অন্যান্য দ্বারে অন্য প্রকারের আসন আছে। ঐ চৌকীতে বসিয়া যমুনা দর্শনাদি (হয়) এবং বাতাসে মনের প্রফুল্লতা জন্মে। উক্ত ঘরের মধ্যস্থলে শ্বেত প্রস্তরের রাজসিংহাসন। উর্দ্ধে এক হাত বেদী, তাহার উপর এক সিংহাসন আছে, নানা রত্নে খচিত। ঐ তক্ত ঘরের মধ্যে বন্ধ থাকে। যৎকালে বাদসাহ বারে বসেন, তাহার পূর্ব্বে ঐ সিংহাসন সুসজ্জিত করিয়া বাহির করিত। ঐ ঘরের চতুষ্পার্শ্বে এবং তক্তের চতুষ্পার্শ্বে মছলন্দর বিছানা হইয়া রাজপুরুষগণ আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন এবং রাজগণ নজর ধরিতেন। ঐ ভবনের চতুষ্পার্শ্বে সর্দ্দারদিগের দপ্তর, দ্বারে রক্ষক-খোজা সকল আছে। ঐ স্থানের

দেওয়ান-ই-খাস

নাম দেওয়ান-খাস। বাইশ সুবা যৎকালে তলবে আসিতেন, সকলে এক এক দ্বারে দাঁড়াইতেন। বারদ্বারী নাম। চতুর্দ্দিকে বার দ্বার আছে, প্রতি দিকে বার বার দ্বার।

সপ্তম ব্যূহ ঐ বাটীর দক্ষিণ। অন্তঃপুর সাত খণ্ড, তাহার মধ্যে এক এক খণ্ডে অনেক অনেক খণ্ড আছে। দরবার-ঘরের নিজ দক্ষিণে উজিরের দরবার। তৎপরে খোজাদিগের চৌকী, তাহার পর বাদসাহের বৈঠক। তিনি ঐ স্থানে সর্ব্বদা থাকেন, প্রতি দিবসের দরবার ঐ অন্দর মধ্যে হয়।

বাদসাহী অন্তঃপুর

তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে বাদসাজাদাদিগের মহল্লা। এমত অনেক মহল্লা আছে। বাদসাহের বেগম দুই শত। সকলে বিবাহিতা নহে, কুড়ি জন বিবাহিতা। বাদসার বয়ঃক্রম ৮০ বৎসরের অধিক হইয়াছে। সর্ব্বদা বাহিরে আইসেন না। অন্তঃপুর মধ্যে এক মস্‌জিদ আছে, তাহাতে স্ত্রীলোক সকল ভজনা করে।

দিল্লীশ্বরের মধ্যমপুত্র মির্জ্জা কালে গান-বাদ্যে অতি সুপণ্ডিত, তাঁহার মত গুণী এক্ষণে দিল্লী সহরে প্রায় কেহ নাই। সর্ব্বদা ফকিরিভাবে থাকা হয়, গান-বাদ্য লইয়া সর্ব্বদা আমোদ-প্রমোদ করেন, সকল তীর্থ এবং সর্ব্বত্র গমনাগমন হয়, দেখিতে অতি সুপুরুষ, ঘোটক-কুক্কুরের প্রতি অতিশয় আসক্তি।

দিল্লীশ্বরের ঘুড়ি এবং শিকার-খেলাতে অতিশয় প্রীতি, সর্ব্বদা খেলা হয়।

লাল পরদা নামে যে অন্তঃপুর আছে, তাহার মধ্যে পুরুষ কি খোজা কাহারও গমনের অনুমতি নাই। পঞ্চম বৎসরের বালকের লাল পরদার ভিতর গমনের ক্ষমতা নাই। অন্তঃপুর মধ্যে

বাদশার বৈঠক্ পর্য্যন্ত খোজার পাহারা। লাল পরদা অবধি দ্বাররক্ষক, কাহারী, চোবদারী, বাজাদারী ইত্যাদি সকলই স্ত্রীগণ। ঐ অন্তঃপুর মধ্যে সহর বাজার আছে। তদ্রূপ সকল বাজারে হীরা মোতি ইত্যাদি করিয়া তাবৎ দ্রব্যাদি স্ত্রীলোকে দোকান করে, বেগমেরা খরিদ করেন। এইরূপ লাল পরদার মধ্যে বাদসার অদ্যাবধি নিয়ম আছে।

অাঁধিয়ারি বাগে কাঁঠাল (৩) আনারসের গাছ আছে, ফল বাজারে বিক্রয় হয়। এক গাছ আছে, তাহার ফল খাইলে পীড়া আরাম হয়।

কৌড়িয়া-পুলের নিকট বেগমবাগ নামে এক বাগান আছে। অতি সুরম্য সুশীতল স্থান, ফলফুলের বৃক্ষাদি আছে। যমুনা-সহর বাগের ভিতর হইয়া আসিতেছে এবং দুই তিন বড় বড় কুয়া আছে, তাহার জল সুমিষ্ট।

পঞ্জাবী কটরাতে সওদাগরদিগের বাস। ইহারা পঞ্জাব-দেশীয় ব্যক্তি, বহুকাল দিল্লী সহরে আছে, সকলে বাণিজ্যকার্য্য করিয়া ধনাঢ্য হইয়াছে।

এ সহরে কালাবর্ত্তু তিল্লার কাজ উত্তম হয়। দরিয়া এবং চাঁদনী চকে অনেক দোকান আছে। প্রায় সকল বাজারেই গোটা জরি, পাল্লা, কালাবর্ত্তু ও টুপির দোকান আছে। এক ভরি কালা-বর্ত্তুর উত্তম ফুল ইত্যাদি বেলওয়ার করিতে এক টাকা মজুরি। কোর্ত্তা, আঙ্গিয়া, লেঙ্গা, দোপাট্টা উত্তম উত্তম ও বহু মূল্যের হয়।

আচার সকল দ্রব্যাদির হয়। আকন্দ পাতার গোটা থাকে, তাহার আচার সুখাদ্য হয়। কুমড়ার লম্বা মেঠাই উত্তম তৈয়ার হয়, টাকায় ১৷৷০ সের বিক্রয় হয়।

কুঠিওয়ালদিগের কুঠী রাস্তার ধারে নাই, কটরা মধ্যে থাকে। আস্রফি কটরাতে অনেক কুঠীওয়ালা আছে, আর দুই তিন কটরাতেও আছে।

১৬ বৈশাখ, রবিবার, অষ্টমী

ইন্দ্রপ্রস্থ অর্থাৎ দিল্লীর যমুনাতে নিগমবোধের ঘাটে স্নান-তর্পণ পূজা ইত্যাদি ইষ্ট-সাধন, দেবদেবী দর্শন করিয়া আহারান্তে বৈকালে সহর-ভ্রমণ।

১৭ বৈশাখ, সোমবার, নবমী

দিল্লীতে ঐ, অধিকন্ত ক্ষৌর-কার্য্য।

১৮ বৈশাখ, মঙ্গলবার, দশমী

যমুনায় স্নান-তর্পণ, কালী বাটীতে দর্শন, বৈকালে সহর-ভ্রমণ। সোমড়া নিবাসী বাবু শিবনারায়ণ রায়, জাতিতে বৈদ্য, তাঁহার সহিত আলাপ হইল। অতি উত্তম ব্যক্তি, পরমিটের সেরেস্তাদার। তিনি বড় মানুষ, (তাঁহার) দরজাতে মুহুরি, স্বয়ং বাটী তৈয়ার করিয়া আছেন। উত্তম বাড়ী, যেমন ব্যক্তি তেমন বাটী।

১৯ বৈশাখ, বুধবার, দশমী

নিগমবোধের ঘাটে স্নান-তর্পণ, আহারান্তে অপরাহ্ণে নগর-ভ্রমণ।

২০ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, একাদশী, ত্র্যহস্পর্শ

যমুনাতে স্নান-তর্পণ (ও) একাদশীব্রত (পালন)।

২১ বৈশাখ, শুক্রবার, ত্রয়োদশী

ইন্দ্রপ্রস্থে নিগমবোধের ঘাটে স্নান-তর্পণ, নীলছত্রি দর্শন এবং অপরাহ্ণে নগর-ভ্রমণ।

২২ বৈশাখ, শনিবার, চতুর্দ্দশী

নিগমবোধের ঘাটে স্নান-তর্পণ করিয়া কালকাদেবী, যোগমায়া (৬) কুতব সহর দেখিতে গমন হয়।

খালাসী লাইন হইতে দিল্লীদরজা গেট ২ ক্রোশ, পরে পুরাণ-দিল্লী, পুরাণ কেল্লা এবং রাজাদিগের আপন আপন কৃত পুরাণ কেল্লা সকল, প্রায় ২ ক্রোশ পথ। পরে ১ ক্রোশ আরবের সরাই। পূর্ব্বে আরবদেশীয় সওদাগর সকল যখন আসিত, ঐ সরাইয়ে থাকিয়া বাণিজ্য করিত। এক্ষণে ঐ সরাই মধ্য দিয়া পথ হইয়াছে। দুই পার্শ্বে খাদ্যদ্রব্যাদির দোকান হইয়াছে। ঐ সরাইয়ের গেটের পাশে এক গেট আছে, তাহা হইয়া ভুলভুলড়ি মসজিদ। ঐ মসজিদ বহুকালের, অতি উত্তম নির্ম্মিত। উহাতে বহুমূল্য প্রস্তর ছিল, তাহা ইংরাজ বাহাদুর উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন। এমন উত্তম নির্ম্মাণ যে, এ পর্য্যন্ত মেরামত হয় নাই, তথাচ নূতন নির্ম্মাণের ন্যায়। যে সকল দ্বার আছে সকল দ্বার এক আকৃতি। ... দ্বার আছে। আগম-নিগম এক দ্বার দিয়া হয় না। যত চিহ্ন দিয়া ভিতরে প্রবিষ্ট হও, বাহির হইবার সময় অন্য দ্বার হইয়া বাহির হইতে হয়। স্থান অতি উত্তম, সুশীতল ছায়া এবং ভাল ভাল পুষ্পোদ্যান আছে। শ্রান্তিযুক্ত ব্যক্তির শ্রান্তি দূর হইয়া মনের প্রফুল্লতা হয়। তথা হইতে ২॥০ ক্রোশ পরে

ভুলভুলড়ি মসজিদ

বাহাপুর নামে গ্রাম, পর্ব্বতের উপর। তথা হইতে কালকাদেবীর মন্দির। দিল্লীশ্বরের উকিল পাটনমল ঐ পূর্ব্বদ্বারী মন্দির তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন। বেদীর উপর গোলাকৃতি প্রস্তর আছে। দেবীর

কালকাদেবী

স্বরূপ বস্ত্র ও গন্ধপুষ্পে এবং অলঙ্কার দিয়া আবৃত করিয়া রাখে। সম্মুখ দ্বারে অনেক ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা বেষ্টিত আছে। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে বারাণ্ডা আছে। দেবীর নিকটে প্রায় ১ ক্রোশ পর্য্যন্ত কাহারও বাসস্থান নাই। অনেক ধনিগণ ঐ স্থানে আপন ধর্ম্মার্থে লোকের হিতজন্ত (ও) আরাম জন্ত ধর্ম্মশালা-বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। যে কেহ থাকিতে ইচ্ছা করে, তাহার নিবারণ নাই। অতিশয় জলকষ্ট। মন্দিরের নিকট এক কূয়া আছে, ৭৫ হাত রশিতে জল পাওয়া যায়, জল মিষ্ট, কিন্তু এ সময় জলহীন, কিঞ্চিৎ জল আছে তাহাতে পোকা এবং কাদা। দেবীর বাটীর বাহিরে এক পোয়া গেলে এক কূয়া আছে, তাহাতে ৭০ হাত রশিতে জল পাওয়া যায়, জল ভাল। ঐ কূয়া হইতে জল আনিয়া শ্রান্তি দূর করিয়া পরে দেবীর দর্শন পূজা ইত্যাদি করিয়া, আরবের সরাই হইতে জলযোগ জন্ত যে দ্রব্যাদি লইয়া আসা হয়, তাহা সকলে জলযোগ করিয়া রৌদ্রের সময় ঐ ধর্ম্মশালায় এবং নিম্ববৃক্ষ মূলে বিশ্রাম করিয়া, বেলা তৃতীয় প্রহর গতে যোগমায়া দর্শনার্থে গমন।

কালকাদেবীর পূজারিদিগের বাস চেরাগ দিল্লীতে। যাহার যে দিনাবধি পালা হয়, সেই ব্যক্তি আপনগণ এবং যাহার ইচ্ছা হয় তাহাদের সমেত থাকে। অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের থাকিবার অনেক স্থান আছে। চৈত্র ও আশ্বিন মাসে নবরাত্র কালে বড় মেলা হয়। তৎকালে দোকান সকল বৈসে। সকল দ্রব্য পাওয়া যায়, এক্ষণে আটা (ও) দালের দোকান আছে।

বাহাপুরের কালকাদেবীর মন্দির হইতে কুতব সহর ৪ ক্রোশ পথ, মন্দির হইতে ১ ক্রোশ চেরাগ দিল্লী ও গ্রাম—মনুষ্যযুক্ত নহে,

দেবকৃত। গোবরের সকল সহর নির্ম্মাণ করিয়া স্থাপিত করেন। চেরাগ দিল্লী কেল্লার মধ্যে অনেক হিন্দু-মুসলমানের বাস এবং কুত্য আছে। তথা হইতে ১ ক্রোশ সেখসরা গ্রাম, পরে ১ ক্রোশ বেগমপুরা গ্রাম। তথা হইতে ১ ক্রোশ যোগমায়া দেবীর মন্দির। এই মহাদেবী পৃথুরাজার কেল্লার মধ্যস্থলে আছেন। মহারাজ মহাদেবীকে সাধন দ্বারায় পর্ব্বত উপরে বন মধ্যে দর্শন পাইয়া পূজা করিতেন। সর্ব্বদা দেবী-সমীপে এক ঘৃত প্রদীপ জ্বলিত থাকিত, এবং এক শয়নের শয্যা, তাহাতে অদ্যাবধি নিয়ম আছে, পূর্ব্ব মত ঘৃত প্রদীপ দিবা-রাত্র জাগ্রৎ জ্যোতিঃ থাকে। পৃথুরাজার যজ্ঞভূমি এবং রাজধানী গড় মধ্যে, পর্ব্বতের গড় চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত আছে। যে স্থলে যজ্ঞভূমি, তাহার চিহ্ন এই আছে যে, মুনিগণ রাজসিক যজ্ঞ করিয়া অষ্টধাতু-নির্ম্মিত এক স্তম্ভ যজ্ঞকুণ্ড মধ্যে স্থাপিত করিয়া কহিয়াছিলেন যে, "এই স্তম্ভ-মধ্যস্থল নাগরাজের মস্তকোপরি স্থাপিত করিলাম, যত দিবস স্তম্ভ থাকিবে ততদিন তোমার রাজ্য ভ্রষ্ট হইবে না।" এই বাক্য রাজা শ্রবণ করিয়া মনে সন্দেহ হওয়াতে ঐ স্তম্ভ হেলন করিতে অর্থাৎ উঠাইবার জন্য নড়াইতে, ঐ স্তম্ভের গোড়া দিয়া রক্তস্রাব হইল। মুনিগণ রাজার মনে সন্দেহ জানিয়া রাজার প্রতি কুপিত বাক্যে কহিলেন, "যদর্থে স্তম্ভ স্থাপিত, তাহা পূর্ণ হইবে না এবং ঐ স্তম্ভ ঈষৎ দক্ষিণ-পশ্চিমে হেলা রহিল।" স্তম্ভের উপর দেবনাগর অক্ষরে সকল বৃত্তান্ত খোদিত আছে। মুসলমানগণ ও ইংরাজদিগের রাজ্য হইলে পর যখন যাহার অধিকার হইয়াছিল, ঐ স্তম্ভ উঠাইবার জন্য নীচে অনেক খনন করিয়া দেখিয়াছে, সীমা পায় নাই এবং স্তম্ভে কামান দ্বারা গোলা

পৃথ্বীরাজার যজ্ঞভূমি

নিক্ষেপ করিয়াছিল, তথাচ স্তম্ভ পতিত কি ভগ্ন হয় নাই। গোলার চিহ্ন আছে, পারসী অক্ষরে স্তম্ভ-গাত্রে লিখিত আছে। ঐ স্তম্ভের কিঞ্চিৎ দূরে এক প্রস্তর-নির্ম্মিত স্তম্ভাকৃতি বৃহৎ ও উচ্চ এক ঘর আছে, ক্রমে ছয় তলা উচ্চ।

ঐ স্তম্ভাকৃতি ঘরে পল আছে। এমত শ্রুত হওয়া যায় যে, এই স্তম্ভ, ইহাকে লাট কহে, উহার উপর বসিয়া রাজকন্যা যমুনা দর্শন ও পূজা করিবেন, এজন্য রাজা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। রাজভবন হইতে যমুনা ৯ ক্রোশ।

রাজার বাটী প্রস্তর-নির্ম্মিত, অতি উত্তম প্রস্তর-খচিত ছিল। ঐ সব স্তম্ভ বাটীর ভিতরে ছিল। মুসলমানদিগের রাজ্য হওয়াতে ঐ রাজভবন মধ্যে এবং যজ্ঞভূমিতে যে সকল দেবদেবীর মন্দির এবং যজ্ঞকুণ্ড ইত্যাদি যাহা হিন্দুদিগের ধর্ম্মবিষয়ক স্থান ছিল, সকল ভগ্ন করিয়া এবং উত্তম উত্তম যে সকল পাথরের দরজা ছিল, তাহা উঠাইয়া দিল্লীতে লইয়া যায়। দেবালয় স্থানে মস্‌জিদ তৈয়ার করে এবং স্থানে স্থানে কবর দেয়। এই মত করিয়া হিন্দুরাজকৃত স্থান সকল ভ্রষ্ট করে। কিন্তু ধাতু ও প্রস্তর-স্তম্ভ ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই, অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। প্রস্তর-স্তম্ভ সুগঠিত, ঘরের ভিতর দিয়া উঠিবার পথ। এই স্তম্ভ দৃষ্টে কলিকাতার মনুমেণ্ট নির্ম্মিত হয়। ইহা মনুমেণ্ট হইতে অনেক উচ্চ হইবে।

পৃথ্বীরাজার প্রাসাদ

উক্ত রাজভবন হইতে কুতব-সহর ॥৹ ক্রোশ। সহর মধ্যে নানা জাতির বসতি এবং সকল দ্রব্যাদির দোকান আছে, খাদ্য দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। সহরের ভিতর হইয়া গুড় গ্রামে যাইবার পথ গিয়াছে। গুড় গ্রাম ৯ ক্রোশ।

যোগমায়া মহাদেবীর বাটীর মধ্যে অনেক ধর্ম্মশালার বাটী আছে, উত্তম উত্তম বাটী সকল। যাত্রিগণ থাকিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়াছে, কাহাকেও থাকিতে নিবারণ নাই। আমরা ঐ সকল বাটীর মধ্যে দেবীর মন্দিরের নিকট এক বাটীতে থাকিয়া সন্ধ্যায় দেবীর স্নান-অভিষেক হইবার সময় গোলাকৃতি পাথর যোগমায়ার স্বরূপ আরতি দর্শন করিয়া, শিব দর্শন হয়। অতি সুরম্য স্থান। সেবাইতগণ পূজা আরতি অন্তর স্তুতি পাঠ করিয়া যৎকালে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে, তৎকালে দেবীকে প্রায় আবির্ভাব করে। ঐ স্থানে এক কুয়া আছে, ৭৫ হাতের নীচে জল। তথাকার এমত মনুষ্য যে, পয়সা পাইলে ঐ কূপ মধ্যে লম্ফ দিয়া পড়ে। এরূপ কঠিন কর্ম্ম অনায়াসে করিয়া থাকে, কিন্তু কখনও কাহারও প্রাণ বিনাশ হয় না। দেবীর সম্মুখে দুই ব্যাঘ্র-আকৃতি প্রস্তর আছে, ঐ স্থানে ঘণ্টা থাকে। মন্দিরের পার্শ্বে এক নাট বাঙ্গালা আছে, তাহাতে দ্রব্যাদি সাজান, সকলই মহাদেবীর।

যোগমায়ার মন্দির

২৩ বৈশাখ, রবিবার, অমাবস্যা

যোগমায়ার মঙ্গল-আরতি দর্শন এবং কুতবলাট ধাতু-স্তম্ভ দর্শনাদি করিয়া তথা হইতে ৪ ক্রোশ মদবশা। পরে ৪ ক্রোশ দিল্লীর আজমীর দ্বার। তথা হইতে ২ ক্রোশ আসিয়া নিগমবোধের ঘাটে স্নান-তর্পণ করিয়া বাসাতে আহারাদি করিয়া অপরাহ্নে নগর-ভ্রমণ।

২৪ বৈশাখ, সোমবার, শুক্ল প্রতিপদ

যমুনার নিগমবোধের ঘাটে স্নান-তর্পণাদি এবং অযোধ্যাবাসী এক সাধুর দর্শন।

২৫ বৈশাখ, মঙ্গলবার, দ্বিতীয়া

ইন্দ্রপ্রস্থ-দিল্লীতে স্থিতি (ও) উক্তকর্ম্ম।

২৬ বৈশাখ, বুধবার, তৃতীয়া

যমুনাতে স্নান-দানাদি। বৈকালে নগর-ভ্রমণ।

২৭ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, চতুর্থী

দিল্লীতে ঐ।

২৮ বৈশাখ, শুক্রবার, পঞ্চমী

নিগমবোধের ঘাটে স্নান-তর্পণাদি, দেবদেবী-দর্শন (ও) হরিহরঘোষের পুত্রের কর্ণবেধের নিমন্ত্রণ-রক্ষার্থে গমন। দিল্লী সহরে প্রায় পঞ্চাশ জন বাঙ্গালি বাবু আছেন। হরিহর ঘোষের বাসা কাগজি-মহল্লাতে; অতি উত্তম ব্যক্তি।

২৯ বৈশাখ, শনিবার, ষষ্ঠী

দিল্লীতে স্থিত ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে গড়মুক্তেশ্বর ৩০ ক্রোশ, গঙ্গা দেবী তীর্থ। মুক্তেশ্বর শিব পাণ্ডবদিগের স্থাপিত ও তথা হইতে হস্তিনা ৩০ ক্রোশ, যথা কুরুকুলের আদিরাজ্য। এক্ষণে হস্তিনাপুরী বন হইয়া আছে, বন মধ্যে কুন্তীশ্বর শিব আছেন, যে

কুন্তীশ্বর শিব

শিবপূজার জন্য কুন্তী-গান্ধারীতে বিবাদ হয়। মহাদেবের আদেশ হয়, যে অগ্রে স্বর্ণচম্পক দিয়া আমার পূজা করিবে, তাহার পুত্র রাজ্যেশ্বর হইবে। অর্জ্জুন বাণ দ্বারা কুবের ভাণ্ডার হইতে স্বর্ণচম্পক শিব-মস্তকোপরি বৃষ্টি করিয়া মাতাকে পূজা জন্য পাঠান। ঐ শিব বন মধ্যে

আছেন, তথায় অবধূত-সন্ন্যাসিগণ আছেন। কুরুকুলের ঘরবাটী বর্ত্তমান নাই, স্থানে স্থানে চিহ্ন আছে। নিবিড় বন হইয়াছে।

৩০ বৈশাখ, রবিবার, সপ্তমী

গায়কদিগের মজলিস নিগমবোধের ঘাটের উপর প্রতি রবিবার হয়। সহরের যত গায়ক আছেন, সকলে একত্র হন। আপন আপন গান-বাদ্যের পরীক্ষা হয়। দিল্লীশ্বরের এক আঙ্গুর-বাগ ছিল। ঐ বাগান সম্প্রতি কোম্পানী বাহাদুর খরিদ করিয়া লইয়া উহার নিকট দিয়া কলিকাতা দরজা প্রকাশ করিয়াছেন, তিন বৎসর ঐ দরজা প্রকাশ হইয়াছে। ঐ বাগ ডিপুটি কালেক্‌টরের জিম্মায় আছে। ঐ বাগে এক্ষণে গোলাপ গাছ তৈয়ার করিয়া এক উত্তম ঘর আছে। তাহার সম্মুখে চৌবাচ্চাতে ফোয়ারা আছে। ঐ স্থানে সকলে আসিয়া বিশ্রাম করে।

৩১ বৈশাখ, সোমবার, অষ্টমী

যমুনাতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া অপরাহ্ণে নগর ভ্রমণ করিতে করিতে কাশ্মীর দরজার সামিল গির্জ্জার সম্মুখে জান সাহেবের বাটীতে এক জন্তু আছে, তাহার আকার উটের ন্যায়, গলা লম্বা ঘোড়ার মুখের মত, সম্মুখে দুই পদ উচ্চ, পশ্চাতের পদ কিছু ছোট, গাত্রে ব্যাঘ্রের ন্যায় কট্‌কা কট্‌কা চিহ্ন আছে, দুই বৎসরের বাচ্চা, কিন্তু এক প্রমাণ উটের ন্যায় উচ্চ।

১ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, নবমী

যমুনাতে স্নান-তর্পণ ও সহর-ভ্রমণ।

২ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, দশমী

দিল্লীতে ঐ।

৩ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, একাদশী

দিল্লীতে ঐ।

৪ জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, দ্বাদশী

দিল্লীতে স্নান-তর্পণ ও সহর-ভ্রমণান্তর বাসায় আসিবার সময় অত্যন্ত আঁধি হইয়া, পথ না দেখিতে পাইয়া ভ্রমে অন্য স্থানে গমন হইতেছিল, পরে ভ্রম দূর হইয়া বাসাতে আসিলাম।

৫ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ত্রয়োদশী

যমুনাতে স্নান-তর্পণ (ও) অপরাহ্নে ভ্রমণ।

৬ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, চতুর্দ্দশী

দিল্লীশ্বরের নিজ কেল্লাতে সর্ব্বত্র ভ্রমণ এবং যমুনার তটে নিগমবোধের ঘাটে নৃসিংহ-চতুর্দ্দশীর মেলা দেখা। প্রহ্লাদচরিত্র পাঠ হয়, হিরণ্যকশিপুর এক বৃহৎ কাগজের স্বরূপ প্রস্তুত করে, স্তম্ভ হইতে ভগবান্ নৃসিংহের রূপ ধারণ করিয়া সন্ধ্যার সময় দৈত্য-বিনাশ এবং প্রহ্লাদ ভগবান্-সম্মুখে স্তুতি করেন। সকল দেবদেবী ও লক্ষ্মী তৎস্থলে উপস্থিত। এই মেলা নিগমবোধের ঘাটে দেখিয়া ও গান শ্রবণ করিয়া, নীলছত্রি দেখিয়া পুল পর্য্যন্ত গমন, পরে বাসাতে প্রত্যাবর্ত্তন।

নৃসিংহ-চতুর্দ্দশীর মেলা

৭ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, পূর্ণিমা

যমুনার নিগমবোধের ঘাটে স্নান-তর্পণ করিয়া বলদেব ও

জগন্নাথ দর্শন। পরে অপরাহ্নে মাধবদাসের বাগিচাতে ৺রাধাকৃষ্ণ চতুর্ভুজ নারায়ণ, বদরীনারায়ণ, গঙ্গাদেবী, বলদেব (ও) শ্রীরাম-সীতা-প্রতিমা দর্শন করিয়া, সকল মন্দিরে আরতি দর্শন। পরে হনুমান মহাবীরের দর্শনান্তর রামলীলা শ্রবণ। তৎপরে অন্য দেবালয় দর্শন করিয়া বাসায় গমন। এই দিবস চাঁদনীর চকে এক ছোট গাভীতে দন্তাঘাতে এক বৃদ্ধ হালওয়াই (ও) এক বালিকা কাহার-কন্যার প্রাণদণ্ড করে।

৮ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, প্রতিপদ

যমুনাতে স্নান-তর্পণাদি (ও) অপরাহ্নে নগর-ভ্রমণ।

৯ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, দ্বিতীয়া

যমুনাতে স্নান-তর্পণাদি (এবং) ঐ মত অপরাহ্নে ভ্রমণ করিতে করিতে কলিকাতা দরজা হইয়া যমুনার তীরে যাইয়া নৌকাতে যে পুলবদ্ধ আছে, তাহার উপর হইয়া পারে যাইতে সকলের ইচ্ছা হইল। পার হইবার দানঘাট প্রথমে পুলের সম্মুখে আছে। পুলের উপর পথ রুদ্ধ করিবার দুই কাষ্ঠ আছে। এ পুল কাহারও ঠিকা নাই, কোম্পানীর খাসে আছে। পার হইবার জন্য ইংরাজি এক পাই দিতে হয়। চারিজনের গমনাগমনের আট পাই জমা করিয়া দিলাম। যমুনার পুল বৃহৎ, ১২৫খানি কাষ্ঠের নৌকাতে পুল হইয়াছে। আমরা ১০২ খানি নৌকা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলাম। ৩২ লণ্ঠন আছে। এই দেখিয়া পুনরাগমন।

১০ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, দ্বিতীয়া, ত্র্যহস্পর্শ

প্রাতে যমুনাতে স্নান-তর্পণ এবং অপরাহ্নে সহর-ভ্রমণ।

১১ জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, তৃতীয়া

যমুনায় নিগমবোধের ঘাটে স্নান-তর্পণ।

১২ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, পঞ্চমী

যমুনায় স্নান-তর্পণাদি।

রাজা হিন্দুরায়ের ইষ্টেট নিলাম। হিন্দুরায় রাজাবাইয়ের ভ্রাতা। শিকার খেলিবার উত্তম উত্তম দ্রব্যাদি ছিল, বন্দুক ৭০০ শত টাকার কম নাই, ঢাল এক খানা ২০০০ টাকা বিক্রয় হইল। গ্রাহক না থাকার জন্ত হীরা পান্না চুনি মোতির কাজ করা দ্রব্যাদি বিক্রীত হইল না।

দিল্লী হইতে প্রয়াগ

১৩ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ষষ্ঠী

যমুনায় নিগমবোধের ঘাটে স্নান-তর্পণাদি করিয়া আহারান্তে অপরাহ্ণে সন্ধ্যার পূর্ব্বে দিল্লী দরজা হইয়া বৃন্দাবন-যাত্রা। দরজা হইতে চৌমুরিয়া গ্রাম, যথায় পুরাতন কেল্লা। ঐ স্থানে আঁধিয়া সময় থাকিয়া পরে ৩ ক্রোশ বদরপুর গ্রাম, যথায় বুলকট্টেনের বহেল বদল হয়। তথা হইতে ২ ক্রোশ বজরপুর গ্রাম, এক কেল্লা ছিল, তিন ফটক। ঐ স্থানে রাত্রি প্রভাত হয়।

১৪ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, সপ্তমী

ঐ কেল্লা হইতে ১॥• ক্রোশ ইদরানকী সরাই। ॥• ক্রোশ আসিয়া পুষ্করিণী, তথায় প্রাতঃকৃত্য স্নানাদি করিয়া]• ক্রোশ বুড়ার পুল। পূর্ব্বে ঐ স্থান ভয়ানক ছিল। পরে ১ ক্রোশ আসিয়া ফরিদাবাদ গ্রাম, ক্ষুদ্র সহর। চৌদিকে সহর-পানা, মধ্যে দোকান এবং বাসস্থান। ঐ গ্রাম মধ্যে না থাকিয়া বল্লামগড়ের রাজার বাগানে নিবাতে আহারাদি করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিশ্রাম।

ফরিদাবাদ

১৫ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, অষ্টমী

ফরিদাবাদের বাগ হইতে পূর্ব্ব দিবস সন্ধ্যাগতে গমন করিয়া তথা হইতে ৪ ক্রোশ বল্লামগড়, রাজা সহস্র-সিংহের রাজ্য। ক্ষুদ্র সহর, রাজার কেল্লা আছে। তথা হইতে ৪ ক্রোশ বগলা গ্রাম। পরে ৪ ক্রোশ পরওল গ্রাম, ক্ষুদ্র সহর, সহর-পানা মধ্যে সহর।

গ্রামের প্রান্তভাগে পাথরওয়ারি দেবীর বাগান। তথায় দিবাতে আহারাদি ও বিশ্রাম।

১৬ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, নবমী

পরগুল হইতে পূর্ব্ব দিবার সন্ধ্যা সময় গমন করিয়া বনচারী ৪ ক্রোশ, ৩ ক্রোশ হোড়েল ও ২ ক্রোশ কোটবন।

১৭ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার

পূর্ব্ব দিবস সন্ধ্যায় পূর্ব্ব কোটবন হইতে ২ ক্রোশ কুশী। তথায় পরমিটের সাহেবের বাঙ্গালা আছে। তথা হইতে ৪ ক্রোশ সাতুই, পরে ৩ ক্রোশ চৌমুয়া, পরে ৫ ক্রোশ বৃন্দাবন-ধাম ; বেলা ১০ টার সময় পহছান হয়।

সন ১২৬২ সাল, ৯ অগ্রহায়ণ, রবিবার, একাদশী

শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবন-ধাম হইতে দর্শনাদি করিয়া শ্রীযুত শুকদেব ব্রজবাসী ও দেবালয় সকল হইতে বিদায়ী যথাশক্তি ভেট বিদায়ার্থে দিয়া, সমভ্যারে রজ, ৺তুলসীপ্রসাদ (৩) বস্ত্রাদি মস্তকে ধারণ করিয়া বেলা তিন দণ্ডের পর শ্রীশ্রী৺ গোপীশ্বরের দর্শন, স্পর্শন (৩) পূজাতে বিল্বদল লইয়া যাত্রা করিয়া, বেলা আড়াই প্রহরের পর আর আর বন্ধুবর্গের নিকট বিদায় হইয়া স্বদেশ-গমনের যাত্রা হইল। মথুরায় বিশ্রান্ত ঘাটে দর্শন-স্পর্শন এবং মথুরানাথ, দ্বারিকাধীশ ও কুঞ্জনাথ দর্শনাদি করিয়া ধ্রুব-ঘাটের নিকট জয়রাম দাসের কটরা মধ্যে গাড়ী সমেত সকলে থাকা হয়।

বৃন্দাবন

১০ অগ্রহায়ণ, সোমবার, দ্বাদশী

প্রাতে উঠিয়া তথা হইতে দুই ক্রোশ নূতন ধর্ম্মশালা, যাহা কালেক্টর সাহেব সকল ধনীদিগের নিকট চাঁদা করিয়া প্রস্তরের উত্তমরূপ নির্ম্মিত করাইতেছেন। তথা হইতে নওরঙ্গাবাদ এক ক্রোশ। এখানে সরাই ও দোকান আছে। আহারাদির চাউল, দাল, আটা, ঘৃত (ও) চাবেনা পাওয়া যায়। তথা হইতে ছয় ক্রোশ ফরে সরাই এবং দোকানাদি সকল দ্রব্যের আছে। নগরের ন্যায় বসতি, হালওয়াই, বেণে, কাঁসারি, বাজাজ, তাম্বুলি, কামার, কুমার, চামার ইত্যাদি সকল দোকান আছে। তরি-তরকারি প্রায় তাবৎ দিন পাওয়া যায়। ফরে গ্রামের প্রান্তে নিম্ববৃক্ষের বাগান আছে। ঐ স্থানে গাড়ী রাখিয়া নিম্বমূলে খিচুড়ি আহার হয়। রাত্রে ঐ স্থানে থাকা হয়। শ্রীযুত কালীবাবু সস্ত্রীক, মুখোপাধ্যায় ও একজন চাকর ডাকের গাড়ীতে অগ্রে বজরাতে আইলেন।

ফরে-সরাই

১১ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ত্রয়োদশী

ফরে হইতে সাত ক্রোশ গোঁবাট। তথা হইতে দুই ক্রোশ সেকন্দরাবাগ। এই বাগে অনেক সাহেব লোকের বাসা আছে এবং সেকন্দর-বাদসাহের এক মস্‌জিদ আছে। ঐ মস্‌জিদ নানারঙ্গের প্রস্তরের নির্ম্মিত, দেখিতে অতি মনোহর। সুরম্য স্থান। মস্‌জিদের অধিক প্রাচীন অবস্থা হইয়াছে, তথাচ দেখিতে কি সুশোভিত আছে, তাহা বলা যায় না। বাগেতে নানামত বৃক্ষাদি আছে। ফলফুল (ও) মেওয়া-জাত সবজি উত্তম উত্তম হইতেছে। কোম্পানী বাহাদুরের নিয়োজিত কর্ম্ম-কারকগণ আছে।

সেকন্দরাবাগ

সেকেন্দ্রা হইতে আগরা সহর দুই ক্রোশ। বেলা এগার ঘণ্টার সময়ে দিল্লী দরজার নিকট যে গির্জ্জা আছে, তথায় পহুছান হয়। তথা হইতে যমুনার পুলের ঘাট এক ক্রোশ। পুলের বাহিরে কেল্লার ঘাটের আড়পার বজরা ছিল। ঐ ঘাটে আসিয়া যমুনাতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া শ্রী৺গোপীনাথের মিষ্টান্ন প্রসাদাদি সমভ্যারে ছিল, আর বাজার হইতে পক্কান্ন ও মিষ্টান্ন আনাইয়া আহারাদি হইল। পরে বজরা পার হইতে ঘাটে পহুছিলে, গাড়ী হইতে আসবাব সকল বজরাতে তুলিতে দিবা অবসান হইল। সন্ধ্যাগতে চড়ার উপরে খিচুড়ি আহার হয়। রাত্রে বজরাতে শয়ন। এ দিবস সহরের সমুদয় দেখা হয় না, কেবল কেল্লার নিকট মণ্ডী ইত্যাদি শ্রী৺কালীবাড়ী দেখা ও দর্শনাদি হয়।

১২ অগ্রহায়ণ, বুধবার, চতুর্দ্দশী

আগরায় অবস্থিতি হইয়া সহর দেখা এবং বাজারে দ্রব্যাদি ক্রয় করা হয়।

আগরা সহর উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘে দুই ক্রোশ (৩) পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রস্থে এক ক্রোশ, উত্তমরূপ দশ বার বাজার (৩) বসতি আছে। সকল বাজারে সকল দ্রব্য পাওয়া যায়। আহারাদির উত্তম উত্তম জিনিস আছে। সহরের যে শৃঙ্খলা, তাহা সকল বাজারে আছে। হালওয়াই পটীতে মেঠাই, পুরি, কচুরি, মগদ, জিলাপি, অমৃতি, লাড়ু, কুমড়ার মেঠাই, পেড়া, বরফি, কালাকন্দ, খুরারলাড়ু, নিমকি, সেও, মিঠা, সন্দেশ ইত্যাদি দ্রব্যাদিতে সাজান দোকান। চাবেনায় দোকানে মুড়ি, খৈ, বাজরার খৈ, জনারের খৈ ইত্যাদি নানামত চর্ব্বণ-দ্রব্য ভুনাওয়ালাদিগের দোকানে পাওয়া যায়। পরচুনিয়ার দোকানে

আগ্রা

এবং মণ্ডীতে চাল, দাল, আটা, ময়দা, ছোলা, মুগ, বিরি ইত্যাদি ভূষি দ্রব্য সকল পাওয়া যায়। পশারির দোকানে সর্ব্ব রকম মসলা ও ঔষধাদি আর সৈন্ধব লবণ (ও) গোস্তাদি মিলে। গান্ধির দোকানে ফুলেল, আতর ও গোলাপ জল এবং পুদিনা ইত্যাদি ও নানা জাতীয় দ্রব্যের আরক ও আচার পাওয়া যায়।

গোটাকেনারি বাজারে কেবল জরির কাজের বাজার। তিন্নার উত্তম উত্তম কাজ হইতেছে। টুপী চাদর আঙ্গিয়া কোরতাতে এমত উত্তম কাজ হইতেছে। গুড়গুড়ি, আলবোলা, ফরশী, সটকার নল (ও) নয়চা ভাল ভাল তৈয়ার হয়।

আগরা সহরের সতরঞ্চি অতি উত্তম। জেলখানাতে যে সতরঞ্চি, গালিচা (ও) আসন তৈয়ার হয়, তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। থাড়াই সতরঞ্চির গজ বার আনার কম দেয় না, আর গালিচা ও সুতার গালিচার দোকান এক শত আছে। কাঁসারি, লোহার, মনোহারী ও জুতা-কাপড়ের চক ভিন্ন ভিন্ন আছে। সব্‌জি মণ্ডী আলাহিদা। তথায় কেবল তরিতরকারি বিক্রয় হয়, সময় সময় কাঁটাল পটোল আনারস পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। কাঁচা নারিকেল মিলে, নারিকেলের গাছ কোথাও কোথাও হইয়াছে। মেওয়ার দোকান আলাহিদা, কাবেলী মেওয়া সকল আছে।

আগরা সহরে বাঙ্গালি প্রায় পাঁচ শত আছে, সকলেই বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে আছে, বেকার কেহ নাই।

আগরা কালেজে লিখন-পঠন হইতেছে, কিন্তু হিন্দু-কলেজ কি হুগলি-কলেজের তুল্য কোন কলেজ নহে। এখানে সাহেব লোক অনেক আছে।

আগরাতে সকল অফিস আছে। যেমত বাঙ্গাল হাতার গবর্ণ-

মেণ্ট কলিকাতা, সেই মত হিন্দুস্থান পশ্চিম-হাতার গবর্ণমেণ্ট আগরা; কেবল স্থপ্রীমকোর্ট ও পেটিকোর্টের কাছারি এখানে নাই। তদ্ভিন্ন ট্রেজারি, সদর-দেওয়ানী ও ব্যাঙ্ক ইত্যাদি স্থাপিত আছে।

আগরা অতি প্রাচীন সহর। যৎকালে হিন্দুদিগের রাজ্য ছিল, তৎকালে (ইহার) অগ্রবন নাম ছিল। মুসলমানের রাজ্য হওয়াতে আকবর সাহা কেল্লা ইত্যাদি করিয়া আকবরাবাদ নাম রাখেন, পরে মহারাষ্ট্রগণ দখল করাতে আগরা নাম হয়। এমত প্রাচীন সহর যে, অদ্যাবধি কাহাকেও নূতন ইট দিয়া বাটী করিতে হয় না। পুরাতন বসতিতে মাটীর ভিতরে এবং টিলাতে যে সমস্ত পুরাতন বাটীর ইট আছে, তাহাতেই এক্ষণে বাটী ঘর হইতেছে। ঐ ইটের মূল্য কাহাকেও কিছু দিতে হয় না, কেবল উঠাইবার খরচা হইলেই হয়। অনেক মুসলমানের এবং অন্য সকল জাতির বসতি আছে। অনেক ধনীদিগের বাস। সহর মধ্যে পঞ্চাশ হাজার মনুষ্যের বাস আছে।

সহরের উত্তরাংশে জজ, মাজিষ্টর, কালেক্টর, কমিশনর, ট্রেজরি, সদর-দেওয়ানী, সদর-নিজামত, সেসন-জজ, একাউণ্টেণ্ট অফিস, কমিসরিয়েট অফিস, গবর্ণমেণ্ট অফিস, মুনসেফ, সদর-আমিন, সদর-আলা, পণ্ডিত, মৌলবী, ডিপুটী কালেক্টর, ডিপুটী মাজিষ্টর, ইঞ্জিনিয়ার আফিস (ও) রেলবোর্ড আফিস ইত্যাদি এবং জেলখানা আছে।

দক্ষিণাংশে কেল্লা। তাহার দক্ষিণপশ্চিমাংশে বালুগঞ্জ, সৈন্য-দিগের থাকিবার স্থান। সকল সরকারি ও সওদাগরি ডাকে গমনাগমন ও দ্রব্যাদি গতায়াতের যুলকটে,নওয়ালা ও সেজ

ইত্যাদি গরু ঘোড়া মনুষ্যাদি যানের গাড়ী পাল্‌কী, বাঙ্গির অফিস এবং জেনারল পোষ্টাফিস, আগরা ব্যাঙ্ক এই স্থানে। আগরার কেল্লা যমুনার উপরে, উত্তর-দক্ষিণে লম্বা, পশ্চিমদিকে দ্বার আর দক্ষিণ দিকে দ্বার। খাই বাহির দিকে এক, তাহার পর প্রাচীর হইয়া পুনরায় খাই দোহারা গড়খাই। তাহার পরে উচ্চ প্রাচীর, তাহাতে বুরুজ, চতুষ্পার্শ্বে কোণে কোণে বুরুজ, তোপ বসাইবার স্থান। প্রাচীরের মধ্যে চতুষ্পার্শ্বে এমত ছিদ্র বক্রভাবে আছে যে, বন্দুক ও কামানের দ্বারা গুলিগোলা চালাইলে বাহিরদিকে বিপক্ষকে আঘাত করিতে পারে। প্রস্তরে নির্ম্মিত কেল্লা; ভাল মজবুদ। এমত কেল্লা এলাহাবাদ (ও) চণ্ডালগড় ভিন্ন কোথাও নাই। কিন্তু এই কেল্লাতে দিল্লীশ্বরের থাকিবার স্থান, অন্যান্য কেল্লা যুদ্ধের জন্য। এই কেল্লা মধ্যে যে মোতি-মস্‌জিদ আছে, তাহা শ্বেত প্রস্তরের বৃহৎ ঘর।

আগ্রার কেল্লা

এক এক ফুকরে তিন ফুকরের এক এক দালান হইতে পারে। যেমত প্রশস্ত ঘর ১৫০০ হাজার মনুষ্য একত্রে বসিয়া ভোজন করিতে পারে। চতুষ্পার্শ্বে চক আছে, মধ্যস্থলে উঠান। এই সকল বাটী শ্বেত-পাথরে নির্ম্মিত। কি আশ্চর্য্য পালিস্‌, তাহা বলিতে পারি না। কোন ক্রমে সর্প উঠিতে পারে না। এই মস্‌জিদের ফকির ও চেরাগদার আছে।

মোতি-মস্‌জিদ

মোতি-মস্‌জিদের পূর্ব্ব-দক্ষিণ দেওয়ান-আম-খাস, যে স্থানে বাদসাহের কাছারি হইত। বসিবার তক্ত আছে, নানা বর্ণের প্রস্তরে খচিত। সিংহাসন-সম্মুখে সোমনাথের চন্দনের গেট। এক্ষণে আম-খাস শেলেখানা হইয়াছে।

দেওয়ান-ই-আমখাস

ইহার পূর্ব্বদিকে দেওয়ান-আম এবং সম্বন বুরুজ। দেওয়ান-আমে হাওয়াখানা, বাদসাহার কষ্টি পাথরের তক্ত, অতি সুচিক্কণ দেব অংশী। তক্তের ধারে ধারে আরবী অক্ষরে খোদিত লিপি আছে। ঐ তক্তের উপর কোন গবর্ণর জুতা সমেত উঠিয়া বসিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাতে (উহা) তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ হইল। অদ্যাবধি ঐ তক্তের দক্ষিণদিক্ ভগ্ন হইয়া আছে। ঐ তক্তের সম্মুখে উজিরের শ্বেত পাথরের তক্ত। তাহার দক্ষিণদিকে পশ্চিমের কোণ ভগ্ন হইয়াছে। যমুনার উপরে অতি উত্তম স্থান।

দেওয়ান-ই-আম

ইহার দক্ষিণে শিশমহল, যে স্থানে বেগমেরা থাকিত, শ্বেত-প্রস্তরে নির্ম্মিত ও সুবর্ণ-খচিত নানা বর্ণের প্রস্তরে চিত্রবিচিত্র। ঐ মহলে বেগমদিগের গোশলখানা অর্থাৎ স্নানাগার আছে। ঐ স্থান অতি মনোহর। স্নানের স্থান অতি সুনির্ম্মিত, শ্বেতপ্রস্তরের চারি কেদারা আছে, পরস্পর সকলে সকলকে সম্মুখে দেখিতে পায়। ঐ কেদারার দাণ্ডিতে দুই ফোয়ারার মধ্যস্থলে পুষ্করিণী আকৃতি, তন্মধ্যে এক বড় মোটা ফোয়ারা, কোণে কোণে এবং পাশে পাশে ভেরছা ফোয়ারা। এই স্থান অতি উত্তম।

শিশ-মহল

ইহার দক্ষিণে দেওয়ান-খাস, শ্বেত প্রস্তরের নির্ম্মিত গৃহ। সম্মুখে নানা জাতীয় পুষ্পোদ্যান আছে। ঐ মহলের উত্তরদিক হইয়া পাতকুয়া মহল। তথা হইয়া শিশ-মহলে উঠিয়া যাইতে হয়।

দেওয়ান-ই-খাস

ইহার উত্তর পার্শ্বে সম্বন বুরুজ, সুবর্ণের ছত্রি। এই স্থানে বাদসা বেগমদিগের সমভ্যারে যমুনার সয়েল করিতেন, শ্বেত

প্রস্তরের সুনির্ম্মিত স্থল। এইরূপ সকল মনোহর স্থান ভ্রমণ করিয়া উপর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র দেখিলাম। কেল্লার ভিতরে কেবল গোলা, গুলি, হাতিয়ার, কামান, বোম (ও) বন্দুক আছে। দুই দ্বারে দুই কালা সিপাহী গার্ড আছে। পাঁচ দ্বার ভেদ করিয়া প্রবেশ হইতে হয়, তাহাতে সিপাহী পাহারা আছে।

শিশ-মহলের দ্বার রুদ্ধ থাকে, দ্বারপালদিগকে কিছু দান করিলে, তাহারা দ্বার মুক্ত করিয়া যে স্থানে যাহা আছে, সকল দেখাইয়া দেয়।

আগরার কেল্লা হইতে দেড় ক্রোশ দক্ষিণে যমুনার উপরে তাজবিবির রোজা, যাহাতে সাজাহান বাদসাহের ও তাজবিবির কবর আছে।

তাজমহল

এই রোজার আখ্যান সকলে শ্রুত আছেন। অতি উত্তম নির্ম্মিত। ইহার ন্যায় ভবন আর কোথাও দেখা যায় না, কেবল অমৃতসহরে মহারাজ রণজিৎসিংহের গুরু-দরবার। উত্তম উত্তম প্রস্তরে ঝাড় ফুল ফল পাতা শিকড়, যাহার যেমত রঙ্গ, তাহা সেই রঙ্গের খোদিত পাথর বসাইয়া নির্ম্মল পালিস করিয়াছে, স্বর্ণের কাজ অনেক আছে। তাজবিবির রোজার তাবৎ বাটী মর্ম্মরে নির্ম্মিত, কবর-স্থান চারিতলা। নীচে দুই কবর আছে, তাহার উপর তলাতে ঐ দুই কবরের আকৃতি আছে। ঐ কবরের ঘর মধ্যস্থলে (ও) চতুস্পার্শ্বে বেষ্টিত ঘর সকল বক্র ভাবে সুশোভিত হইয়া আছে। কবর-স্থানের ঘরের চতুস্পার্শ্বের দেওয়ালে শ্বেত পাথরের উপরে লাল নীল পীত সবুজ গোলাপী আশমানী ফিরমিজী ইত্যাদি নানারঙ্গের প্রস্তরে বৃক্ষ লতা পাতা ফল ফুল

খোদিত করিয়া, যাহার যে স্থানে যে রঙ্গ প্রয়োজন, সেই রঙ্গের পাথর তাহার ভিতর বসাইয়া মিলিত করিয়াছে। এমত বোধ হয় যে, এক পাথরের ভিতরে নানা রঙ্গ-বিরঙ্গ দেখা যাইতেছে। যে সমস্ত বৃক্ষ ঝাড় শ্বেত প্রস্তরে খোদিত করিয়া পালিস করিয়াছে, তাহা বর্ণনা হয় না। যে সংতরাশ অর্থাৎ ভাস্কর এই প্রস্তর খোদিত করিয়া এই সকল কারিগরি করিয়াছে, সে ব্যক্তি সামান্য মনুষ্য নহে,—বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় তাহার বিদ্যাবুদ্ধি। এই কবর-স্থানের উপরে চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টিত ঘর তিন তলা পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে। কবর-স্থান ফাঁক আছে, তাহাতে দেউলাকৃতি গুম্বুজ উঠিয়াছে। কবরের উপর উচ্চ ভাগে একসা মোরগের ডিম্ব আছে। চতুর্থ তলার উপর এক হাওয়াখানা বুরুজ আছে। তাহার উপর হইতে বহুদুর দৃষ্ট হয় এবং সুশীতল স্থান। তথা হইতে ঐ মধ্যস্থানের গুম্বুজ দেখিলাম, তাহার উপর উঠিবার সিঁড়ি আছে। ক্রমে গুম্বুজ উপরে চারিতলা উঠিতে হয়। চারিতলা বাটীর উপরে গুম্বুজ, চারিতলা একত্র হিসাবে আট মহল উচ্চ। এই সকল মর্ম্মরে তৈয়ার। এরূপ পালিস যে, সর্প উঠিতে পারে না, মশা মাছি বসিলে পড়িয়া যায়। এমন চিক্কণ, যে সকল ঝাঁঝরি কাটিয়াছে, তাহার ভিতরে অঙ্গুলি দিয়া দেখিয়াছি, সর্ব্বত্র সমান পালিশ। চারি কোণাতে যে চারি স্তম্ভ আছে (তাহা) শ্বেত পাথরের নির্ম্মিত, বৃহৎ (ও) উচ্চ, যেমত টেলিগ্রাফ উচ্চ সেই মত, ভিতরে ঘর আছে। উপরে উঠিবার সোপান ক্রমে বেষ্টিত হইয়া আছে। বাড়ী বৃহৎ, ইহার মধ্যে ফুল-ফলের নানাজাতির বৃক্ষগণ আছে।

সম্মুখে যে পুষ্পোদ্যান আছে, তাহার শোভা কি কহিব!

মধ্যস্থলে শ্বেত প্রস্তরের চবুতরা, দীর্ঘ-প্রস্থে ষোল ষোল হাত। তাহার চতুষ্পার্শ্বে যাতি, যুথী, মল্লিকা, বেল, গোলাপ (ও) চামেলির উদ্যান। ইহার চতুর্দ্দিকে গাঁদা, গুলদা, উদি, মোরগা, (ও) দুলাল আছে। স্থানে স্থানে মেহারাপ বান্ধিয়া তরুলতা, ঝুম্‌কালতা, রাধালতা, মালতী, শ্যামালতা, কলমীলতা, নবঙ্গলতা (ও) মাধবীলতায় সুশোভিত আছে। ইহা ভিন্ন কতশত পুষ্পাদি আছে, তাহার নাম জানি না—বিলাতী ও পাহাড়িয়া। সুরম্য সুগন্ধযুক্ত উদ্যানের চতুষ্পার্শ্বের পরিসর প্রস্তরের বাঁধা পথ। তাহার দুই ধারে জলের লহর আছে। তাহা জলপূর্ণ হইয়া সুশীতল আছে। যে শ্বেত পাথরের চৌতরা আছে, তাহাতে বসিবার উত্তম স্থান।

তাজমহলের পুষ্পোদ্যান

পুষ্পোদ্যানের দুই পার্শ্বে নানাজাতি ফলাদি ও মেওয়ার বৃক্ষাদি। আম্র, কণ্টকীফল, তাল, খেজুর, তেঁতুল, আমড়া, চাল্‌তা, নিম, বকুল, অশ্বত্থ, বট, আমলকী, হরীতকী, বয়ড়া, নাশুদানা, তিত্তির, ভূর্জ্জপত্র, চন্দন, রক্তচন্দন, নোড়, পেঁপে, লিচ, বাদাম, কিস্‌মিস্, আখ্‌রোট, ফল্‌সা, তুত, আতা, পিয়ারা, কামরাঙ্গা, সেও, ন্যাসপাতি, দাড়িম্ব, এবং নেবু —কাগজি, পাতি, কমলা, বাতাবি, নারঙ্গি, সন্তরা, সরবতী, গোঁড়া, কলম্বা ইত্যাদি নানাজাতির নেবু সকল (ও) আঙ্গুরের গাছ বাগ মধ্যে আছে। বকুল, গন্ধরাজ (ও) ঝাউ ধারে ধারে, বাগের দুই পার্শ্বে কদলীবন, তাহার নিকট আনারসের গাছ, মধ্যে মধ্যে চৌকাবন্দী কপি ইত্যাদি সব্‌জি সকল আছে। তাহার ধারে ধারে লালপাতা ও সাদাপাতার গাছ আছে, মধ্যে মধ্যে কত স্থানে কত জাতির মনসা গাছ এবং বিলাতী ও পর্ব্বতীয় ফল ফুলের গাছ

তাজমহলের বৃক্ষবাটিকা

সকল আছে, তাহার সকল গাছের নাম জানি না, কোম্পানীর বাগানে দেখিয়াছি। এই মত বাগানে সুশোভিত অতি মনোরম স্থান। উত্তপ্ত, উৎকণ্ঠিত, রোগী, শোকাতুর ব্যক্তি এবং বিরহান্বিত ব্যক্তিগণের মন প্রাণ দেহ সুশীতল হইবার স্থান। এতদ্দেশে যত সাহেবগণ আছেন, সকলে রবিবারে আরাম জন্ম এই রোজাতে আসিয়া শয়ন করেন। এই রোজা মধ্যে বাজা বাজাইলে অতিশয় গম্ভীর শব্দ হয়। এজন্ত বেহালা, অর্গন ও পিয়ানপোর্ট ইত্যাদি ইংরেজি বাগু সকল লইয়া সাহেবগণ বাগু করে, মিস্ সকল নৃত্যগীতে মগ্ন হইয়া সকল মনুষ্যের মনানন্দ করে।

ইহার দুই দিকে দুই ফটক আছে, অতি উত্তম নির্ম্মিত। লাল পাথরের তাল ঘর সকল আছে, অন্ত স্থানের এক এক জন ধনী ব্যক্তির এক এক বাটি। যে ব্যক্তি এই তাজবিবির রোজা উত্তমরূপে দেখিয়াছে, সেই জানিতে পারিবে, এই ফটকের বাহিরে একখণ্ড বাড়ী আছে, তাহাতে দোকানদার লোকের এবং অতিথি ফকিরের থাকিবার স্থান। গাড়ী, পাল্কী, ঘোড়া, বয়েল এই বেরা মধ্যে বৃক্ষমূলে থাকে।

ইহার কিঞ্চিৎ দূরে তাজগঞ্জ। এখানে উত্তম বাজার (ও) বসতি আছে।

আগরার যমুনার পুল বান্ধা। বয়ার উপরে তক্তা পাড়া, তাহার উপরে খড় ঘাস পাড়া, এই মত পুল জলে ভাসিতেছে, অর্দ্ধ মাইল পথ হইবে। যমুনা পার হইয়া রামবাগ। উত্তম বাগান, সকল রকম ফল-ফুলের বৃক্ষাদি এবং সকল তরিতরকারি জন্মিতেছে।

যে কালীবাড়ী আছে, তাহার খরচ সকল বাঙ্গালিতে চাঁদা

করিয়া দেন, মাসিক একশত টাকা চাঁদা আছে। ঐ টাকাতে শ্রী৺কালীঠাকুরাণীর পূজা ও ভোগের খরচপত্র হয়। রবাহুত অনাহুত, যে কেহ বাঙ্গালি আইসেন, তাঁহাদের থাকিবার স্থান ঐ কালীবাড়ী। তাঁহারা ঐখানে থাকিতে ও খাইতে পান। মাংসাশী-দিগের মাংস খাইবার ইচ্ছা হইলে বলি প্রদান করিবার স্থান (আছে), একরূপ বিশিষ্ট সরাই।

আগরার ঘাটে বজরার উপর ক্ষেত্রমোহন ও মণিলাল চৌবেকে বিদায় করা হয়, এই খানে লিখিয়া দিই।

১৩ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, অমাবস্যা

প্রাতে আগরার কেল্লার ঘাট হইতে বজরা খুলিয়া পাঁচ ক্রোশ আসিয়া এক চড়াতে লাগান করিয়া আহার হয়। পরে তিন ক্রোশ আসিয়া নাগরীয়ার চড়াতে লাগান করিয়া রাত্রে থাকা হয়।

১৪ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, প্রতিপদ

নাগরীয়া হইতে ছয় ক্রোশ চিনবাস গ্রাম। এই ঘাটে অনেক তুলার নৌকা সকল বোঝাই হইতেছে। তাহার উপরের চড়াতে আহার করিয়া তিন ক্রোশ পরে এক গ্রাম। তাহাতে এক রাজার বাটী আছে, রাজার নাম ... ...। ঐ গ্রামের আড়-পারের চড়াতে রাত্রে অবস্থিতি।

১৫ অগ্রহায়ণ, শনিবার, দ্বিতীয়া

প্রাতে যমুনাতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া বজরা খুলিয়া চারি ক্রোশ আসিয়া চড়াতে আহার হয়। তথা হইতে ছয় ক্রোশ

বটেশ্বর। ঐ বটেশ্বরের নিকট এক চড়ার ধারে রাত্রে থাকা হয়। এই স্থানে অতিশয় দস্যুর ভয়, এজন্য তাবৎ রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া কালহরণ করা হইল।

১৬ অগ্রহায়ণ, রবিবার, তৃতীয়া

প্রাতে চড়াতে প্রাতঃকৃত্য করিয়া বটেশ্বরের ঘাটে আসিয়া প্রাতঃস্নান তর্পণাদি করিয়া বটেশ্বর শিব ও গৌরীশঙ্করাদি দর্শন স্পর্শন পূজা ইত্যাদি করিয়া নগর দেখা হয়। বটেশ্বর সহর তুল্য স্থান, ভাদড়িয়া রাজার রাজ্য। রাজবাটী আছে এবং বটেশ্বর ও গৌরীশঙ্কর আর চতুর্ভুজ-নারায়ণের সেবা (ও) দেবালয় আছে। যমুনার ধারে এবং নগর মধ্যে দুই শত দেবালয়ে শিবস্থাপন আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজগণ ও ধনিগণ যমুনার ঘাট বান্ধাইয়া উপরে শিব-মন্দির করিয়া শিব স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু দর্শনে বোধ হইল যে, সেবা-পূজার বরাদ্দ কিছুই নাই, যেহেতু ফুল কি জলের চিহ্ন কিছুই নাই। এই বটেশ্বরের নয় ক্রোশ পর্য্যন্ত সীমা। ইহাতে চল্লিশ হাজার ঘর, সর্ব্ব জাতির বসতি, অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি আছে। নগর মধ্যে গোসাঞি, সন্ন্যাসী ও সাধুমোহন্তের আখড়া আছে। এস্থলে কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে মেলা হয়। অনেক দেশের মনুষ্য আসিয়া একত্র হয়, হস্তী ঘোটক উষ্ট্র গর্দ্দভ গরু সহস্র সহস্র বিক্রয় হয় এবং আর আর নানাদেশীয় বহুমূল্য ও অল্প মূল্যের দ্রব্যাদি মেলাতে আইসে। চারি পাঁচ লক্ষ মনুষ্যের মেলা হয়। ইহা ভিন্ন জীবজন্ত পশুপক্ষ্যাদি আছে। ব্রজভূমের মধ্যে এই বটেশ্বরের মেলা প্রধান মেলা। সকল

বটেশ্বর-শিব

বটেশ্বরের মেলা

দেশের দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। দুই মাহা পর্য্যন্ত মেলার দোকান সকল থাকে, কিন্তু সম্পূর্ণ মেলাতে মনুষ্য সকল এক মাহা গতায়াত করে। জয়পুর, কড়োরি, বিকানীর, হাতরাস, ভরতপুর (ও) গোয়ালিয়র প্রদেশের রাজগণ এবং সর্দ্দার সকল মেলাতে আইসেন।

বটেশ্বরের ৪ ক্রোশ অন্তরে এক চড়াতে লাগান করিয়া আহারাদি হয়। পরে তিন ক্রোশ আসিয়া বটেশ্বরের সামিল বিক্রমপুর গ্রাম। তথায় খেয়াঘাট এবং তুলার আড়ত আছে। ঐ গ্রামের উত্তরদিকে যে চড়া, তাহাতে সন্ধ্যার সময় লাগান করিয়া রাত্রে থাকা হয়।

১৭ অগ্রহায়ণ, সোমবার, চতুর্থী

প্রাতে বিক্রমপুরের চড়াতে প্রাতঃকৃত্য ও স্নান-তর্পণাদি করিয়া জলপথে আটক্রোশ পথ আসিয়া পায়া, ভাদড়িয়া-রাজার বাটী, এখান হইতে ডাঙ্গাপথে বটেশ্বর সাত ক্রোশ। এই পায়ার আড়পারে চড়াতে রসুই হইয়া আহারাদি করিয়া পরে নওগাঁ, ঐ রাজার কেল্লা। এখানে বাজার ইত্যাদি আছে, প্রজালোকের অনেক বসতি, আহারাদির দ্রব্য সকল পাওয়া যায়। নগর স্থানে হালওয়াই ইত্যাদি দোকান সকল আছে। রাজসৈন্যদিগের থাকিবার স্থান। এই কেল্লাতে রাজা মহেন্দ্রসিংহ সর্ব্বদা থাকেন। গড়ের ভিতর রাজভবন আছে, ঘড়ি নহবৎ সময় সময় বাজিতেছে। এখান হইতে ডাঙ্গাপথে বটেশ্বর দশ ক্রোশ। এই রাজভবনে শ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তির দর্শন। এই কেল্লার দক্ষিণ চড়াতে ধোপাঘাটে বজরা লাগান করিয়া রাত্রে রুটী তৈয়ার

পায়া

হইয়া আহার হয়। এই ঘাটের নিকটে জল মধ্যে রাত্রে বড় আশ্চর্য্য দৃষ্ট হইল। জল মধ্যে কখন মনুষ্যাকৃতি, কখন বৃহৎ বৃক্ষের ন্যায়, কখন বা তালগাছাকৃতি হইয়া জলের উপর দণ্ডায়মান। আবার ক্ষণে ক্ষণে জলমন্থন করিয়া জল-কল্লোলের শব্দ হইয়া জল দুই তিন হাত উর্দ্ধে উঠে। তাহার পর ছোট ডিঙ্গির ন্যায় ভাসিয়া কতক দূর পর্য্যন্ত আইসে। এই মত প্রায় দেড়প্রহর রাত্র পর্য্যন্ত ছিল, তাহার পর ধোপাতে যেরূপ শব্দ করিয়া পাটে কাপড় কাচে, সেই মত ব্যবহার করিতে লাগিল। এই মত রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত করিয়া পরে আর কিছু উপদ্রব হয় না। কিন্তু ইতি-মধ্যে অন্য ভয়ানক কিছুই হয় নাই। আমরা রাত্রে ঐ স্থানে ছিলাম, প্রাতে সেই সকল স্থান তদারক করিয়া দেখি-লাম কিছু চিহ্ন নাই।

১৮ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, পঞ্চমী

প্রাতে নওগাঁর চড়াতে প্রাতঃকৃত্য স্নান-তর্পণাদি করিয়া রওনা হইয়া চারি ক্রোশ আসিয়া ঐ ভাদড়িয়ারাজ মহেন্দ্র সিংহের কেল্লা, ভবন ও গ্রাম, সহর তুল্য। নানামত দ্রব্যাদি পাওয়া যায়, নগর বাজার নানাদেশীয় দ্রব্যাদি আছে। শ্রী৺বিহারীজির দর্শন। এই গ্রামের নাম বাটিকো। এখান হইতে জলপথে তিন ক্রোশ আসিয়া এক চড়াতে লাগান করিয়া আহারাদি করা হয়। তাহার পর বেলা দুই দণ্ড থাকিতে ইটয়াতে আসিয়া প্রান্ত-ভাগে বজরা বাঁধিয়া নগর-ভ্রমণার্থে উঠা

বাটিকো গ্রাম

ইটয়া

হইল। যে স্থানে বজরা ছিল, তথা হইতে সহর এক ক্রোশ পথ। সহর মধ্যে অনেক ধনাঢ্যগণের বসতি আছে, উত্তম উত্তম ইষ্টকালয়, মনুষ্যগণ বাণিজ্যে উপার্জ্জন করে। এই পুরাণ সহর, ইহাতে দুই বাজার আছে। মিষ্টান্ন পক্কান্ন চাল দাল আটা ঘৃত চিনি চাবেনা তরি-তরকারি পান সুপারি তামাক ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য এতদ্দেশে যাহা আছে—তাহা সকলই পাওয়া যায়। বস্ত্রাদি ও তৈজসাদি এবং মনোহারী দ্রব্যাদির দোকান সকল আছে। সর্ব্ব দ্রব্য উত্তম পাওয়া যায়, দর ও ওজন ভাল, এক শত ছয় সিক্কা ওজন। এই পুরাণ সহর হইতে নূতন সহর এক ক্রোশ, এ পর্য্যন্ত সমান বসতি এবং দোকান সকল। এই স্থানে বাঙ্গালিবাবুদিগের বাসা, এখানে ইহাদের বিষয়কর্ম্ম। ইটয়াতে ছাউনী ডাকঘর মাজিষ্টর কালেক্টরি কাছারি এবং ইঞ্জিনিয়ার-দপ্তর ইত্যাদি আছে, তাহাতে বাঙ্গালিবাবু সকল কর্ম্মকারক আছেন। দশ বার জন যাঁহারা আছেন, অতি ভদ্র স্বভাব। এই স্থানে শান্তিপুর-নিবাসী বৈকুণ্ঠ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, বৃন্দাবনে বন্ধুত্ব হয়। ইহা অতি উত্তম স্থান, গোলাগঞ্জ ভাল আছে, স্থানে স্থানে দেবালয় আছে, রাজার স্থাপিত। অতি সুনির্ম্মিত শ্বেত প্রস্তরের হর-গৌরী-মূর্ত্তি আছেন, চমৎকার দর্শন। ছাউনী ও ডাকঘর সহর হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ।

ডাকে প্রসন্নকুমারকে কলিকাতায় চিঠি পাঠাই।

১৯ অগ্রহায়ণ, বুধবার, ষষ্ঠী

ইটয়া হইতে জলপথে দশ ক্রোশ (ও) ডাঙ্গা-পথে পাঁচ ক্রোশ

আসিয়া চণ্ডোলী গ্রামের নিকট চড়াতে লাগান করিয়া আহারাদি হয়। এই চড়ার পাড়পার আদোনী গ্রাম। তথায় দেবী আছেন। তাঁহার এই ষষ্ঠীতে, ছটের মেলা করে, দেবীর নিকট বলি প্রদান হয়। ভাঙ্গি চামারে মাংস আহার করে; জমিদার লোক, কি আর আর ভদ্রজাতি, যাহাদের পৈতা আছে, তাহারা আহার করে না। ঐ চড়া হইতে বজরা খুলিয়া জলপথে পাঁচক্রোশ আসিয়া এক চড়াতে বজরা ধরিয়া রাত্রে দাল রুটী তরকারী আহার হয়।

আদোনী

২০ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, সপ্তমী

চড়াতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া বজরা খুলিয়া জলপথে ছয় ক্রোশ আসিয়া ভরে গ্রামের নীচে চড়াতে লাগান করিয়া আহারাদির উদ্যোগ। ভরের রাজার বাটী ও কেল্লা আছে। তথায় বাজার আছে, যমুনা হইতে এক পোয়া অন্তরে রাজভবন। ঐ ক্ষুদ্র চড়াতে আহারাদি করিয়া বেলা দুই প্রহর গতে রওনা হইয়া, জলপথে নয় ক্রোশ আসিয়া ঐ রাজভবনের নিকট যমুনাতে চম্বল নদীতে যে স্থলে সঙ্গম, তথায় সন্ধ্যার সময় পহুছিয়া, চড়াতে দালরুটী আহার করা হইল।

ভরে গ্রাম

২১ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, অষ্টমী

যমুনা চম্বল নদীতে সঙ্গমস্থলে স্নানতর্পণাদি করিয়া প্রাতে বজরা খুলিয়া জলপথে পাঁচ ক্রোশ আসিয়া এক চড়াতে রসুই হইয়া আহার হয়। পরে পাল দিয়া, পালের জোরে জলপথে আট

ক্রোশ পথ আসিয়া, এক চড়াতে লাগান করিয়া রাত্রে রুটী আহার করিয়া থাকা হয়।

২২ অগ্রহায়ণ, শনিবার, নবমী

প্রাতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া তথা হইতে তিন ক্রোশ অরুয়া। এখানে যমুনাতে নৌকার পুল আছে, ইহাকে কুল্‌পী কহে। এখান হইতে অরুয়া সহর দুই ক্রোশ উত্তর দিকে। নৌকাতে যে কুল্‌পী অর্থাৎ পুল ছিল, তাহা খোলাইয়া পার হইয়া কতক পথ আসিয়া জল মধ্যে অতিশয় পাথর থাকায়, তথায় নৌকাদি অতি সাবধানে আসিতে হয়; জলের ভিতর দুই দিকে পাথর, মধ্যস্থলে জলের পথ, ঐ স্থানের প্রথম মুখে ডাঙ্গার উপর এক স্তম্ভ গাঁথা, তাহাতে নিশান, শেষ মুখে বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ। এক পোয়া পথ এই মত পাথর, তাহার পর চারি ক্রোশ আসিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম। চড়াতে রসুই করিয়া আহার হয়। পরে ছয় ক্রোশ আসিয়া চড়াতে লাগান করিয়া দাল রুটী আলুর তরকারী আহার করিয়া রাত্রে বজরা মধ্যে শয়ন।

অরুয়া

২৩ অগ্রহায়ণ, রবিবার, দশমী

প্রাতে চড়াতে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া প্রাতঃস্নান-তর্পণান্তর গমন করিয়া ছয় ক্রোশ আসিয়া নাট-আলের চড়াতে আহারাদি হয়। ইহার পশ্চিম পার থর-তলা গ্রাম। এখান হইতে ডাঙ্গাপথে কালপী তিন ক্রোশ। এই চড়া হইতে দুই প্রহর দুই ঘণ্টার সময়

কালপী

বজরা খুলিয়া কালপীর কেল্লার ঘাটে সন্ধ্যার পূর্ব্বে লাগান হয়। ঐ ঘাট হইতে উঠিয়া সহর ভ্রমণে গমন হয় এবং দ্রব্যাদি যাহা লইবার প্রয়োজন, তাহা লওয়া হয়। এখানে সকল দ্রব্য পাওয়া যায়, অনেক বসতি আছে, স্থানে স্থানে দেবালয়, কেল্লার ঘাটে ১০৮ সিঁড়ি। এই সিঁড়ি ক্রমে তেরচা, ছয় বার তেরচা ভাবে উঠিলে কেল্লা, তৃতীয় বারে শিবমন্দির, নারায়ণের মন্দির, উত্তম পোক্তা, ঘাট। কেল্লা পুরাতন ভাল মজবুদ, খাই অধিক, গহ্বর। কেল্লার চারি বুরুজ পশ্চিম দিকে, আর দক্ষিণ দিকে দরজা ছিল। পশ্চিমের দ্বার রুদ্ধ আছে, দক্ষিণের দ্বার মুক্ত আছে। এ কেল্লাতে সৈন্যাদি কি যুদ্ধ-সরজাম কিছুই এক্ষণে নাই। কেল্লার পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে সাহেবদিগের গোরস্থান।

এই ঘাটের পূর্ব্বদিকে নৌকার পুল, এই পুল দিয়া গমনাগমনের পথ। ঝাঁসী হইয়া যে রাস্তা আগরা গমনাগমনের হইয়াছে, তাহার পুল নৌকাদি গমনাগমন সময়ে খুলিয়া দেয়।

এক্ষণে এস্থানে সাহেব কি বাঙ্গালি কেহ নাই, পূর্ব্বে জজ মাজিষ্টর কালেক্টর এবং সৈন্যাধ্যক্ষদিগের কাছারি ছিল। সম্প্রতি গোয়ালিয়রের সামিল। জব্বলপুর ও ঝাঁসীতে সকল কাছারি ও পল্টন গিয়াছে। এখানে কেবল ডাকঘর আছে, তাহাতে এক জন বাঙ্গালি কেরাণী ছিল। সে ব্যক্তি দোষী হওয়াতে তৎপরিবর্ত্তে এক জন লালা আছে, আর এক জন বাঙ্গালি তহশীলদার হইয়াছে।

তিন চারি বাজার আছে। তাহার মধ্যে বড় বাজার ও গণেশগঞ্জ প্রধান বাজার। হালওয়াই, বেণিয়া, পশারি এবং কাপড় কম্বল (ও) থারুয়ার দোকান অনেক আছে। গণেশগঞ্জে অনেক